সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের পতন

একটি পর্যালোচনা

খালেকুজ্জামান

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল
বাসদ

সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের পতন — একটি পর্যালোচনা

খালেকুজ্জামান

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ

সোভিয়েত
সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের পতন —
একটি পর্যালোচনা

খালেকুজ্জামান

প্রকাশক : বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ
কেন্দ্রীয় কমিটি
২৩/২ তোপখানা রোড (তৃতীয় তলা), ঢাকা-১০০০
ফোন : +৮৮ ০২ ৪১০৫৩৬৪৪; ২২৩৩৫২২০৬
ফ্যাক্স : +৮৮ ০২ ২২৩৩৫১৩৩৫
ই-মেইল : mail@spb.org.bd
প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০২৪, ঢাকা, বাংলাদেশ

প্রচ্ছদ : রাজ্জাক রুবেল

মুদ্রণ : গ্রন্থিক মিডিয়া
১১০, আলিজা টাওয়ার, ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০
মোবাইল : ০১৬৭৬৩১৩৯৫৭; ই-মেইল : press@gronthik.com

মূল্য : একশত টাকা

ভূমিকা

সর্বহারার মহান নেতা কার্ল মার্কস এর ২০৫তম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে 'সমাজ অনুশীলন কেন্দ্র' নারায়ণগঞ্জ এর উদ্যোগে 'সোভিয়েত ইউনিয়নসহ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের বিপর্যয় ও তার কারণ' বিষয়ক এক সেমিনার গত ৫ মে ২০২৩ শুক্রবার বিকেল ৪টায় ২নং রেল গেটস্থ বাসদ নারায়ণগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের হল রুমে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক, বর্তমান উপদেষ্টা কমরেড খালেকুজ্জামান। সমাজ অনুশীলন কেন্দ্রের সমন্বয়ক কমরেড শহীদুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অনুশীলন কেন্দ্রের সদস্য কমরেড বিমল কান্তি দাস। আরও আলোচনা করেন বাসদ নারায়ণগঞ্জ জেলার সদস্য সচিব কমরেড আবু নাঈম খান বিপ্লব, অনুশীলন কেন্দ্রের সদস্য কমরেড জাকির হোসেন, কমরেড রঘু অভিজিত রায়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অনুশীলন কেন্দ্রের সদস্য কমরেড স ম কামাল।

কমরেড খালেকুজ্জামান সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় কি সাময়িক না ইতিহাসের চূড়ান্ত পরিণতি; কার্যকারণ সম্পর্কের বাইরে কিছুই ঘটেনা; রাশিয়ার তৎকালীন অর্থনৈতিক কাঠামো ও সামাজিক বাস্তবতা; সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি নির্মাণ: গড়ে তোলার প্রতিবন্ধকতা; মার্কসের চিন্তায় সমাজতন্ত্রে পরিকল্পনার অপরিহার্যতা; বলশেভিক পার্টির অর্থনৈতিক কর্মসূচি ও পদক্ষেপ (বাজার ও পণ্যের বিলোপ সাধন প্রক্রিয়া, সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের গঠন); বলশেভিক পার্টির বিংশতিতম কংগ্রেস এবং সংশোধনবাদী নেতৃত্বের ক্ষমতা দখল; স্তালিন প্রসঙ্গ: নতুন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযোগের পুনর্মূল্যায়ণ (ব্যক্তি পূজা প্রসঙ্গে, স্তালিনের বিরুদ্ধে 'লেনিনের উইল' চেপে রাখার অভিযোগ প্রসঙ্গে, গুলাগ আর গুলাগের লক্ষ লক্ষ রাজনৈতিক বন্দি); সংশোধনবাদী নেতৃত্বে পুঁজিবাদী পথে হাঁটা (সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ নিয়ে বিভ্রান্তি, সংশোধনবাদীদের অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচি); বলশেভিক পার্টির অভ্যন্তরে সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে লড়াই (লেনিনবাদকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া); স্তালিন আমলের ত্রুটি কি কিছু ছিলনা? সমাজতন্ত্রের বিজয় অবশ্যম্ভাবী প্রাককথনসহ উপরোক্ত ১৩টি শিরোনামে যথাসম্ভব সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। সোভিয়েত পতনের কারণ যে

আধুনিক সংশোধনবাদ, সে সত্যটি সঠিকভাবে অনুধাবন করতে না পারার কারণে দেশ বিদেশে বামপন্থি আন্দোলনের নেতা কর্মীদের মধ্যে বিভ্রান্তি বিরাজ করছে।

আমাদের দলসহ দেশের বামপন্থি আন্দোলনের কর্মীদের মধ্যে বিরাজমান বিভ্রান্তি দূর করা এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতন্ত্র সম্পর্কে সঠিক ধারণা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সেমিনারে দেওয়া কমরেড খালেকুজ্জামানের আলোচনাটি সম্পাদনা করে আমাদের দলের পক্ষ থেকে 'সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের পতন-একটি পর্যালোচনা' শিরোনামে পুস্তিকাকারে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। বিলম্বে হলেও পুস্তিকাটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত। আশাকরি, পুস্তিকাটি আমাদের দলসহ বামপন্থি আন্দোলনের নেতাকর্মীদের মধ্যে সোভিয়েতসহ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের পতনের কারণ সম্পর্কে একটি সঠিক উপলব্ধি গড়ে তুলতে সহায়তা করবে।

পুস্তিকাটির বক্তব্য সম্পর্কে পাঠকদের মতামত প্রত্যাশা করি। আপনাদের মতামত আমাদের ভাবনাকে সমৃদ্ধ করবে।

ধন্যবাদান্তে
বজলুর রশীদ ফিরোজ
সাধারণ সম্পাদক
কেন্দ্রীয় কমিটি
বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ

অক্টোবর ২০২৪
ঢাকা

প্রাককথন

৫ মে ২০২৩ মানবমুক্তির দিশারী সর্বহারাশ্রেণির মহান নেতা কার্ল মার্কসের ২০৫তম জন্মবার্ষিকীতে আমি সশ্রদ্ধ চিত্তে তাঁকে স্মরণ করছি। এই দিনে 'সমাজ অনুশীলন কেন্দ্র, নারায়ণগঞ্জ'-এর পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয়েছে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়-'সোভিয়েত ইউনিয়নসহ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিপর্যয় ও তার কারণ' সম্পর্কে আলোচনা। আমাকে আলোচক হিসেবে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য 'সমাজ অনুশীলন কেন্দ্র' পরিবারকে কতৃজ্ঞতা জানাচ্ছি। এ ধরনের একটি জটিল গুরুগম্ভীর আলোচনা শুনতে আগ্রহী উজ্জ্বল উপস্থিতিকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। বিষয়টি দুদিক থেকেই বিশালত্বের দাবিদার। একদিক থেকে বিপ্লবের আয়োজন ও তার সাফল্য অন্যদিক থেকে তার বিপর্যয়। একটিকে যদি আটলান্টিক মহাসাগর আর অন্যটিকে প্রশান্ত মহাসাগরের সাথে তুলনা করি তাহলে এই দুই মহাসাগর মন্থন করে মনিমুক্তা সংগ্রহ করা আমার কাজ নয়, তা আমার সাধ্যের বহু যোজন দূরে। আমি শুধু ওখান থেকে এক বালতি জল সংগ্রহ করে আনার চেষ্টা করতে পারি। আমি তাই করবো।

আলোচনার সূচনা ও পরিসর তুলে ধরার স্বার্থে কমরেড বিমলকান্তি দাস সেমিনারে ধারণাপত্র হিসাবে 'সোভিয়েত ইউনিয়নসহ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিপর্যয় ও তার কারণ' শিরোনামে সময় ও শ্রম দিয়ে নিষ্ঠাভরে বেশ দীর্ঘ একটা প্রবন্ধ তৈরি করেছেন এবং সামান্য কিছু অংশ বাদ দিয়ে আমাদের পড়ে শুনিয়েছেন। এতে সমাজ বিকাশের ধারায় নানা সভ্যতার উত্থান, বিবর্তন, বিপর্যয়, সংকট সম্ভাবনা তুলে এনেছেন। বিশেষ করে ফরাসি বিপ্লব, প্যারি কমিউন, রুশ বিপ্লব, সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার বিস্তার, সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের বিলোপসহ তার আন্তর্জাতিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র, বর্তমান দুনিয়ার হালচাল, সমাজতন্ত্রের পুনরুত্থানের সম্ভাবনা ইত্যাদি ঐতিহাসিক তথ্যসূত্র সহযোগে ও বর্তমানে বিদ্যমান বাস্তবতার নিরিখে তুলে আনার চেষ্টা করেছেন। অনেক প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা এর মধ্যে রয়েছে। আমি ধারণাপত্র কেন্দ্রিক প্রতিটি বিষয় ধরে আলোচনা করবো না, যদিও আমার আলোচনায় অনেকগুলো বিষয় এসে যাবে। কিছু অসম্পূর্ণতা থাকতে পারে, কিছু পুনরাবৃত্তি হতে পারে, তার জন্য আগেই দুঃখ প্রকাশ করে রাখছি। আমার আলোচনা আমাদের দলের ধারণার বাইরে কিছু নয়। যদিও আমরা এখনও এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গটির সামগ্রিক আলোচনা পুস্তিকাকারে প্রকাশ করে উঠতে পারিনি। আশা করি স্বল্পকালের মধ্যেই দল সে উদ্যোগ নেবে। আজকের আলোচনা তাতে সহায়ক হবে আশা করি। আরও তিনজন কমরেড এই সেমিনারে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করেছেন, তাদেরকে ধন্যবাদ।

কমরেডস, মানব ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে যে সমস্ত বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে তার মধ্যে রাশিয়ার নভেম্বর বিপ্লব একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। কারণ,

এর আগের সমস্ত বিপ্লবই হয়েছে একটি শোষণমূলক ব্যবস্থাকে পাল্টে নতুন একটি শোষণমূলক ব্যবস্থাকে স্থান করে দেওয়ার জন্য। অর্থাৎ শোষক পাল্টেছে, শোষণের অবসান ঘটেনি। কমিউনিস্ট ইশতেহারে এই কথাটা বলা হয়েছিল যে, অতীতে যে সব শ্রেণি ক্ষমতা পেয়েছে, তারা তাদের অর্জিত অধিকার সুরক্ষিত করতে বা চারপাশে সুরক্ষার দূর্গ গড়ে তুলতে সমগ্র সমাজের উপর নতুন করে তাদের লুণ্ঠনের শর্ত চাপিয়ে দিয়েছিল। অর্থাৎ নতুন ব্যবস্থা হয়ে উঠেছিল ভিন্নতর এক শোষণের ব্যবস্থা। এমনকি সমাজে শ্রমিকশ্রেণির আবির্ভাবের পরেও যখন বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে তখনও সেই কথা সত্য। ইউরোপের অনেক দেশে ১৮৪৮-৫০ সাল পর্বে বিপ্লব হয়েছে বা বিপ্লবের চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু সেই সব বিপ্লবে সদ্য প্রকাশিত কমিউনিস্ট ইশতেহারে মার্কসের চিন্তানুসারে শ্রমিকশ্রেণির শ্রেণি হিসাবে যে ঐতিহাসিক ভূমিকা নেওয়ার কথা ছিল তা হয়নি। কারণ, তার জন্য শ্রমিকশ্রেণির উপযুক্ত সাংগঠনিক সক্ষমতা তখনও গড়ে ওঠেনি। এঙ্গেলসের মৃত্যুর অল্প কিছু সময় আগে, ১৮৯৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে, যখন কমিউনিস্ট ইশতেহারের ইতালিয় সংস্করণের ভূমিকা লেখেন তাতে ইউরোপের অন্যান্য বিপ্লবের চরিত্রের কথা উল্লেখ করেছিলেন। বলেছিলেন যে, বুর্জোয়া ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করার সুনির্দিষ্ট অভিপ্রায় ছিল কেবলমাত্র ফরাসি শ্রমিকদের। ইতালি, জার্মানি, অস্ট্রিয়াতে শ্রমিকরা প্রথম থেকেই বুর্জোয়াদের শাসন-ক্ষমতায় বসানো ছাড়া আর কিছুই করেনি। ফ্রান্সের শ্রমিকরাও বুর্জোয়াশ্রেণির সাথে তাদের দ্বন্দ্ব সম্পর্কে সচেতন থাকলেও তাদের শ্রেণি সচেতনতা সেই পর্যায়ে ছিল না। তাই শোষণহীন সমাজ গঠন তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। বিপ্লবের সুফল ভোগ করেছে বুর্জোয়াশ্রেণি। মানব ইতিহাসে নভেম্বর বিপ্লবই প্রথম যা সংঘটিত হয়েছিল শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা গঠনের পথ চলার সূচনা হিসেবে। এই একটি কারণেই নভেম্বর বিপ্লব ছিল অনন্যসাধারণ। আবার, এই কারণেই যে কোন যুক্তিবাদী মানুষই বুঝতে পারবেন যে, সোভিয়েত রাশিয়া কেন পৃথিবীর সমস্ত দেশের শোষকশ্রেণির চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল, কেন পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদীদের মনে সৃষ্টি করেছিল আতঙ্ক। ১৯৯১ সালে সরকারিভাবে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের অবসানের ঘোষণা শ্রমিকশ্রেণির জন্য দুর্ভাগ্যজনক হলেও বুর্জোয়া বিশ্বে সাময়িক হলেও স্বস্তি এনে দিয়েছে এবং স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনা তাদের আনন্দের কারণ হয়ে উঠেছে। আমি মূলত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিপর্যয়ের কার্যকারণ বিষয়ে বলবো। তার সাথে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উত্থান-পতন, পুনরাবির্ভাব, স্থায়িত্ব ও বিকাশ ইত্যাদি প্রসঙ্গ এবং তার ঐতিহাসিক অনিবার্যতা, কার্যকারণ বা সম্ভাবনার বিষয়ও বলার চেষ্টা করবো। কারণ, এই প্রেক্ষিত আলোচনা না করলে আমাদের আলোচ্য বিষয় সঠিকভাবে বুঝা যাবে না।

সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় কি সাময়িক না ইতিহাসের চূড়ান্ত পরিণতি

১৯৯১ সালের ডিসেম্বর মাসে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিলোপের ঘোষণা যখন এলো, তখন বিশ্বজুড়ে দুই রকম প্রতিক্রিয়া আমরা দেখলাম। একদিকে পুঁজিবাদী শোষণমূলক শাসন-শোষণের প্রতিস্পর্ধী একটা উন্নত সভ্যতার পতনে বিশ্বব্যাপী শ্রমিকশ্রেণি এবং মানবতাবোধসম্পন্ন বিবেকবান মানুষেরা বেদনায় ভারাক্রান্ত। বিশ্বের শ্রমজীবী ও খেটে-খাওয়া দীন-দরিদ্র মানুষের মধ্যে নেমে এসেছিল হতাশা। অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী শিবিরে তখন চলেছে উল্লাস ও যুদ্ধজয়ের উন্মাদনার জোয়ার। অনেক সাধারণ মানুষ, যাঁরা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আস্থা ও ভরসার স্থল হিসেবে ভেবেছিলেন, তাদের মধ্যে অনেক মানুষও হয়েছেন বিভ্রান্তির শিকার, যার ঘোর এখনও কাটেনি। পুঁজিবাদের সমর্থক বুদ্ধিজীবীদের একাংশ এমনভাবে ব্যাখ্যা হাজির করলেন যে, সমাজতন্ত্রের পতন কোন সাময়িক বিপর্যয়ের ঘটনা নয়, এইটি ইতিহাসের চূড়ান্ত পরিণতিকে স্বীকৃতি দিচ্ছে। তাঁরা বললেন যে, যেহেতু সমাজতন্ত্র রাষ্ট্র-ব্যবস্থা হিসাবে বাস্তবসম্মত ছিল না, কৃত্রিমভাবে চাপানো একটা ব্যবস্থা ছিল, তাই সেটা বিপর্যয়ের মুখে পড়ে টেকেনি। ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা নামে এক আমেরিকান রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বই লিখলেন-'The End of the History'–ইতিহাসের পরিসমাপ্তি।

সেখানে তিনি জানালেন যে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতনের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। কী অর্থে ইতিহাসের পরিসমাপ্তি? তাঁরা বলছেন যে, প্রায় এক শতাব্দীরও অধিককাল ধরে মানবসমাজের বিকাশের ধারা নিয়ে রাজনৈতিক ও আদর্শগত বিতর্ক চলছিল, অর্থাৎ সমাজের বিকাশের ধারায় পুঁজিবাদ, যা তাদের ভাষায় উদার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, সেটাই কি চূড়ান্ত পর্যায়, নাকি এর অগ্রগতির মাধ্যমে উত্তরণ ঘটবে অন্য কোনো অধিকতর উন্নত সাম্যবাদী সমাজে। হেগেল এবং মার্কসকে উল্লেখ করে যুক্তি করেছেন যে, এদের দুইজনই মনে করতেন যে, মানব সমাজের বিকাশের স্তর অ-শেষ (open-ended) নয়। এই বিবর্তন প্রক্রিয়া শেষ হবে যখন মানবজাতি এমন একটি স্তরে পৌঁছাবে যখন মানুষের মৌলিক আকাঙ্ক্ষাগুলি পরিতুষ্ট হবে। তাঁর মতে উভয় চিন্তাবিদ এভাবেই একটি 'ইতিহাসের সমাপ্তি' ঘোষণা করেছিলেন: হেগেলের জন্য এটি ছিল উদারবাদী রাষ্ট্র এবং মার্কসের জন্য এটি ছিল একটি কমিউনিস্ট সমাজ। তাদের মতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দেখা গেল যে, সমাজতন্ত্রের মধ্যে নিহিত গভীর ত্রুটি এবং অযৌক্তিকতার কারণে সেইটি বিপর্যস্ত হলো (grave defects and irrationalities that led to their eventual collapse), আর অন্যদিকে উদার গণতন্ত্র প্রমাণ করল তর্কযোগ্যভাবে এই ধরনের মৌলিক অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব থেকে সে সম্পূর্ণ মুক্ত। (ফুকুয়ামা, ১৯৯২) তিনি বলতে চেয়েছেন যে, এরপরেও যাঁরা এই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পক্ষে কথা বলছেন, এই ব্যবস্থা নিয়ে স্বপ্ন দেখেন তা সবই কাল্পনিক আকাঙ্ক্ষার পেছনে ছুটে চলা। অর্থাৎ তাদের বিচারে দাঁড়ালো, পুঁজিবাদই মানব সভ্যতা

বিকাশের শেষ ধাপ এবং সেই অর্থে ইতিহাসের সমাপ্তি ঘটেছে। যদিও গত শতাব্দীর ৯০ দশকে তাঁরা যতটা উৎসাহে এই প্রচারে নেমে পড়েছিলেন, ২০০৭-০৮ সালের বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মহাবিপর্যয় দেখার পর, উৎসাহে ততটাই ভাটা পড়েছে। আপনারা সংবাদ মাধ্যমে দেখেছেন তাদের অনেকের মধ্যে আবার নতুন করে মার্কস এর 'পুঁজি' গ্রন্থ ('দাস ক্যাপিটাল') পড়ার ঝোঁক বেড়েছে, পশ্চিমী দুনিয়ায় এই বইয়ের বিক্রি বেড়েছে।

মানব সমাজ তো একদিনে হঠাৎ করে আজকের অবস্থায় আসেনি, এসেছে সময়ের পথ ধরে ক্রমাগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ, বস্তুর পরিবর্তনের সাধারণ নিয়মানুযায়ী মানবসমাজও পরিবর্তনশীল। তাহলে খুবই স্বাভাবিক প্রশ্ন যে, মানবসমাজ যে এইভাবে পরিবর্তিত হয়ে এসেছে তার পেছনে কি অন্যান্য সমস্ত পরিবর্তনের মতো কোন কার্যকারণ কাজ করেছে, নাকি তেমন কোন নিয়ম এখানে নাই? আপনারা জানেন কার্ল মার্কস দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের আলোকে সমাজ বিকাশের সেই অন্তর্গত নিয়ম বা ধারা আবিষ্কার করেন যা 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ' নামে পরিচিত। কোন নির্দিষ্ট সমাজে জীবন-যাপনের জন্য যা কিছু প্রয়োজনীয় (necessities of life) তার উৎপাদন-সাধন সেই সমাজে বিরাজমান উৎপাদন পদ্ধতির ('mode of production') উপর নির্ভরশীল। সেই নির্দিষ্ট সমাজে জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির সাপেক্ষে উৎপাদনের যে হাতিয়ার ব্যবহার করা সম্ভব হয় ও তার সাথে দক্ষ শ্রম-শক্তির সংগঠন তৈরি করে উৎপাদিকা শক্তি (productive force)। আবার, এই উৎপাদন ব্যবস্থাতেই প্রতিটি সমাজে মানুষ মাত্রই ঐতিহাসিকভাবে গড়ে ওঠা একটি বিশেষ ('a specific, social relation of production, a relation that has sprung up historically') সামাজিক উৎপাদনের সম্পর্কের মধ্যে আবদ্ধ থাকে। এই উৎপাদিকা শক্তি এবং উৎপাদন সম্পর্কের ঐক্যই গড়ে তোলে উৎপাদন পদ্ধতি। এই দুইয়ের মধ্যে ঐক্য যেমন আছে, তেমনি দ্বন্দ্বও আছে। জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, কর্মকুশলতার অগ্রগতির সাথে সাথে উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং এক সময় উৎপাদনের পদ্ধতির বস্তুগত বিকাশ এবং এর সামাজিক রূপের মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এই দ্বন্দ্ব জন্ম দেয় নতুন উৎপাদন পদ্ধতির। পুঁজি গ্রন্থে মার্কস ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন-'উৎপাদনের একটি প্রদত্ত রূপের মধ্যে অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের ঐতিহাসিক বিকাশই একমাত্র উপায় যার মধ্য দিয়ে উৎপাদনের সেই রূপটি বিলুপ্ত হয় এবং একটি নতুন রূপ প্রতিষ্ঠিত হয়' (the historical development of the antagonisms, immanent in a given form of production, is the only way in which that form of production can be dissolved and a new form established)। (রচনাবলি, ৩৫, ৪৯১) এই ভাবে উৎপাদন পদ্ধতির (mode of production) পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এক একটি নির্দিষ্ট উৎপাদন পদ্ধতির ভিত্তিতে আদিম গোষ্ঠী সমাজ থেকে দাস সমাজ, দাস সমাজ থেকে সামন্ত সমাজ, সামন্ত সমাজ থেকে পুঁজিবাদী সমাজের জন্ম হয়েছে। খুবই সংক্ষেপে এই হলো মার্কসের সমাজ পরিবর্তনের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা।

তাহলে, দ্বিতীয় যে প্রশ্ন আমাদের সামনে বিবেচ্য হয়ে ওঠে তা হলো বর্তমান বিশ্বজুড়ে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের স্তরে এসে মানব সমাজের বিকাশের এই ঐতিহাসিক ধারা কি থেমে যাবে? মানব সমাজ তার চলার গতি হারিয়ে স্থবির হয়ে পড়বে? উৎপাদিকা শক্তির ক্রম বিকাশের কারণে পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের সাথে–অর্থাৎ বর্তমান মালিক-মজুর সম্পর্কের–বিরাজমান যে দ্বন্দ্ব তার চিরতরে নিরসন ঘটেছে?

আমরা যদি প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলি যে, সমাজবিকাশের কোন কার্যকারণ নেই, কোন কোন ব্যক্তি বিশেষের খেয়াল-খুশি মতো ইতিহাস তৈরি হয়েছে, আর দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলি যে, এখানেই ইতিহাস এসে স্থবির হয়ে গেছে, তবে কোনটাই বিজ্ঞানসম্মত ভাবনা হয় না। মার্কসের অভিন্নহৃদয় বন্ধু এবং সহযোগী এঙ্গেলস বলেছেন সভ্যতা দুইটি আবিষ্কারের জন্য মার্কসের কাছে চিরঋণী থাকবে। তার অন্যতম একটি হলো ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা। মার্কস বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, সভ্যতার অস্তিত্বের যে ইতিহাস আমরা জানতে পারি তা, আদিম স্তর ব্যতীত, সবই শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাস। সেইসব শ্রেণির উদ্ভব, বিকাশ ও পরিণতির সূত্রানুসারে তিনি দেখালেন যে, 'ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবসান' হলো সমাজবিকাশের চূড়ান্ত পরিণতি। সমাজ পরিবর্তনের এই বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠল মার্কসীয় বিপ্লবী তত্ত্ব যাকে, আমরা বলি ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ অনুযায়ী তাই বর্তমান পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী স্তরই মানব সভ্যতা বিকাশের শেষ ধাপ নয়। একদিন মানব সমাজের সূচনায় শ্রেণির অস্তিত্ব ছিল না, কিন্তু ইতিহাসের নিয়ামানুযায়ী একসময় শ্রেণির উদ্ভব হয়েছে, শ্রেণি শোষণের নানা রূপে এসেছে–দাসমূলক সমাজ ব্যবস্থা, সামন্ত সমাজ ব্যবস্থা, পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা। ঠিক তেমনই পরিবর্তনের পথ ধরে একদিন মানব সমাজে শ্রেণির অবলুপ্তি ঘটবে এবং আসবে শ্রেণিহীন সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থা। তবে শ্রেণিহীন সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থা গড়ে ওঠার যে সমস্ত বস্তুগত উপাদান, পরিকাঠামো, উপরিকাঠামো বা পূর্বশর্ত সেইগুলো রাতারাতি গড়ে ওঠার নয়। আমরা কবির ভাষায় বলতে পারি–'এই পথে আলো জ্বেলে–এ-পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে;/সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ;'। শোষণমূলক পুঁজিবাদ থেকে শোষণহীন, শ্রেণিহীন সাম্যবাদী সমাজের স্তরে মানুষকে যেতে হবে পর্যায়ক্রমে–অর্থাৎ এই দুইয়ের মাঝে থাকবে একটি দীর্ঘ মধ্যবর্তী পর্যায়। সেই অনুযায়ী আমাদের বুঝতে হবে যে, মার্কসবাদ অনুসারে সমাজতন্ত্র কোন নির্দিষ্ট বা স্থায়ী চূড়ান্ত ব্যবস্থা নয়। সমাজতন্ত্র পুঁজিবাদ থেকে সাম্যবাদে উত্তরণের মধ্যবর্তী একটি স্তর (transitional phase) মাত্র। সমাজতন্ত্র হলো পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও সম্পর্ককে ধাপে ধাপে বৈপ্লবিক রূপান্তর প্রক্রিয়ায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে সাম্যবাদে পৌঁছানোর লড়াই। এটা কল্পনাশক্তির সুন্দরতম প্রকাশ নয়, এটা উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ও উৎপাদন সম্পর্ক রূপান্তরের ইতিহাসের অনিবার্য পরিণতি। সমাজ বিকাশের ইতিহাসে কোন সমাজের পরিবর্তনই-তা পরিমাণের দিক থেকে হোক বা গুণের দিক থেকে হোক–একরৈখিক নয়, অর্থাৎ সহজ সরলরেখায় ঘটে না বা কখনো ঘটেনি। সময়ের সাথে অনেক চড়াই-উৎরাই, উত্থান-পতন, সংকট-বিপর্যয় ইত্যাদির মধ্য দিয়েই এগিয়েছে ইতিহাস।

তাই, সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বিপর্যয় বা হোঁচট খাওয়াটাই ইতিহাসের অগ্রযাত্রার পথে প্রথম বা একমাত্র ঘটনা নয়। বুর্জোয়া বিপ্লবের ক্ষেত্রে, বা অন্যভাবে বললে, সামন্ত সমাজকে ভেঙে বুর্জোয়া রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও, এমন বিপর্যয় বা হোঁচট খাওয়ার দৃষ্টান্ত মেলে। সামন্ততন্ত্র বা স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রকে পরাভূত করে বুর্জোয়াদের চূড়ান্তভাবে ক্ষমতা দখলের জন্যও দুইশ' আড়াই শ' বছর লেগে গেছে। ইংল্যান্ডে ১৬৪২ সাল থেকে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছিল যার একপক্ষে ছিল পার্লামেন্টের সমর্থক, অন্যদিকে রাজতন্ত্রের সমর্থক। ১৬৪৯ সালের জানুয়ারিতে রাজা চার্লস গ্রেপ্তার হন, তার বিচার হয় এবং তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়। অ্যাক্ট অব পার্লামেন্ট পাশ হয়, রাজতন্ত্রকে বিলোপ করা হয় এবং ইংল্যান্ডকে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হয়। কিন্তু ১৬৬০ সালের মে মাসে সেই প্রজাতন্ত্রকেই বাতিল করে আবার রাজতন্ত্র ফিরে আসে। অনেক আপসও সাধিত হয়। রাজতন্ত্রের প্রতীক হিসাবে ব্রিটিশ রাজপরিবার আজও বুর্জোয়াদের সাজানো শো-কেসে শো-পিস হিসাবে শোভা পাচ্ছে। ইতিহাস কি এর জন্য বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের ধারণা ও তার অগ্রগতিকে বাতিল করে দিয়েছে? ফ্রান্সের ইতিহাসেও কি আমরা তাই দেখি না? বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ১৭৯২ সালে রাজতন্ত্রকে বিলোপ করে ফরাসি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু ১৮০৪ সালে আবার নেপোলিয়ন রাজতন্ত্র ফিরিয়ে এনেছিলেন। ফরাসি বুর্জোয়ারা অবশ্য বিলেতি বুর্জোয়াদের মতো শখের রাজা-রানি সাজিয়ে রাখেনি। যাই হোক, ইতিহাসের স্বাভাবিক অগ্রগতির বিরুদ্ধে সামন্তরাজের প্রত্যাবর্তনের ঘটনার জন্য কি বলা হয়েছিল ইতিহাসের পরিসমাপ্তি ঘটেছে? তেমনি প্যারি কমিউনের মধ্য দিয়ে প্রথম শ্রমিকশ্রেণির রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, মাত্র ৭২ দিন স্থায়ী হয়েছিল সেই রাষ্ট্র। কিন্তু প্যারি কমিউনের ব্যর্থতার পর কি আবার রাশিয়ায় শ্রমিকশ্রেণির রাষ্ট্র ফিরে আসেনি? অতএব, সোভিয়েতে সমাজতন্ত্রের পতন দেখে যাঁরা ভাবেন বা বলেন যে সমাজতন্ত্রের আর ভবিষ্যৎ নেই, তাঁরা সকলে হয় সমাজ বিকাশের বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক যৌক্তিকতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন, বা বিচার করার মতো দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ধীশক্তি তাদের নেই; নয়তো তাঁরা বুর্জোয়াশ্রেণির উচ্ছিষ্টভোগী মতলববাজ উকিল।

এমনটি ধারণা করার কোন কারণ নেই যে, এমন পশ্চাৎমুখী অভিযানের ঘটনা বুঝি মানব সভ্যতার ইতিহাসের আধুনিককালের কোন বিরল ঘটনা। বাস্তবতা হলো মানুষের বিকাশের ইতিহাসের যাত্রাপথের কোন পর্বেই অগ্রযাত্রা সরলরৈখিক পথে অগ্রসর হয়নি। এমনকি অন্ধকারযুগ (Dark ages) বা মধ্যযুগের ইতিহাসেও তার প্রমাণ আছে, যার সম্পর্কে এঙ্গেলসের সুনির্দিষ্ট আলোচনা আছে মার্কসকে লেখা দুইখানি পত্রে (১৫ ডিসেম্বর এবং ১৬ ডিসেম্বর, ১৮৮২)। মধ্যযুগের উপর মৌরার (Maurer)-এর গবেষণার ফলাফল সম্পর্কে বলতে গিয়ে এঙ্গেলস মার্কসকে জানাচ্ছেন যে, মৌরার মধ্যযুগে গ্রামীণ পরিস্থিতি সম্পর্কে যা পেয়েছেন এবং ১৫ শতকের মাঝামাঝি থেকে দাস-ব্যবস্থার (serfdom) আবার দ্বিতীয় পর্যায়ে ফিরে আসা বিষয়ে যে মতামত প্রকাশ করেছেন তা সামগ্রিকভাবে অখণ্ডনীয় (incontrovertible) বলে তিনি মনে করেন। এঙ্গেলস জানাচ্ছেন যে এই সম্পর্কিত মৌরারের সমস্ত লেখা তিনি পড়েছেন এবং দেখেছেন যে তাঁর প্রাপ্ত ফলাফল

তাঁর (এঙ্গেলসের) সমস্ত প্রস্তাবনাকেই সঠিক বলে প্রমাণ করে। অন্ধকারযুগ অতিক্রম করে ত্রয়োদশ, চতুর্দশ শতকে জার্মানির কৃষকরা দাসত্বের বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে স্বাধীন হয়েছিল, কিন্তু পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ে দাসত্ব আবার ফিরে আসে। অন্ধকার যুগের দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে দুই শতাব্দী অতিক্রম করার পর আবার দাস-ব্যবস্থা ফিরে আসা সম্পর্কে মৌরার এর যে অস্বস্তি তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন এঙ্গেলস, যে ব্যাখ্যা বর্তমান সময়ের সমাজতন্ত্রের পশ্চাদপসরণের ব্যাখ্যায় সমানভাবে প্রযোজ্য। এঙ্গেলস বলেছেন যে, শিক্ষিত মন আশা করে যে মধ্যযুগের অন্ধকার থেকে বের হয়ে অপ্রতিহতভাবে অধিকতর মঙ্গলের দিকে অগ্রযাত্রাই (must have changed steadily for the better) সর্বদা স্বাভাবিক হওয়া উচিত। এই প্রবুদ্ধ পূর্বানুমান (enlightened presupposition) অগ্রগতির প্রকৃত চরিত্র উপলব্ধি করতে তাদের কাছে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়, সেই কারণে সম্মুখপানে চলার পরিবর্তে এমনতরো উল্টোমুখে হাঁটার মধ্যে তাঁরা যৌক্তিক বিরোধ দেখতে পান। কারণ সমাজ বিকাশের শক্তি সম্পর্কে দ্বান্দ্বিক ও বস্তুগত ধারণা না থাকায় তাঁরা জানেন না যে বাস্তবে অগ্রগতির মধ্যেও দ্বন্দ্ব থাকে এবং অগ্রগতি বিরোধী শক্তিও কাজ করে। এঙ্গেলস মার্কসকে লিখছেন যে 'প্রসঙ্গত, ১৭ ও ১৮ শতকে জার্মানিতে কোনো ধরনের শিল্প গড়ে উঠতে না পারার একটি কারণ হল দাস-ব্যবস্থার (serfdom) সর্বত্র পুনঃপ্রবর্তন।' (রচনাবলি, ৪৬, ৩৯৯-৪০৫)

সাম্যবাদী স্তরে পৌঁছানোর জন্য সমাজতন্ত্রের যে মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তা বিস্মৃত হলে, সঠিক পথে এগোতে না পারলে, নীতি নির্ধারণে চরিত্রগত দিক থেকে সমাজতন্ত্রের ভাবনা থেকে বিচ্যুত হলে, পুঁজিবাদের অবশিষ্টাংশ হিসাবে টিকে থাকা ক্ষুদ্র পুঁজির সাথে আপস করলে সমাজতন্ত্রের অভ্যন্তরে কোনঠাসা হয়ে টিকে থাকা সেই পুঁজি ধীরে ধীরে নিজের স্বার্থের অনুকূলের শক্তিগুলোকে সংহত করতে পারে এবং পুঁজিবাদের আবার ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকে। সমাজতন্ত্র মানেই দ্বন্দ্বহীন সমাজ নয়, শ্রেণিবিরোধের অবসান নয়। সেজন্য সমস্ত লড়াইয়ের মতো এই লড়াইতেও এগুনো-পেছানো আছে, জয় আছে, পরাজয় আছে, সাময়িক বিপর্যয় আছে। সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের পরাজয় কী প্রমাণ করে? শুধুমাত্র প্রমাণ করে যে, সেই দেশের বুর্জোয়াশ্রেণি পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করে এবং আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী- সাম্রাজ্যবাদীদের সহযোগিতায় রাশিয়াতে শোষণমূলক পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থাকে আবার ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হয়েছে। এর দ্বারা কোন যুক্তিতেই প্রমাণ হয় না পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই মানব সমাজের চূড়ান্ত বিকাশ। এর দ্বারা ইতিহাসের পরিসমাপ্তি বুঝায় না। পুঁজিবাদী শোষণের নগ্নরূপও এতে ঢাকা পড়ে না এবং প্রমাণ করে না যে সভ্যতা বিকাশের ইতিহাস থেমে গেছে বা মানুষের উপর মানুষের শোষণ সৃষ্ট বৈষম্যমূলক ব্যবস্থাই চূড়ান্ত। এই কারণে, ঐতিহাসিক বস্তুবাদের দিক থেকে বিচার করলে, বা সমাজবিকাশের ইতিহাসের বিজ্ঞানসম্মত ধারা বিবেচনা করলে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের অবলুপ্তি ঘোষণাও সমাজতন্ত্রের জন্য এক সাময়িক বিপর্যয় মাত্র। ইতিহাসের চূড়ান্ত পরিণতি বলে কিছু হয় না, তাহলে প্রকৃতির পরিবর্তনের অলঙ্ঘনীয় নিয়মকেই অস্বীকার করতে হয়।

কার্যকারণ সম্পর্কের বাইরে কিছু ঘটে না

আমরা যারা বিজ্ঞানে আস্থা রাখি এবং সেই সুবাদে দর্শন হিসাবে মার্কসবাদকে গ্রহণ করেছি তাঁরা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে বিচার বিশ্লেষণের বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি হিসাবে সঠিক ও বিজ্ঞানসম্মত মনে করি। সেই অনুযায়ী এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে, অতিক্ষুদ্র আণবিক বা পারমাণবিক কণা থেকে শুরু করে বিশাল গ্রহ নক্ষত্র, সমাজ, প্রকৃতি-পরিবেশ, জীবনচক্র, কোন কিছুই স্থির অবস্থায় থাকতে পারে না। দ্বিতীয়ত, মার্কসবাদ বা দ্বান্দ্বিক বিচারপদ্ধতি কোন ঘটনাকে পারিপার্শ্বিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখে না। কারণ, প্রকৃতিতে বা বস্তুজগতে কোন বস্তুই একে অপরের সাথে সম্পূর্ণভাবে সংযোগহীন না। প্রকৃতিতে যে কোন বস্তুর পরিবর্তন হোক বা কোন ঘটনা (phenomenon) ঘটুক, পারিপার্শ্বিক অন্যান্য বস্তুর সাথে বা ঘটনার সাথে পরস্পর নির্ভরশীল এবং একে অপরের দ্বারা প্রভাবিত। এই কারণে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি মনে করে যে, প্রকৃতির কোনো ঘটনাই বুঝা যাবে না যদি পারিপার্শ্বিক ঘটনা থেকে তাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে আমরা বিচার করতে যাই। এই বিশ্বে সবই চলমান, বহমান, গতিময়। স্থির (static) বলে কিছু নেই। যাকে আমরা ভাবি স্থির, তা আসলে আপেক্ষিক অর্থে স্থির। এই কারণে, যা কিছু ঘটুক না কেন তার পেছনেই কার্যকারণ (cause and effect) সম্পর্ক থাকতে বাধ্য। আমরা বলি, কোন নির্দিষ্ট পরিবর্তনের জন্য তার উপযোগী বস্তুগত উপাদান বা শর্ত গড়ে উঠতে হয়, না হলে সেই পরিবর্তন সংঘটিত হয় না। অর্থাৎ, সহজ করে বললে পরিবর্তনের কার্যকারণ সম্পর্কটিকে বাস্তব আকার নিতে হয়।

যেমন, আমরা দেখছি আকাশ থেকে বৃষ্টি ঝরে পড়ছে। সূর্যের তাপের কারণে বিভিন্ন জলাশয় যেমন–মহাসাগর, নদী, হ্রদ এবং এমনকি আর্দ্র মাটি থেকে পানি বাষ্পীভূত হয়েছে। জলীয় বাষ্প বায়ুমণ্ডলে উত্থিত হওয়ার পর শীতল তাপমাত্রায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পানির ফোঁটায় ঘনীভূত হয়েছে এবং সেইগুলোই মেঘ তৈরি করেছে। প্রথমে এই মেঘের ফোঁটাগুলি এত ছোট ছিল যে, তারা বাতাসে মেঘের আকারে ভেসে ছিল। যখন মেঘের ফোঁটাগুলি একে অপরের সাথে মিলে বড় বড় পানির ফোঁটা তৈরি করে তখন সেইগুলো যথেষ্ট ভারী হয়ে যায়। অবশেষে, ঊর্ধ্বমুখী বায়ুর প্লবতা শক্তি এই পানির ফোঁটাগুলিকে আর ধরে রাখতে পারে না এবং মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কারণে তারা মাটিতে পড়তে শুরু করে। তাহলে, এই যে বৃষ্টি পড়ার মতো ঘটনা সংঘটিত হলো, এটা ঘটতেই পারত না যদি না তার জন্য উপযুক্ত বস্তুগত উপাদান আগে ধীরে ধীরে গড়ে উঠত, বৃষ্টি নামার একটা কারণ তৈরি হতো।

তাহলে সঙ্গত কারণেই আমরা বুঝতে পারি যে, সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের যে কথা বলা হচ্ছে তার পেছনেও কার্যকারণ সম্পর্ক কাজ করেছে। আর সেই পরিবর্তনের জন্য এক বা একাধিক বিরুদ্ধ শক্তি বা উপাদান নিশ্চয়ই সমাজের মধ্যে ছিল যা ক্রমাগত শক্তি সঞ্চয় করেছে এবং একসময় সেই শক্তি প্রবল হয়ে উঠে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকেই ভেঙে দিয়েছে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সূচনা মানে তো লড়াইয়ের শেষ নয়, বরং বলা

চলে ব্যক্তিমালিকানাধীন পুঁজির শোষণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের একটি নতুন ধাপের শুরু। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে পুঁজির ভূমিকাকে নির্মূল করে পুনরায় পুঁজির শাসন ফিরে আসার সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করতে যে যে কার্যক্রম নেওয়া উচিত ছিল বা যেভাবে লড়াই সংগঠিত করা উচিৎ ছিল সেখানে কোথাও ঘাটতি নিশ্চয়ই হয়েছিল। আমাদের সেইসব ভালো করে খুঁজে দেখতে হবে, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কারণগুলো অনুসন্ধান করতে হবে এবং একমাত্র তখনই এই বিপর্যয়কে সামগ্রিক অর্থে আমাদের পক্ষে বুঝা সম্ভব।

এমতাবস্থায় শোষণহীন সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তোলার অঙ্গীকারাবদ্ধ শোষিত, নিপীড়িত মানুষের কী করণীয়? আমাদের অবশ্যই এই বিপর্যয়ের কারণ অনুসন্ধান করতে হবে। তার থেকে শিক্ষা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। আমাদের বিচার করতে হবে একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়ায় কোথায়, কখন এবং কোন কোন ভুল সিদ্ধান্তের জন্য এই বিপর্যয় এসেছে। ১৯৯১ সালের পর থেকে ক্রমান্বয়ে সোভিয়েতের সংরক্ষিত নথি-পত্র সাধারণের জন্য উন্মুক্ত হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থার বিপর্যয়ের কারণ সেইসব ঐতিহাসিক দলিলের ভিত্তিতে অনুসন্ধান চলছে, নানা গবেষণা হচ্ছে। সোভিয়েত আমলের নতুন নতুন তথ্যকে ভিত্তি করে বিশ্ব জুড়ে নানা ব্যাখ্যা উঠে এসেছে এবং সেই সব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকে কেন্দ্র করে বিতর্কও চলছে। এখনই চূড়ান্তভাবে সকলের কাছে সোভিয়েতের পতনের কারণ সম্পর্কে গ্রহণযোগ্য ও যৌক্তিক ব্যাখ্যা উপস্থিত হয়েছে তা নয়। তবে, সেই সব দলিলকে ভিত্তি করে ঐতিহাসিকদের গবেষণা একটা কথা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেছে যে, বুর্জোয়ারা এ যাবত পর্যন্ত সোভিয়েত সমাজতন্ত্র সম্পর্কে পরিকল্পিতভাবে অসংখ্য অসত্য কথা ও বিকৃত তথ্য মানুষের মধ্যে প্রচার করে এসেছে।

আমাদের দল বাসদের অভ্যন্তরেও সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় নিয়ে আলোচনা, ভাবনা-চিন্তা, কমরেডদের মধ্যে মতবিনিময় ইত্যাদি হচ্ছে। আমরা ১৯৮৭-৮৮ সালে সোভিয়েত সংশোধনবাদীদের নেতা মিখাইল গর্ভাচেভ প্রণীত 'গ্লাসনস্ত ও পেরস্ত্রইকা'-র উপর শিক্ষাশিবির করেছিলাম। আমরা এটাকে শোধনবাদের আধুনিক সংস্করণ হিসাবে উল্লেখ করেছিলাম এবং বলেছিলাম যে, সংশোধনবাদীদের নেতৃত্বে সমাজতন্ত্রবিরোধী চিন্তা ও শক্তি যেভাবে সোভিয়েতকে গ্রাস করেছে তাতে এই ব্যবস্থার কাঠামোটিও অস্তিত্ব-সংকটের মুখে। যদিও সেই সময় নানা বিবেচনায় এই সম্পর্কিত বক্তব্য কোন প্রকাশনা আকারে প্রকাশ করা থেকে বিরত থেকেছি। ১৯৯০ সালে সোভিয়েত সমাজতন্ত্র পতনের পরপরই ঢাকায় সমাজতন্ত্রের পক্ষে একটা বিশাল জনসভা করেছিলাম। সেই সময়ে এ ধরনের গণ-সমাবেশ একটা বিরল ঘটনা ছিল। সেখানেও এই সম্পর্কিত কিছু কিছু বিশ্লেষণাত্মক বক্তব্য উপস্থিত করা হয়েছিল। তবে, আমাদের দলে এখনও এই সম্পর্কিত আলোচনা চলছে, তথ্য সংগ্রহ ও মতবিনিময় চলছে। ইতিমধ্যে কিছু কিছু বিষয়, যা আমরা পর্যবেক্ষণ করেছি এবং পতনের কারণ হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করেছি, তা আমরা অতি সম্প্রতি 'সমাজতন্ত্রই মুক্তির পথ' শিরোনামে আমাদের প্রকাশনার একটা

অধ্যায়ে তুলে ধরেছি। যদিও সেই আলোচনাকে আমরা পূর্ণাঙ্গ ও সম্পূর্ণ মনে করি না। আরও গভীরভাবে পর্যালোচনার অবকাশ রয়েছে। সামগ্রিক বিচার-বিশ্লেষণ সাপেক্ষে শুধুমাত্র এই বিষয়ের উপর কোন প্রকাশনা এখনও দল হাজির করেনি।

আমরা যা বুঝি তাহলো এই কথা ঠিক যে, বিপর্যয়ের কারণ অনুসন্ধান করতে হলে আমাদের সর্বাগ্রে প্রয়োজন পড়বে সঠিক তথ্য-উপাত্ত। তবে সেই সব তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ ও অনুধাবনের ক্ষেত্রে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সমুন্নত রাখার বিষয়ে আমাদের হতে হবে অত্যন্ত সজাগ। আমরা ইতিমধ্যেই উল্লেখ করেছি যে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অর্থ হলো ধীরে ধীরে শ্রেণিশোষণের অবসান ঘটিয়ে সাম্যবাদের দিকে যাওয়া, যেখানে কোন শ্রেণির অস্তিত্ব থাকবে না। অনেকেই যে কথা বিস্মৃত হন তা হলো এই যে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠিত হলেও রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তিপুঁজির অস্তিত্বকে তৎক্ষণাৎ অবলুপ্ত করা যায় না। দীর্ঘকাল পর্যন্ত ব্যক্তিপুঁজি থাকে এবং অর্থনীতিতে মুখ্য না হলেও তার ভূমিকা থাকে। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, সমাজতন্ত্র কোন শ্রেণিহীন ব্যবস্থা নয়, সেখানেও নানা শ্রেণি থাকে। আর, শ্রেণি থাকলে সমাজে সেই শ্রেণির চিন্তা-চেতনার প্রকাশও থাকে। অর্থনীতির মধ্যে থাকে, চিন্তা-চেতনায় থাকে, কৃষ্টি-সংস্কৃতিতে থাকে, মনন-মানসিকতায় থাকে, দৈনন্দিন অভ্যাসের মধ্যে থাকে, চাওয়া-পাওয়ার আকাঙ্ক্ষার মধ্যে থাকে। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যা তাহলো হাজার হাজার বছর ধরে যে শ্রেণিবিভক্ত সমাজ ছিল এবং তাকে কেন্দ্র করে যে চিন্তা-চেতনা-সংস্কৃতি সমাজ মানসিকতায় গড়ে উঠেছিল, দীর্ঘদিনের জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে যা মানুষের স্বাভাবিক অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল তাকে খুব সহজে সমাজ থেকে নির্মূল করা যায় না। সেই সংস্কৃতি বা সেই অভ্যাস খুব সহজে নতুন সমাজতান্ত্রিক ভাবনাকে জায়গা ছেড়ে দেয় না। তাই, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যেও দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন শ্রেণিস্বার্থের, দুই ভিন্ন মতাদর্শের, দুই ভিন্ন বিশ্ব-দর্শনের লড়াই অব্যাহত থাকে। উপর কাঠামোতে পুঁজিবাদী সংস্কৃতি, শ্রেণি শোষণের মানসিকতা, অভ্যাস ইত্যাদি রন্ধ্রে রন্ধ্রে শুধু টিকে থাকে তাই নয়, উপরন্তু রাষ্ট্রের অভ্যন্তরের ব্যক্তিপুঁজির বিকাশের সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করতে থাকে। সোভিয়েত রাষ্ট্র ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও যে এই বাস্তবতা বজায় ছিল তা বিপর্যয়ের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে বিস্মৃত হলে চলবে না।

আবার অন্যদিকে, বিশ্ব-পরিমণ্ডলে সর্বহারাশ্রেণি বা শ্রমিকশ্রেণির সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থার বিপরীতে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শ্রেণি অত্যন্ত ক্ষমতাশালী শক্তি হিসাবে বিরাজ করছিল। তাদের হাতেই ছিল বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রের ক্ষমতা, আজ্ঞাবাহী সশস্ত্র সামরিক বাহিনী, তাদের হাতেই থাকে বিশ্বের সমস্ত ধন-সম্পদের অধিকাংশের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ, প্রচণ্ড শক্তিশালী প্রচার মাধ্যম এবং অসংখ্য ভাড়াটে বুদ্ধিজীবী। বুর্জোয়া শ্রেণি জানে তাদের অস্তিত্বের প্রাণ-ভোমরার মৃত্যুবান রয়েছে এই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যেই। অতএব তাকে মসিলিপ্ত করতে, তার বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা প্রচারে, সাধারণ মানুষের মনে তার সম্পর্কে ভীতিকর ধারণা তৈরি করতে তাঁরা দীর্ঘকাল ধরে যে কী বিপুল পরিমাণ

সম্পদ নিয়োগ করে চলেছে তা আমাদের ধারণারও বাইরে। মার্কসবাদের অনুসারী হয়ে আমরা যেমন সাময়িক পতনের কারণ অনুসন্ধান করছি, তেমনি বিশ্বের অন্য আর একদল বুদ্ধিজীবীও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে প্রতিহত করার পন্থা-প্রকরণ অনুসন্ধানে গবেষণা করছেন এবং নিয়মিত নানা পত্রিকায় লেখালেখি করছেন। এঁরা সমাজতন্ত্র-সাম্যবাদের প্রবল বিরোধী, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের নামে চূড়ান্ত বৈষম্যমূলক এক সমাজ ব্যবস্থার পক্ষে খোলাখুলি ওকালতি করেন, সমাজের ৯০ শতাংশ মানুষের শ্রমজাত সম্পদকে লুণ্ঠন করে জনসমষ্টির এক ক্ষুদ্রাংশের হাতে সম্পদ ও বিত্ত সঞ্চয়নের অধিকারকে উদার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ওসিলায় ন্যায্য মনে করেন। খুব স্বাভাবিক কারণেই বিপর্যয়ের কারণ অনুসন্ধানের আড়ালে তাদের মূল উদ্দেশ্য থাকে কীভাবে এবং কতরকমভাবে বিকৃত, অর্ধ-সত্য ব্যাখ্যা উপস্থিত করে সমাজতন্ত্রের দর্শনকে মানুষের সামনে বিশ্বাসযোগ্যভাবে অবাস্তব বিষয় করে তোলা যায়, সমাজতন্ত্রের বাস্তবতাকে বাতিল ও অকার্যকর হিসাবে মানুষের কাছে প্রতিপন্ন করা যায়, সাম্যবাদী আন্দোলনের নেতৃত্বের চরিত্রহানি ঘটিয়ে মানুষের মনে তাদের সম্পর্কে অশ্রদ্ধার সৃষ্টি করা যায়।

এর সর্ব-উৎকৃষ্ট উদাহরণ হিসাবে স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পল গ্রেগরির প্রকাশিত একটি বই আলোচনার জন্য বিবেচনা করা যেতে পারে। এঁরা শ্রেণিগত অবস্থান থেকেই পরিকল্পিত অর্থনীতির চূড়ান্ত বিরোধী। কয়েকশত বছরের অভিজ্ঞতায় যতই প্রমাণিত হোক না কেন যে, বুর্জোয়া বাজার ব্যবস্থা একটি নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী ব্যবস্থা, তবু তাঁরা তারই জয়গান গাওয়ার জন্য ভাড়াটে সৈনিক হিসাবে কাজ করে খুশি। বুর্জোয়া ব্যবস্থা যতই বৈষম্য বৃদ্ধিকারী হোক, যতই অন্যায্য প্রতীয়মান হোক, যতই শোষণমূলক হোক, তাদের কাছে সেটাই কাম্য। কেন তাদের কাছে সেই চূড়ান্ত বৈষম্যমূলক, নির্দয়, হৃদয়হীন, অন্যায্য সমাজই কাম্য? প্রকৃত কারণ আড়াল করতেই তাঁরা উদার সমাজ, গণতান্ত্রিক সমাজের ঢাক পেটান। যে সমাজে একদিকে স্বাস্থ্য-শিক্ষা বঞ্চিত কোটি কোটি মানুষ অর্ধভুক্ত অর্ধনগ্ন থাকে, কোটি কোটি শিশু অপুষ্টি নিয়ে বড় হয় অথবা অকালেই ঝরে পড়ে, অন্যদিকে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ বিপুল বৈভব আর বিলাসের জীবনযাপন করে তার মধ্যে কোথায় উদারতা? প্রকৃত কারণ হলো, সেই ব্যবস্থায় শুধুমাত্র তাদের বিশেষ শ্রেণিগত অবস্থানের কারণে অন্য একদল মানুষের শ্রম ও ঘামের বিনিময়ে তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বজায় থাকে। কাজেই, দেখা যাবে যে, আর্কাইভ উন্মোচনের পর নতুন তথ্য-দলিল থেকে একদল ইতিহাসবিদ যে সিদ্ধান্ত করছেন, গ্রেগরির মতো অধ্যাপকেরা সিদ্ধান্ত করছেন সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রথম দলের গবেষকেরা প্রমাণ পাচ্ছেন যে, স্তালিনের বিরুদ্ধে পশ্চিমা বিশ্ব মিথ্যা তথ্য প্রচার করেছেন এবং স্তালিনের নীতির জন্য নয়, বরং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে স্তালিনের অনুসৃত নীতি থেকে সরে আসার কারণে সোভিয়েতে সমাজতন্ত্রের পতন হয়েছে। অন্যদিকে, তখন গ্রেগরির মতো একদল আবার প্রমাণ করতে উঠে-পড়ে লেগেছেন যে, স্তালিন এবং স্তালিনের পরিকল্পনার অকার্যকারিতাই নাকি পতনের কারণ। গ্রেগরি সিদ্ধান্ত করেছেন যে-'এই (বইটি) এই উপসংহারে পৌঁছেছে যে (সমাজতান্ত্রিক) পদ্ধতিটি (system) "জকি"-র

(অর্থাৎ, স্তালিন এবং পরবর্তী নেতাদের) কারণে নয়, বরং "ঘোড়া" (অর্থনৈতিক ব্যবস্থা) এর কারণে ব্যর্থ হয়েছিল। যদিও স্তালিন ছিলেন ব্যবস্থার প্রধান স্থপতি, তবে (সমাজতান্ত্রিক) ব্যবস্থাটি ছিল একটি একনায়কত্বের জাল (nested) যা হাজার হাজার "স্তালিন" দ্বারা পরিচালিত হতো। বলশেভিক পার্টির মূলনীতি ছিল প্রশাসনিক-কমান্ড ব্যবস্থাকে তাদের পছন্দ হুকুম করা এবং ব্যবস্থা রাজনৈতিক নির্দেশ করত স্তালিনের মতো ব্যক্তিত্বের বিজয়। এই গবেষণাটি (সমাজতান্ত্রিক) পদ্ধতির ব্যর্থতার কারণগুলি চিহ্নিত করেছে–দুর্বল পরিকল্পনা, অবিশ্বস্ত সরবরাহ, দেশীয় উদ্যোগের অগ্রাধিকারমূলক আচরণ, পরিকল্পনাবিদদের জ্ঞানের অভাব ইত্যাদি–তবে পরিকল্পনাকারী এবং উৎপাদকদের মধ্যে মৌলিক দ্বন্দ্বের উপরও দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে, যা ষাট বছর ধরে চলা অচলাবস্থা তৈরি করেছিল। একবার গর্বাচেভ এন্টারপ্রাইজগুলিকে তাদের স্বাধীনতা দেওয়ার পর, ব্যবস্থাটির মধ্যে কোনও দিক-নির্দেশনা ছিল না-না পরিকল্পনা থেকে, না বাজার থেকে এবং ব্যবস্থাটি চৌচির হয়ে ফেটে পড়ে। সোভিয়েত প্রশাসনিক-কমান্ড সিস্টেম ছিল তর্কযোগ্যভাবে বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মানব পরীক্ষা। আজ যদি পুনরাবৃত্তি হয়, তবে এর মৌলিক দ্বন্দ্ব এবং অন্তর্নিহিত ত্রুটিগুলি থেকে যাবে এবং এর অর্থনৈতিক ফলাফল আবার নিকৃষ্ট প্রমাণিত হবে।' (গ্রেগরি, ২০০৪)

এই সমস্ত ব্যক্তিদের তাদের শ্রেণিগত অবস্থানের জন্যই বিচার-বিশ্লেষণের দৃষ্টিভঙ্গিগত ত্রুটি তো আছেই, তার সাথে পরিবর্তনশীল ঐতিহাসিক ঘটনাবলির সাপেক্ষে বিচারের সঠিক বোধের অভাব আছে। যেমন, ক্রুশ্চেভ যখন 'ডি-স্তালিনাইজেশন'-এর কর্মসূচি গ্রহণ করেন, তখন তাকে তাঁরা স্বাগত জানান এবং প্রবল উল্লাস প্রকাশ করেন। কিন্তু যখন তাঁরা ব্যবস্থা হিসাবে সমাজতন্ত্রের বিরোধিতা করেন তখন ১৯১৭ সাল থেকে শুরু করে ১৯৯১ সালে প্রজাতন্ত্রের পতন পর্যন্ত সম্পূর্ণ কালপর্বই তাদের বিবেচনায় 'স্তালিনীয়' সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা। কোন যৌক্তিক বিচারে এই দুই পর্বই 'স্তালিনীয়' হতে পারে? কারণ খুব স্পষ্ট। স্তালিন পরবর্তী সময়ে সংস্কারের নাম করে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থায় যে বিপর্যয় ঘটেছিল তার সমস্ত দায় স্তালিনের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া যায়, যদিও তাঁরা খুব ভালোভাবে জানেন এবং বোঝেন যে, স্তালিন পরবর্তী সময়ে-ক্রুশ্চেভ থেকে শুরু করে গর্বাচেভ-ইয়েলৎসিন পর্যন্ত-সবাই যে যে নীতি গ্রহণ করেছেন তার সাথে স্তালিনের নীতির কোন মিল নেই। আমরা পরবর্তী অংশে আলোচনা করব বিংশতি কংগ্রেসের পর সোভিয়েত কী কী সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল এবং তার ফলাফল হিসাবে কেমন কেমন পরিবর্তন ঘটেছিল। যে কেউ যদি যৌক্তিকভাবে বিচার করেন তবে নিশ্চিতভাবে সোভিয়েত ব্যবস্থায় ১৯৫৬ সালের বিংশতি কংগ্রেস পর্যন্ত সময়কে একটা পর্ব এবং সংস্কারের নীতি গ্রহণের কারণে ব্যবস্থাপনায় যে যে পরিবর্তন করা হয়েছিল তার কারণে দ্বিতীয় পর্বটিকে মৌলিকভাবে ভিন্ন বলে চিহ্নিত করবেন। কিন্তু এইসব বিশেষজ্ঞরা ইচ্ছাকৃতভাবেই এই পরিবর্তনের তাৎপর্য বুঝতে অক্ষম হয়ে পড়েন। দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে সমাজতান্ত্রিক ভাবনা-ধারণাবিরোধী অর্থনৈতিক নীতি অনুসরণের ফল হিসাবে যখন সোভিয়েত অর্থনীতি হয়ে উঠেছিল অদক্ষ, ভঙ্গুর, দুর্নীতিগ্রস্ত ও

স্থবির, তখন সেই সময়ের অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান ও অন্যান্য তথ্য উল্লেখ করে তার দায় স্তালিনের নীতির ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন। খুব মন দিয়ে এদের যুক্তির ধারা অনুসরণ করলে দেখা যাবে যে, তা বেশ মজাদার–সংস্কারের নামে গর্বাচেভের গৃহীত অর্থনৈতিক নীতিগুলোকেও এই সব বিজ্ঞদের কাছে মনে হয় স্তালিনের নীতির প্রণয়ন, আবার সেইসব অকার্যকর দেখে সিদ্ধান্ত করেন মার্কসের নীতির ব্যর্থতা। এইসব হলো পরিবর্তনশীল ঐতিহাসিক ঘটনাবলির সাপেক্ষে বিচার না করতে চাওয়ার সুবিধাবাদী অবস্থান।

তবে, এদের বিশ্লেষণের দৃষ্টিভঙ্গিগত ত্রুটিটিও বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অর্থনৈতিক দর্শন হলো ব্যক্তিগত মুনাফাভিত্তিক বাজার ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত। ব্যক্তিগত মুনাফার পরিবর্তে বৈষম্যহীন সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সেখানে আয় ও সম্পদ বণ্টনে কল্যাণ ও মঙ্গল সাধনকে একমাত্র ও সর্বোত্তম উদ্দেশ্য বিবেচনা করা হয়। অন্যদিকে, গ্রেগরির মতো এইসব অর্থনীতিবিদেরা যে বিচারধারায় শিক্ষিত হয়ে ওঠেন যেখানে বুর্জোয়া অর্থনীতির বাজার ব্যবস্থাকে সর্বোত্তম ধরে নেওয়া হয়। তাঁরা মনে করেন সম্পদ বণ্টন ও ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে বাজার যে ইঙ্গিত দেয় সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়াই সঙ্গত এবং যৌক্তিক। আমরা জানি ব্যক্তি-পুঁজির সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনকেই মূল উদ্দেশ্য বা চূড়ান্ত লক্ষ্য ধরে নিয়ে বাজারের এই ইঙ্গিতগুলি নির্মিত হয়। এই দর্শনকে ভিত্তি করে গত শতাব্দীর তিরিশ ও চল্লিশের দশকে প্রখ্যাত বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ নোবেলজয়ী F. A. Hayek এবং Ludwig Von Mises পরিকল্পনানির্ভর সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার কঠোর তাত্ত্বিক সমালোচনা দাঁড় করিয়েছিলেন। তাদের উত্থাপিত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির তথাকথিত তত্ত্বগত দুর্বলতার মধ্যেই কি পতনের কার্যকারণ সম্পর্ক নিহিত ছিল? তাঁরা যে প্রশ্ন বা সংশয় প্রকাশ করেছিলেন তার উত্তর কি সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি সফলভাবে নির্মাণ প্রক্রিয়াকালে পাওয়া যায়নি? সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক তত্ত্ব একটি স্থায়ী ও ত্রুটিহীন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে এবং তাত্ত্বিক দুর্বলতার জন্য সমাজতন্ত্রের পতন হয়নি তা প্রমাণ করার জন্য তাদের প্রশ্নগুলো বিবেচনা করা প্রয়োজন।

শ্রেণি মতাদর্শের কারণে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির তত্ত্বের ভিন্নতা এবং প্রায়োগিক ক্ষেত্রে সেসবের গ্রহণযোগ্যতা ও বাস্তবতা নিয়ে দুই শিবিরের মধ্যে সেই সময় প্রবল বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সমর্থক একদল অর্থনীতিবিদ সেইদিন তাদের উত্থাপিত সমস্ত আশঙ্কা ও সমালোচনাকে যৌক্তিকভাবে ও তত্ত্বগতভাবে ভ্রান্ত প্রমাণ করেছিলেন। সর্বোচ্চ মুনাফাভিত্তিক বাজারের অর্থনৈতিক সূচকের নির্দেশগুলি সমাজতন্ত্রে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না দেখতে পেয়ে বা সেইগুলো পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে বিবেচনাই করা হচ্ছে না জেনে বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদেরা বিভ্রান্ত হন। তাই তাঁরা সিদ্ধান্ত করেন–'ঝুঁকি গ্রহণ করার জন্য এই ব্যবস্থার (সমাজতন্ত্রের) পুরস্কৃত করতে পারার অক্ষমতার অর্থ দাঁড়ায় সীমিত প্রযুক্তিগত অগ্রগতি।' (বারলাইনার, ১৯৭৬) 'পরিকল্পনাকারীরা রিটার্নের হার গণনা করতে অক্ষম হওয়ার কারণে যুক্তিসঙ্গত

বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না।' (গ্রসম্যান, ১৯৫৩) সম্পদ ও উৎপাদনের হাতিয়ারের উপর ব্যক্তিমালিকানা ও মুনাফার অধিকারকে ভিত্তি করে বুর্জোয়া অর্থনীতির পক্ষ থেকে এটাই সবচেয়ে কঠিন প্রশ্ন। অর্থাৎ, তাঁরা বলতে চান যে, কেউ যখন কোন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য আগ্রহী হন, বা বিকাশের কোন নতুন পথের সন্ধান করেন তখন তা আদৌ সফল হবে কিনা তা নিয়ে অনিশ্চয়তা থাকে এবং অনিশ্চয়তা থাকলে যে সম্পদ অর্থাৎ পুঁজি সেই কাজে নিয়োজিত হবে তা ফেরত নাও পাওয়া যেতে পারে। তাদের মতে ব্যক্তিমালিকানাধীন বুর্জোয়া অর্থনীতি এমন একটি ব্যবস্থা যা এদের ঝুঁকি নেওয়াকে পুরস্কৃত করে এবং সেই কারণে উদ্যোগপতিরা ঝুঁকি নিতে অগ্রসর হন। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে যেহেতু ব্যক্তি-সিদ্ধান্তের কোন ভূমিকা নেই, ঝুঁকি নিলে পুরস্কৃত হওয়ার সুযোগ নেই, অতএব এইটি একটি অগ্রগতিহীন স্থবির ব্যবস্থা। তাঁরা পুরস্কৃত হওয়া বলতে বুঝেন যে, কোন নতুন আবিষ্কারকে উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধির মাধ্যমে অধিকতর ব্যক্তিগত মুনাফা করার সুযোগ থাকা। এই বোধ থেকেই হায়েক এবং মাইজেস বহু আলোচিত ও বুর্জোয়াশ্রেণির কাছে উচ্চ-প্রশংসিত ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধির কোন সম্ভাবনা নেই এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তির কোন উদ্ভাবন সম্ভব হবে না। তাঁরা অনুমান করতে সম্পূর্ণ ভুল করেছিলেন যে, সমাজের সমষ্টিগত উন্নতির জন্য পরিকল্পিতভাবে গবেষণা করার দিকনির্দেশনা দেওয়া যায় এবং তাতে অর্জনও সম্ভব।

তাই, মানুষ বাস্তবে কী দেখতে পেয়েছে? উদ্ভাবন সম্ভব হয়েছে শুধু নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে তার উৎকৃষ্টতা আমেরিকার সাফল্যকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। মহাকাশে প্রথম রকেট এবং মানুষ পাঠিয়েছিল সোভিয়েত রাশিয়াই। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নে বিজ্ঞান গবেষণা এবং প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনী কৃৎকৌশলের বিস্ময়কর অগ্রগতি ঘটেছিল। মানুষ বুঝতে পারে শকুনের অভিশাপে যেমন গরু মরে না, তেমনি মাইজেস, হায়েক প্রমুখের ভবিষ্যৎবাণীও সত্যি হয়নি। কাজেই, হায়েক এবং মাইজেস যত বড় অর্থনীতিবিদই হোন না কেন, মানুষের কাছে তাদের তো আর বিশ্বাসযোগ্যতা থাকে না। ফলে ঢোক গিলে হলেও যাঁদেরকে দিয়ে হায়েক ও মাইজেসের বিশ্লেষণ অনুসরণ করে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রযুক্তিগত উন্নয়নের হাহাকারের কান্না শুনিয়ে এতদিন শয়ে শয়ে গবেষণা প্রবন্ধ, বই ইত্যাদি লেখানো হয়েছিল তাদেরই স্বীকার করতে হলো,–'আমরা যা নিশ্চিতভাবে জানি তা হল যে, প্রশাসনিক-কমান্ড সিস্টেমটি মাইজেস এবং হায়েকের প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশি সময় ধরে টিকে ছিল এবং ১৯৬০ এবং ১৯৭০-এর দশকে যখন তা সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছেছিল, তখন এটি বিশ্ব পরাশক্তি হিসাবে একটি বিশ্বাসযোগ্য সামরিক হুমকি তৈরি করেছিল।' (গ্রেগরি, ২০০৪, ৫) কিন্তু আমরা যদি ভাবি যে, বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের এমন ভবিষ্যৎবাণী ব্যর্থ হওয়ার পর তাঁরা ভুল স্বীকার করে মেনে নেবেন যে, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিও সফল হতে পারে, তা হবে অসম্ভব ভাবনা। কারণ, শ্রেণিস্বার্থেই বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা তা করতে পারেন না। উপরের ব্যর্থতার কথা স্বীকার করেও পরেই লিখলেন যে, মাইজেস এবং হায়েকের কথাই নাকি সঠিক ছিল। ভাবুন

একবার। তাঁরা লিখছেন-'একটি "বিশুদ্ধ" পরিকল্পিত অর্থনীতি নিয়ে মাইজেস এবং হায়েকের সমালোচনা নিঃসন্দেহে সঠিক: লক্ষ লক্ষ পণ্য ও পরিষেবার পরিকল্পনা এবং দাম (price) নির্ধারণ কেন্দ্র থেকে করা যেতে পারে না; এই ধরনের একটি জটিল সংস্থার সাংগঠনিক সমন্বয় এবং প্রণোদনার সমস্যা দুরপনেয় হতে বাধ্য; অনিচ্ছুক অধস্তনদের কাছ থেকে নির্ভরযোগ্য তথ্য আহরণ করা অবশ্যই এক দুঃস্বপ্ন।' (গ্রেগরি, ২০০৪, ৫)

যদিও তাদের আশঙ্কাকে ভ্রান্ত প্রমাণ করে সোভিয়েত পরিকল্পনাবিদরা সফলভাবে করে দেখিয়েছেন, তা সত্ত্বেও তাদের বক্তব্যই নাকি সঠিক। কারণ, দাম (price) নির্ধারণের সমস্যার নিরসন করবে কী করে? সমাজতন্ত্রে তো বাজার দাম নিয়ন্ত্রণ করে না। কোন পণ্যের দামই যদি সঠিকভাবে নির্ধারণ না করা যায়, তাহলে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যে যে উপাদান নিয়োজিত হয় তাদের প্রণোদনার ভারসাম্য রক্ষা করা যাবে কীভাবে? যে সমস্ত অর্থনৈতিক সমস্যার কথা উল্লেখ করে বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদেরা সেদিন বলেছিলেন কেন্দ্রীয়ভাবে 'পরিকল্পনা করা সম্ভব না', 'মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব না' ইত্যাদি, তারপরেও পরিকল্পিত অর্থনীতি সফল হয়েছিল কীভাবে? এটা আমাদের জেনে রাখা খুব জরুরি যে, তাদের উত্থাপিত সমস্ত প্রশ্নের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উত্তর দিতে এগিয়ে এসেছিলেন সমাজতন্ত্রের পক্ষের অনেক অর্থনীতিবিদ ও গণিতবিদ। তাঁরা দেখিয়েছিলেন হায়েক বা মাইজেসের মতো সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বিরোধীদের সমস্ত আশঙ্কাই অমূলক।

অবশ্য, এই সোশ্যালিস্ট ক্যালকুলেশন বিতর্ক সোভিয়েত পরিকল্পনাকারীদের কাছে অজানা ছিল না, কারণ এই বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছিল সোভিয়েত বিপ্লবের অনেক আগেই এবং ১৯০৮ সালেই সেই সমস্যা সমাধানের যথার্থ ইঙ্গিত দিয়েছিলেন লুসান অর্থনীতি গোষ্ঠীর এনরিকো ব্যারন (Enrico Barone)। ব্যারন যুক্তি দিয়েছিলেন যে, অন্তত নীতিগতভাবে, একটি পুঁজিবাদী অর্থনীতির মতোই একটি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিও একই রকমভাবে কাজ করতে পারে কারণ দামগুলিকে শুধুমাত্র একটি ওয়ালরাসিয়ান সিস্টেমের এক গুচ্ছ সমীকরণের সমাধান হিসাবে দেখা উচিত-সেই সমাধান রাষ্ট্র করল না বাজার করল সে কথা অপ্রাসঙ্গিক। বুর্জোয়া অর্থনীতির কট্টর সমর্থক অস্ট্রিয়ান অর্থনীতিবিদ লুডউইগ ফন মাইজেস ১৯২০ সালে একটি প্রবন্ধ 'সমাজতান্ত্রিক কমনওয়েলথের অর্থনৈতিক গণনা' প্রকাশ করে এই বিতর্ককে নতুন করে খুঁচিয়ে তুলতে আসরে নামেন। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে মূল্য নির্ধারণ ব্যবস্থা অপরিহার্যভাবে অকার্যকরী কারণ যদি সরকারের হাতে উৎপাদনের উপায়গুলির মালিকানা থাকে, তবে মূলধনী পণ্যগুলির জন্য কোনও দাম পাওয়া যেতে পারে না কারণ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মূলধনী পণ্যের শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ স্থানান্তর ঘটে এবং কোনভাবেই সেগুলো 'বিনিময়ের বস্তু' নয় (চূড়ান্ত পণ্যের ক্ষেত্রে যেমন হয়)-এইভাবে দাম অ-নির্ধারিত থাকার কারণে ব্যবস্থাটি অবশ্যই অকার্যকর এবং অদক্ষ হবে।

এই বিতর্কে একে একে অনেক অর্থনীতিবিদ যোগদান করেন। মূল প্রশ্নটি দাঁড়ায় যে, উৎপাদনের হাতিয়ার বা অন্য কোন উৎপাদিত দ্রব্যের যদি পণ্য হিসাবে বিনিময় না ঘটে

তাহলে দাম কীভাবে নির্ধারিত হবে এবং ভারসাম্য রক্ষা করে কীভাবে সম্পদ বন্টন সম্ভব হবে? জোগান ও চাহিদার মধ্য দিয়ে নির্ধারিত না হলেও দাম কীভাবে স্থির করা যায় তার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিলেন আন্তনিও গ্রামসির ঘনিষ্ঠ বন্ধু, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতালিয়ান অর্থনীতিবিদ পিয়েরো স্রাফা তাঁর বইতে-'Production of Commodities by Means of Commodities : Prelude to a Critique of Economic Theory'। তিনি 'স্ট্যান্ডার্ড কমোডিটি' ধারণা উদ্ভাবন করে দেখিয়ে দেন বাজারের চাহিদা নিরপেক্ষভাবেই পণ্যের আপেক্ষিক মূল্য নির্ধারণ করা যায়। এই বিষয়ে মার্কসীয় মতবাদে বিশ্বাসী অর্থনীতিবিদ অস্কার ল্যাঙ্গের যুক্তি ছিল বিশেষভাবে আকর্ষণীয়। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন, যে মূল্যগুলি প্রকৃতপক্ষে হলো শুধুমাত্র একটি পণ্যের সাপেক্ষে অন্য একটি পণ্যের বিনিময়ের হার- কার্ল মার্কসের 'দাস ক্যাপিটাল'-এর আলোচনা স্মরণ করলে যা আমরা সহজেই বুঝতে পারি। ফলে যদি কোন একটি পণ্যের দাম স্থির করা যায়, তাহলে অন্য সবগুলোর জন্য প্রয়োজন শুধু একটা 'অ্যাকাউন্টিং ডিভাইস'। এমনকি যদি আমরা এগুলিকে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের জন্য নির্ধারণজ্ঞাপক (parameters) হিসাবে দেখি, তাহলেও সেগুলি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাকারী নির্ধারণ করুক বা বাজার করুক তা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে উঠবে যদি রাষ্ট্রীয় উদ্যোগগুলির পরিচালকেরা সম্ভাব্য সর্বনিম্ন ব্যয়ের মাধ্যমে কাজ সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশ পরিকল্পনার কেন্দ্র থেকে পান। সঠিক দাম এবং বাজারের স্থিতিশীলতা 'খুঁজে নেওয়া'-র সমস্যাটিকে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যতই দুরূহ হিসাবে তাঁরা দেখানোর চেষ্টা করুক না কেন, ল্যাঙ্গের যুক্তি ছিল অসাধারণ : সরকারই পৌরাণিক ওয়ালরাসিয়ান 'নিলামকারী' হিসাবে কাজ করতে পারে-তাছাড়া ট্যাটোনমেন্টের[১] মাধ্যমে দামের সন্ধান যদি বুর্জোয়া ব্যবস্থায় ওয়ালরাসিয়ানদের আপত্তি না থাকে, তাহলে সমাজতন্ত্রেই বা আপত্তি থাকবে কেন? (Lange's solution to the issue of 'finding' correct prices and the stability of the market: let the government act as the mythical Walrasian 'auctioneer'-searching for prices via tatonnement.)

ল্যাঙ্গের প্রস্তাবিত কৌশলগুলি সোভিয়েত ইউনিয়নে গ্রহণ করে এবং এই বিতর্কের উত্তর হিসাবে ব্যবহারিক প্রয়োগের দিক থেকে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির যথার্থতার এক উজ্জ্বল ও আকর্ষণীয় দিক উন্মোচিত হয়। ল্যাঙ্গের নীতিকে প্রয়োগ করার জন্য সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল গাণিতিক, কেননা তার জন্য প্রয়োজন ছিল একগুচ্ছ সমীকরণের (set of simultaneous equations) এক যোগে সমাধান খুঁজে পাওয়া যখন মান-না-জানা চলরাশির সংখ্যা প্রাপ্ত সমীকরণের বা অসমীকরণের (inequation) তুলনায় অনেক অনেক বেশি। গণিতশাস্ত্রের সাধারণ নিয়মানুসারে এমন অবস্থার কোন সমাধান থাকা সম্ভব নয়। এই সমস্যা সমাধানে লিওনিড কান্টোরোভিচ 'লিনিয়ার প্রোগ্রামিং'-এর মতো গাণিতিক পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন, যা এখনো যুগান্তকারী আবিষ্কার বলে বিবেচিত

১. ট্যাটোনমেন্ট ফরাসি অর্থনীতিবিদ লিওন ওয়ালরাসের (১৮৩৪-১৯১০) প্রবর্তিত একটি ধারণা, যখন ট্রায়াল-এন্ড-এরর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ভারসাম্য রক্ষাকারী দাম এবং স্থিতিশীলতায় পৌঁছানো হয়।

হয়। তাঁর এই পদ্ধতি ব্যবহার করে একটি পরিকল্পিত অর্থনীতিতে দক্ষ বরাদ্দের জন্য প্রতিযোগিতামূলক বাজার অর্থনীতির মতো দামের ব্যবহার কার্যকর করা সম্ভব হয়। গণিতবিদ জ্যালিং সি. কুপম্যানসও বহু-বাজারের প্রেক্ষিতে দক্ষতা সম্পর্কে সেই সত্য আবিষ্কার করেন। প্রসঙ্গত, এই দুইজনকে–কান্টোরোভিচ এবং কুপম্যানসকে ১৯৭৫ সালে এদের এই কাজের জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। তাহলে এই কথা পরিষ্কার যে, মাইজেস বা হায়েকের মতো বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদেরা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির অদক্ষ বা অ-কুশলী হয়ে ওঠার যে সব তাত্ত্বিক দিক নির্দেশ করেছিলেন সেইসব সমস্যা সমাধান করেই সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ সম্ভব হয়েছিল। অতএব, ঐসব কোন কারণে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা অদক্ষ হয়ে ভেঙে পড়েনি।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতনের পরেও পুঁজিবাদী বিশ্বে সমাজতন্ত্রের ভাবধারার বিরুদ্ধে বুর্জোয়া শ্রেণি তাদের অবিরাম অসি চালনা বন্ধ করেনি। এই কারণে তাদের দেওয়া তথ্য ও তথ্যের বিশ্লেষণের মধ্যে থাকে অতিরঞ্জন, বিকৃতি ও মনগড়া কাল্পনিক গল্পকাহিনি। অতএব, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকালীন সময়ের নানা ঐতিহাসিক ঘটনা ও তথ্য বিচারের ক্ষেত্রে কোনটা তথ্য, কোনটা অপপ্রচার, কোনটা মিথ্যা রটনা, কোনটা বিকৃত ঘটনা ইত্যাদি সম্পর্কে আমাদের অত্যন্ত সজাগ ও সচেতন থাকা অত্যন্ত জরুরি। আমাদের মধ্যেও যাঁরা সোভিয়েতের পতনের ফলে বিমর্ষ, তাঁদের মধ্যে অনেকে বিরুদ্ধ শিবিরের এইসব অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। যথোপযুক্ত সচেতনতার অভাবে এই হতাশাই তাদেরকে বুর্জোয়া অপপ্রচারকে বিশ্বাস করতে প্ররোচিত করে। এই বিমর্ষ ও হতাশগ্রস্ত মানুষজন সচেতন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে দেখতে পায় না যে, বুর্জোয়া শিবির যে সমস্ত যুক্তি উপস্থিত করে, তাকে যত নিরপেক্ষ, বিজ্ঞানসম্মত যৌক্তিক বলে দাবি করুক না কেন, তাদের বিশ্লেষণের মধ্যে তাদের শ্রেণি স্বার্থ ও শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গি লুক্কায়িত থাকে। তাঁরা তাদের শ্রেণি স্বার্থেই ঘটনার সুবিধাজনক ও মনগড়া ব্যাখ্যা দাঁড় করায়। তাদের মূল উদ্দেশ্য যেভাবে হোক, সমাজতন্ত্রকে ব্যর্থ ও অকার্যকর প্রমাণ করা এবং তার নেতৃত্বকে কালিমালিপ্ত করা। মার্কসবাদকে ভ্রান্ত ও কাল্পনিক দর্শন এবং সমাজতন্ত্রকে অবৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা হিসাবে উপস্থিত করা। এককথায়, সমাজতন্ত্রকে নেতিবাচক হিসাবে দেখানো। কারণ তা হলেই তাদের শ্রেণি স্বার্থ চরিতার্থ হয়। আমাদের বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য যেমন ভিন্ন, তেমনি দৃষ্টিভঙ্গিও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আমরা বিষয়টাকে দেখি সোভিয়েতের পতন থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়ার বিষয় হিসাবে। যে কারণে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বা বিশেষভাবে সোভিয়েত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তত্ত্বগত ও প্রায়োগিক দিকনির্দেশনার প্রেক্ষিতে যেখানে যেখানে মার্কসীয় বিবেচনার বিচ্যুতি ঘটেছিল সেইগুলোকে চিহ্নিত ও নির্দিষ্ট করা। তারপর, সেইগুলো কেন ঘটেছিল এবং কীভাবে ঘটেছিল তার বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা উপস্থিত করা।

রাশিয়ার তৎকালীন অর্থনৈতিক কাঠামো ও সামাজিক বাস্তবতা

আমাদের একটা কথা স্মরণে রাখতে হবে যে, প্রধান শক্তি হিসাবে বুর্জোয়া শ্রেণি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থাকার কারণে কমরেড লেনিনের এপ্রিল থিসিসে সোভিয়েত রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন, কিন্তু ইউরোপের অন্যান্য দেশের সাপেক্ষে তো বটেই, এমনকি সার্বিক বিবেচনাতেই রাশিয়া শুরু করেছিল অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া কৃষি-প্রধান এক দেশ হিসাবে। সেখানে সেইসময় সবে মাত্র পুঁজিবাদের উন্মেষ ঘটেছিল এবং সেই অনুসারে কিছু কিছু জায়গায় কিছু কিছু কল-কারখানা গড়ে উঠেছিল মাত্র। এই সময়ে রাশিয়াতে পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ক এবং শিল্প কল-কারখানার কতটুকু অগ্রগতি ঘটেছিল তা আমরা জানতে পারি ১৯১৭ সালে বিপ্লবোত্তর পরিস্থিতির সূচনাকালেই লেনিনের লেখা থেকে। মূল যে বিষয়টি অনুধাবন করা বলশেভিক বিপ্লবীদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল তা হলো, সমাজতন্ত্রে রূপান্তরের পথে বিপ্লবী অর্থনৈতিক নীতি ও কর্মসূচি কী হবে? দ্বিতীয়ত, রূপান্তরের ধাপগুলো এবং প্রায়োগিক পদ্ধতি ঠিক কেমন হবে? একগুচ্ছ করণীয় কর্মের মধ্যে পর্যায়ক্রমিক অগ্রাধিকার কীভাবে নির্ধারিত হবে? এই সমস্ত জটিল প্রশ্নের উত্তরের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন ছিল তৎকালীন রাশিয়ার অর্থনৈতিক সামাজিক কাঠামোটিতে বিদ্যমান বিভিন্ন শ্রেণির অবস্থান ও উৎপাদনসম্পর্কগুলোকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা। কারণ, তার উপর নির্ভর করেই করণীয় কর্মসূচির অগ্রাধিকারভিত্তিক পর্যায়ক্রম নির্ধারণ করা সম্ভব ছিল। এই কারণেই কমরেড লেনিন বিপ্লবের পরেই ১৯১৮ সালে বিপ্লব পরবর্তী সোভিয়েত অর্থনৈতিক বাস্তবতার একটা চিত্র প্যাম্পফ্লেটে সুস্পষ্ট করেছিলেন এবং ১৯২১ সালে এপ্রিল মাসে তাকে ভিত্তি করেই 'ট্যাক্স ইন কাইন্ড' নামে একটা প্রবন্ধে প্রকাশ করেছিলেন। সেখানে তিনি বলেছিলেন যে–

> 'আমি মনে করি না যে, কেউ রাশিয়ার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রশ্নটি বিবেচনা করার সময়, এর রূপান্তরকালীন চরিত্রকে অস্বীকার করেন। এমন নয় যে বিদ্যমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা হিসাবে স্বীকৃত এবং আমি এটাও মনে করি না যে, "সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র" শব্দ যে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের উদ্দেশ্যে সোভিয়েত শক্তির সংকল্পকে বুঝায় তা কোন কমিউনিস্ট অস্বীকার করেছেন।
>
> কিন্তু "রূপান্তর" শব্দের অর্থ কী? অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিবেচিত হলে এর মানে কি এই নয় যে, বর্তমান ব্যবস্থায় পুঁজিবাদ এবং সমাজতন্ত্র উভয়ের উপাদানের ক্ষুদ্রাংশ, অসম্পূর্ণ অংশ রয়েছে? সবাই স্বীকার করবেন যে এটা তাই বুঝায়। কিন্তু যারা এটা স্বীকার করেন তারা সকলেই বর্তমান সময়ে রাশিয়ায় বিদ্যমান বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক কাঠামো কোন উপাদানগুলো দিয়ে গঠিত হয়েছে সেইটি বুঝতে

সমস্যায় পড়েন এবং এইটি হলো প্রশ্নের জটিল অংশ। আসুন এই উপাদানগুলি নির্ধারণ করি :

(১) পিতৃতান্ত্রিক, অর্থাৎ যথেষ্ট পরিমাণে পুরনো চিরাচরিত গ্রামীণ কৃষি ব্যবস্থার চাষ

(২) ক্ষুদ্র পণ্য উৎপাদন (এর মধ্যে সেই সব কৃষকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ অন্তর্ভুক্ত যারা তাদের শস্য বিক্রি করেন)

(৩) ব্যক্তি-মালিকানাধীন পুঁজিবাদ

(৪) রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ

(৫) সমাজতন্ত্র' (রচনাসমগ্র, ৩২, ৩৩০-৩১)

অর্থাৎ বিপ্লবের পরে যে সোভিয়েত রাশিয়া গঠিত হলো তার অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া সামন্ত সম্পর্ক থেকে শুরু করে অনেক রূপের উৎপাদন সম্পর্ক একে অপরের সাথে জড়াজড়ি করে রয়েছে। তাহলে করণীয় কী? পরিপূর্ণ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করতে হলে উপরের লেনিন-বর্ণিত বিদ্যমান উৎপাদন সম্পর্কের তালিকার প্রথম চারটি উৎপাদন সম্পর্ককে বিলুপ্ত করতে হবে। অর্থাৎ, করণীয় কর্তব্যের নিরিখে এই কথার অর্থ দাঁড়ায় যে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে ঐ সমস্ত উৎপাদন সম্পর্ক টিকে থাকার বাস্তবতা বা বস্তুগত শর্তগুলো নিশ্চিহ্ন করতে হবে। তারজন্য ক্রমান্বয়ে একটা একটা করে ধাপ পার হতে হবে। দুনিয়ার সকল কমিউনিস্টরা কমরেড লেনিনের এই ব্যাখ্যা এবং দিক নির্দেশনা সঠিক এবং মার্কসবাদ সম্মত ছিল বলে আজও মনে করেন। আমরা ৭ নভেম্বর থেকে ১৭ নভেম্বরকে 'দুনিয়া কাঁপানো দশ দিন' বলি বটে। এই শিরোনামে মার্কিন সাংবাদিক জন রীডের বই পড়েননি এমন কোন সমাজতন্ত্রের অনুরাগীকে খুঁজেই পাওয়া কঠিন। তাতে অনেকেই ভাবেন যে, এই দশদিনেই বুঝি সব শত্রু খতম হয়ে গিয়েছিল আর তারপরেই স্বপ্নের সমাজতন্ত্র গড়ে উঠেছিল। কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে সে কথা আদৌ সত্য নয়। সমাজতন্ত্র তো রাতারাতি গড়ে ওঠেইনি, এমনকি গড়ে তোলার প্রক্রিয়া শুরু করতেও দীর্ঘ সময় লড়াই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল। সমাজতন্ত্র নির্মাণের পথে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের অসংখ্য প্রতিবন্ধকতা ছিল, এমনকি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থার উপযোগী প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভিত্তি তৈরি করার যথাযথ কর্মকাণ্ড সমাপ্ত করার প্রক্রিয়াটিও ছিল অত্যন্ত সমস্যাসঙ্কুল ও সময়সাপেক্ষ যা কমরেড লেনিনের উপরের রাশিয়ায় বিরাজমান উৎপাদন সম্পর্কের বিশ্লেষণ পর্যালোচনা করলেই আমরা বুঝতে পারি। বাস্তবতা হলো সংশোধনবাদীদের হাতে নেতৃত্ব চলে যাওয়ার আগে পর্যন্ত, অর্থাৎ স্তালিনের মৃত্যুর পর ১৯৫৬ সালে বলশেভিক পার্টির বিংশতি কংগ্রেসে গৃহীত সিদ্ধান্তের আগে পর্যন্ত সময়েও, পূর্ণাঙ্গ অর্থে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়নি। অর্থাৎ, প্রধান না হলেও অন্যান্য সম্পর্কের অস্তিত্বও তখনও বিরাজ করছিল, বিশেষত ক্ষুদ্র পুঁজির অস্তিত্ব ভালোভাবে বজায় ছিল।

সোভিয়েতের সমালোচনামূলক বিশ্লেষণে (critique) এই সত্যটি মাথায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। কারণ, অনেক বিদগ্ধ ও পণ্ডিত মানুষও সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের পতনের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কিছু বিষয়ের উপস্থিতিকে, যা হয়ত তত্ত্বগতভাবে সমাজতন্ত্রে প্রত্যাশিত নয়, সেইগুলো উল্লেখ করে সমাজতন্ত্রের ধারণার অসম্পূর্ণতা দেখান। আবার, কিছু বিষয় যা সমাজতন্ত্রে আকাঙ্ক্ষিত, সেইগুলোর অনুপস্থিতিকে সমাজতন্ত্রের ঘাটতি বলে উল্লেখ করেন। আসলে তাঁরা প্রকৃত বাস্তবতা বিস্মৃত হন যে, সেইসব কেবলমাত্র পরিপূর্ণরূপে বা আদর্শ সমাজতন্ত্র গঠিত হলেই অর্জন সম্ভব ছিল। অথচ, তাঁরা সেইসব উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির চিহ্নগুলোকেই পতনের অন্যতম কারণ হিসাবে ব্যাখ্যা করেন, যা একেবারেই সঠিক নয় এবং বিভ্রান্তকর। একটা উদাহরণ দিয়ে এই ধরনের বিভ্রান্তির বিষয়টিকে পরিষ্কার করা যায়। যেমন, অনেকে বলেন যে, মার্কসের ধারণা অনুযায়ী কমরেড লেনিন বিপ্লবের আগে বলেছিলেন যে, সমাজতন্ত্রে পুলিশ, সেনাবাহিনী বা আমলাতন্ত্র থাকবে না। তাহলে সোভিয়েত রাষ্ট্রে পুলিশ কেন ছিল, লালফৌজকে কেন সৃষ্টি করা হয়েছিল বা বিপ্লবের কয়েক বছরের মধ্যেই কেন গোয়েন্দা সংস্থা 'চেকা' গঠন করতে হয়েছিল? এই সবই তো সমাজতান্ত্রিক আদর্শের ব্যত্যয়ের ঘটনা। অতএব, এইগুলোই সোভিয়েত পতনের কারণ হয়েছিল। তত্ত্বকে সংকীর্ণভাবে গ্রহণ করলেই একমাত্র কারোর এমন যান্ত্রিক উপলব্ধি হতে পারে। লেনিন শ্রমিকশ্রেণির রাষ্ট্রে সেনা ও পুলিশ বাহিনী সম্পর্কিত তাঁর ধারণা সুস্পষ্ট করেছেন নভেম্বর বিপ্লবের আগে ১৯১৭ সালের মার্চ মাসে প্রকাশিত 'Letters from afar : third letter : concerning a proletarian militia' প্রবন্ধে। সেই প্রবন্ধেই তত্ত্বের সংকীর্ণ উপলব্ধি সম্পর্কে লেনিন বলেছিলেন,

> 'আমরা একটি বড় ভুল করব যদি তত্ত্বকে প্রাথমিকভাবে এবং প্রধানত কর্মের নির্দেশিকা হিসাবে বিবেচনা না করে আমরা বিপ্লবের সম্পূর্ণ, জরুরি, দ্রুত বিকাশমান ব্যবহারিক কাজগুলিকে প্রোক্রাস্টিনের মতো জোর করে সংকীর্ণভাবে উপলব্ধ "তত্ত্ব"-এর সাথে মাপসই করার চেষ্টা করি।' (রচনাসমগ্র, ২৩, ৩৩০)

সেই প্রবন্ধে লেনিন কোথাও বলেননি যে, শ্রমিকশ্রেণির রাষ্ট্রে পুলিশ, সেনাবাহিনী থাকবে না, তিনি যা বলেছিলেন তা হলো পুলিশ বা মিলিশিয়ার চরিত্র বুর্জোয়া রাষ্ট্রের মতো হবে না। তিনি বলেছিলেন :

> 'আমাদের একটা রাষ্ট্র দরকার। কিন্তু তা বুর্জোয়ারা সর্বত্র যেমন রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছে-সাংবিধানিক রাজতন্ত্র থেকে সবচেয়ে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র-তেমন রাষ্ট্র নয়। ...আমাদের একটা রাষ্ট্র দরকার, তবে সেটা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন একটা পুলিশ বাহিনী, একটা সেনাবাহিনী এবং আমলাতন্ত্র (অফিসিয়ালডম) নিয়ে তৈরি বুর্জোয়াদের যেমন রাষ্ট্র প্রয়োজন তেমন রাষ্ট্র নয়।...
>
> অন্যদিকে, প্রলেতারিয়েত যদি বর্তমান বিপ্লবের অর্জনকে ধরে

রাখতে চায় এবং শান্তি, রুটি ও স্বাধীনতা জয়ের জন্য আরও এগিয়ে যেতে চায়, তাহলে অবশ্যই, মার্কসের অভিব্যক্তি ব্যবহার করে বলা যায়, এই "তৈরি থাকা" (ready-made) রাষ্ট্রযন্ত্রকে "গুড়িয়ে" (smash) দিয়ে তাকে প্রতিস্থাপিত করতে হবে নতুন একটা রাষ্ট্র দিয়ে, যেখানে পুলিশ বাহিনী, সেনাবাহিনী এবং আমলাতন্ত্রকে সম্পূর্ণরূপে সশস্ত্র জনগণের সাথে একীভূত করা হবে। ১৮৭১ সালের প্যারিস কমিউন এবং ১৯০৫ সালের রাশিয়ান বিপ্লবের অভিজ্ঞতা নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে, সর্বহারা শ্রেণিকে অবশ্যই জনসংখ্যার সমস্ত দরিদ্র, শোষিত অংশকে সংগঠিত ও সশস্ত্র করতে হবে যাতে তারা নিজেরাই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার এই সংস্থাগুলি গঠন করার জন্য সেইগুলোর নিয়ন্ত্রণ সরাসরি নিজেদের হাতে নিতে পারেন।' (রচনাসমগ্র, ২৩, ৩২৫-৩২৬)

তাহলে সেই মিলিশিয়ার চরিত্র কেমন হবে? সেই প্রসঙ্গে লেনিন বলেছিলেন,

'আমাদের কি ধরনের মিলিশিয়া দরকার-আমরা যারা সর্বহারা, সমস্ত মেহনতি মানুষ? একটি প্রকৃত জনগণের মিলিশিয়া, অর্থাৎ, প্রথমত, সমগ্র জনসংখ্যা, সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারী নাগরিকদের নিয়ে গঠিত; এবং, দ্বিতীয়ত, যেটি এমন একটি গণবাহিনী হিসাবে গড়ে উঠবে যা সমন্বিতভাবে সেনাবাহিনীর ভূমিকা, পুলিশের ভূমিকা এবং তার সাথে, জনশৃঙ্খলা ও জনপ্রশাসনের প্রধান এবং মৌলিক সংগঠনের ভূমিকা একসাথে পালন করবে।' (What kind of militia do we need, the proletariat, all the toiling people? A genuine people's militia, i.e., one that, first, consists of the entire population, of all adult citizens of both sexes; and, second, one that combines the functions of a people's army with police functions, with the functions of the chief and fundamental organ of public order and public administration.) (রচনাসমগ্র, ২৩, ৩২৭-৩২৮)

তাহলে, লেনিনের তত্ত্বানুযায়ী সকল মানুষকে সংযুক্ত করে গণবাহিনী হিসাবে এই মিলিশিয়া গড়ে উঠবে। এই তত্ত্বের সঠিক উপলব্ধি বলে যে, এই গণবাহিনী হবে বিপ্লবের সহায়ক শক্তি, জনগণের পক্ষের শক্তি। নিশ্চয়ই কুলাকশ্রেণি, পরাজিত জারের আমলের অভিজাতশ্রেণির মতো সমাজতন্ত্রের বিরোধী মানুষদের যুক্ত করে গড়ে তোলা বাহিনীর হাতে সমাজতন্ত্রের জন-প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলার দায়িত্ব সঁপে দিতে লেনিন বলতে চাননি। তাই, জনগণের যে অংশ বিপ্লবের পক্ষে ছিল তাদের নিয়েই লাল-ফৌজ ও অন্যান্য আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী গড়ে উঠেছিল। সমাজ ও অর্থনীতিতে যদি অন্যান্য শ্রেণির উপস্থিতি থাকে, সেই সব শ্রেণি যদি ক্ষমতা পুনর্দখলের জন্য নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকে, বিশেষত বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী শত্রুদের সহযোগিতায়, তখন বিপ্লব রক্ষা করাই

মূল উদ্দেশ্য হয়ে উঠেছিল। শ্রেণিশত্রুদের অন্তর্ঘাতের একটা চূড়ান্ত পর্যায়ে বাধ্য হয়েই লেনিন 'চেকা' গঠনের জন্য ডিক্রি জারির কথা বলেছিলেন। লেনিন যে খসড়া বিবেচনার জন্য পাঠিয়েছিলেন এবং যে খসড়াকে ভিত্তি করেই ডিক্রির বয়ান রচিত হয়েছিল তার শিরোনাম লেনিন দিয়েছিলেন 'প্রতি-বিপ্লবী এবং নাশকতাকারীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বিষয়ে', যা থেকে আমরা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য পরিষ্কার বুঝতে পারি। কেন 'চেকা' গঠন করতে হয়েছিল এবং তার কী উদ্দেশ্য ছিল তা বুঝতে হলে সেই ডিক্রির লেনিনের করা খসড়ার প্রস্তাবনা অংশ পাঠ করাই যথেষ্ট। তার সঙ্গে যা অবশ্যই প্রয়োজন যে, ঠিক সেই সময়ে প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়াশ্রেণি ও গ্রামীণ কুলাকশ্রেণি কী ধরনের অন্তর্ঘাতমূলক ঘটনা দেশময় করে চলেছিল সেই ঐতিহাসিক তথ্যগুলো সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা।

> 'বুর্জোয়া, জমিদার এবং সকল ধনিকশ্রেণি বিপ্লবকে ব্যর্থ করার জন্য মরিয়া প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, যে বিপ্লবের উদ্দেশ্য হলো শ্রমিকশ্রেণি, শ্রমজীবী ও শোষিত জনগণের স্বার্থ রক্ষা করা।
>
> বুর্জোয়ারা সবচেয়ে জঘন্যতম অপরাধমূলক কাজ করতে প্রস্তুত; তারা পরাজিতদের এবং সমাজের অবক্ষয়িত অংশকে ঘুষ দিচ্ছে এবং দাঙ্গায় তাদের ব্যবহার করার জন্য মদের জোগান দিচ্ছে।
>
> বুর্জোয়াদের সমর্থক, বিশেষ করে তাদের মধ্যে যারা উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক কর্মী, ব্যাংকের কর্মকর্তা এবং আরও অনেকে তাদের কাজে নাশকতা করছে এবং সমাজতান্ত্রিক নীতি বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নেওয়া উদ্যোগকে নস্যাৎ করতে হরতাল সংগঠিত করছে। তারা এমনকি খাদ্য বিতরণেও নাশকতা করেছে, যার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ দুর্ভিক্ষের শিকার।
>
> প্রতিবিপ্লবী ও নাশকতাকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য জরুরি পদক্ষেপ প্রয়োজন।' (রচনাসমগ্র, ২৮, ৩৭৪)

প্রতি-বিপ্লবকে মোকাবিলা করে বিপ্লবকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে 'চেকা' উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিল, না হলে বিশ্বের প্রথম শ্রমিকশ্রেণির রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ঘরে বাইরের প্রতিক্রিয়াশীল শত্রুদের সাঁড়াশি আক্রমণের হাত থেকে সদ্যজাত রাষ্ট্রকে রক্ষা করা যেত না। আমাদের স্মরণে রাখতে হবে যে 'চেকা' গঠনের পর দলের মধ্যেও কিছু কিছু প্রশ্ন উঠেছিল, বিশেষত: চেকার কোন কোন অনভিপ্রেত কর্মকাণ্ডের কারণে। প্রতিক্রিয়াশীলদের চোরা আক্রমণ যে কী ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছিল তার প্রমাণ হলো চেকার মধ্যেও বুর্জোয়াশ্রেণি ও অপরাপর প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি তাদের ভাড়া করা লোক ঢুকিয়ে দিয়েছিল। সমাজতান্ত্রিক সরকারকে অপদস্ত করতে এবং তার বিরুদ্ধে জনমতকে ক্ষেপিয়ে তুলতে চেকার মধ্যে বিপ্লবের বন্ধু হিসাবে লুকিয়ে থাকা শত্রু এইসব অপকর্ম করতে শুরু করেছিল। নভেম্বর বিপ্লবের প্রথমবর্ষ উদযাপন মঞ্চে লেনিন 'চেকা'-র কার্যকারিতা এবং তার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ প্রসঙ্গে বলেছিলেন,

> ‘মার্কস বলেছিলেন যে, সর্বহারা শ্রেণির বিপ্লবী একনায়কত্ব পুঁজিবাদ এবং সাম্যবাদের মধ্যবর্তী পর্যায়ে থাকে। প্রলেতারিয়েত বুর্জোয়াদের যত বেশি চেপে ধরবে, ততই তারা প্রতিরোধ করবে। আমরা জানি ১৮৪৮ সালে ফ্রান্সে শ্রমিকদের উপর কীরকম প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা হয়েছিল এবং যখন লোকেরা আমাদের উপর কঠোরতার অভিযোগ আনে তখন আমরা অবাক হই এটা ভেবে যে, তারা কীভাবে মার্কসবাদের মূল কথা ভুলে যেতে পারে। আমরা অক্টোবরে অফিসার ক্যাডেটদের বিদ্রোহ ভুলে যাইনি, এবং আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, অনেকগুলি বিদ্রোহ তৈরি করার (engineered) প্রচেষ্টা এখনো চলছে। আমাদের একদিকে গঠনমূলকভাবে কাজ করতে শিখতে হবে এবং অন্যদিকে, বুর্জোয়াদের প্রতিরোধকে ভেঙে দিতে হবে। ফিনিশ হোয়াইটগার্ডরা, তাদের সমস্ত অত্যধিক দর্পের গণতন্ত্রের জন্য, শ্রমিকদের গুলি করে মারার বিষয়ে কোন দ্বিধা করেনি। একনায়কতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি জনগণের মনের গভীরে প্রোথিত হয়েছে, যদিও তা কঠিন এবং সমস্যাসঙ্কুল। এটা খুবই স্বাভাবিক যে, শত্রুরা আত্মগোপন করে ‘চেকা’র মধ্যে ঢুকে বিশ্বাস অর্জনের চেষ্টা করবে। সমালোচনা ও আত্ম-সমালোচনার সাহায্যে আমরা তাদের খুঁজে বের করব। আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যে ‘চেকা’ সরাসরি প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব প্রয়োগ করছে এবং সেক্ষেত্রে এদের কাজ আমাদের জন্য অমূল্য। জোরপূর্বক শোষকদের দমন করা ছাড়া জনগণের মুক্তির কোনো উপায় নেই। ‘চেকা’ সেটাই করছে, আর সর্বহারা শ্রেণির পক্ষে সেটাই তাদের কাজ।’ (রচনাসমগ্র, ২৮, ১৭০)

এই কথা সত্য যে, জনগণকে সংম্পৃক্ত করে যেভাবে আমলাতন্ত্র ও পুলিশকে গণবাহিনী হিসাবে গড়ে তোলার কথা ভাবা হয়েছিল তার প্রেক্ষিতে সোভিয়েত আমলাতন্ত্র ও ‘চেকা’-র ভূমিকা নিয়ে অনেক প্রশ্ন আছে, বাড়াবাড়ি নিয়ে অভিযোগও আছে। সেইসব অভিযোগ অনেকাংশে পশ্চিমী বুর্জোয়াশ্রেণির অভিসন্ধিমূলক প্রচারণা তাতে কিন্তু সন্দেহ নেই। তবে সেইসব অভিযোগ, বিশেষত ‘চেকা’ বা অন্য গোয়েন্দা সংস্থার বিরুদ্ধে যা বলা হয়, তার মধ্যে যৌক্তিকভাবে আংশিক সত্যতা নেই এমন কথা সঠিক বলে আমরা মনে করি না। যে সমস্ত তথ্য-উপাত্ত এখন পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে বলা চলে যে, জনগণের বা দলের নিয়ন্ত্রণ এইসব রাষ্ট্রীয় সংগঠনের উপর কমে এসেছিল এবং আমলাতন্ত্র প্রবল হয়ে উঠেছিল। কাজেই, আমরা মনে করি যে, সমাজতন্ত্রে পুলিশ, সেনাবাহিনী ও অন্যান্য জনপ্রশাসন এবং জনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রয়োজন কেউ অস্বীকার করবে না, তবে সমাজতন্ত্রে এইসব রাষ্ট্রীয় অঙ্গ-সংগঠনের যে গণচরিত্র থাকার কথা ছিল তা গৃহযুদ্ধ, অন্তর্ঘাতমূলক ষড়যন্ত্রের প্রাদুর্ভাব, বিশ্বযুদ্ধের হাত থেকে সমাজতন্ত্রকে রক্ষা করার জরুরি তাগিদের প্রয়োজন অগ্রাধিকার পাওয়া, দলের কাজের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দিতে না পারা ইত্যাদি কারণে স্তালিনের আমলেই তার ব্যত্যয় ঘটতে শুরু হয়েছিল।

স্তালিনের অবর্তমানে নানা সংস্কারের নামে সেই আমলাতন্ত্র সমগ্র রাষ্ট্র ব্যবস্থাকেই প্রায় গ্রাস করে, দলের মধ্যেও গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার অবলুপ্তি ঘটে। লেনিনের মৃত্যুর পর দুই দশক অন্তর্ঘাত, ঘরে-বাইরে ষড়যন্ত্র, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ফ্যাসিবাদের আক্রমণের মাঝে দল ও সোভিয়েত ব্যবস্থার মধ্যে যে যে ত্রুটি ঘটেছিল উনবিংশ কংগ্রেসে স্তালিন তার কিছু কিছু উল্লেখ করেছিলেন। সেই সব ত্রুটি উনবিংশ কংগ্রেসে গৃহীত আশু কর্তব্যের দিকনির্দেশনা অনুযায়ী যদি কাটিয়ে ওঠা যেত, তবে সোভিয়েত ব্যবস্থার পতনের দিন হয়ত দেখা দিত না। তবে, স্তালিনের মৃত্যু-পরবর্তী নেতৃত্ব যেভাবে সম্পূর্ণ সংশোধনবাদী পথে হাঁটতে শুরু করে, বিশেষত কোন কোন অর্থনৈতিক নীতির ক্ষেত্রে বিপদের সম্ভাবনা সম্পর্কে লেনিন-স্তালিনের নির্দিষ্ট বিশ্লেষণ, হুঁশিয়ারি ও নির্দেশকে উপেক্ষা করে, তাতে বুর্জোয়াশ্রেণির রাষ্ট্র-ক্ষমতা পুনরায় দখল করা ছিল অবশ্যম্ভাবী। স্তালিন পরবর্তী সময়ে সংশোধনবাদী নেতৃত্বের তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটানোর 'প্র্যাগমাটিক' অ্যাপ্রোচের কারণে এইসব বাহিনীর-পুলিশ, সেনাবাহিনী ও অন্যান্য জনপ্রশাসন এবং জনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী-দ্রুত গতিতে গণচরিত্র অবলুপ্ত হতে থাকে।

আমরা সেই প্রসঙ্গগুলোই এই পর্যায়ে তুলে ধরব যেগুলোকে আমরা পতনের মৌলিক কারণ বলে মনে করি। তবে, সেইসবের যৌক্তিকতা বুঝার জন্য সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মূল তাত্ত্বিক আধারটি আমাদের বুঝতে হবে। তার সাথে জেনে নিতে হবে সেই অনুযায়ী সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাগুলো কী ছিল এবং বিপ্লবোত্তর পর্বে সমাজতন্ত্র নির্মাণে বলশেভিক পার্টির অর্থনৈতিক নীতি ও পদক্ষেপ কী ছিল।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি নির্মাণ : গড়ে তোলার প্রতিবন্ধকতা

৭ নভেম্বর (২৫ অক্টোবর), ১৯১৭ সাল বিশ্বের ইতিহাসে একটি নতুন সময়ের সূচনা হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। মস্কো এবং পেট্রোগ্রাদে শ্রমিকদের বিদ্রোহ, জার-সম্রাটের শীতকালীন প্রাসাদে বলশেভিক শ্রমিকদের আছড়ে পড়া ঝড়, সরকারের মন্ত্রীদের গ্রেপ্তার এবং সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের ঘোষণা-ইউরোপের অনেক অংশের তুলনায় জনবহুল এবং বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম একটি দেশে বিপ্লবের মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণির রাষ্ট্রের সূচনা করেছিল। এক শতাব্দী পরে আমরা যখন এই ব্যবস্থার বিপর্যয়ের বিষয়ে আলোচনা করছি তখন তার পরিষ্কার চিত্র লাভের জন্য, সোভিয়েত ব্যবস্থা বিকাশের প্রাথমিক সময়ের মূল কিছু দিক সংক্ষেপে চিহ্নিত করা দরকার।

শোষকশ্রেণির হাত থেকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়ার কারণে তৎকালীন রাশিয়ার শাসক জারের অন্যতম সহযোগী বড় বড় ভূ-স্বামীরা-যাঁরা প্রায় মধ্যযুগীয় কায়দায় মালিক হিসাবে তাদের এস্টেট চালাত, বিশ্বের কিছু আধুনিক কারখানার মালিক ও আর্থিক পৃষ্ঠপোষক এবং তাদের বিদেশি মিত্ররা ক্ষমতাচ্যুত হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল যে বিপ্লবের কারণে সমাজের বিভিন্ন বর্ণের বিত্তশালীশ্রেণি নিমেষের মধ্যে তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর অধিকার হারিয়েছিল। বিপ্লবী সরকার কাল বিলম্ব না করে সমস্ত জমি জাতীয়করণ করার ডিক্রি জারি করে এবং একইভাবে ব্যাংকগুলোকেও অধিগ্রহণ করা

হয়। বিদেশি ঋণ সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করা হয়। স্বাভাবিকভাবেই বিপ্লবের পর মুহূর্ত থেকেই বিত্তবানদের সাথে নতুন রাষ্ট্রের বৈরিতার সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল এবং শিল্প-কলকারাখানার মালিকরা বিপ্লবী সরকারের বিরুদ্ধে নাশকতামূলক কার্যক্রম হিসাবে কারখানায় উৎপাদন বন্ধ করে দেয়। স্বাভাবিকভাবেই বিপ্লবের মূল শক্তি শ্রমিকরা কর্মহীন হয়ে পড়ে। এমন পরিস্থিতিতে সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ ১৯১৭ সালের নভেম্বর থেকে পরের বছরের ফেব্রুয়ারির মধ্যে ৮০০ টিরও বেশি সংস্থাকে বাজেয়াপ্ত করেছিল। প্রধান শিল্পগুলোকেও দ্রুত রাষ্ট্রের মালিকানায় নিয়ে আসা হয়। ১৯১৮ সালের জুনের মধ্যে, সমস্ত বড় আকারের শিল্প, খনি, গুদাম এবং প্রধান পরিবহন ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত হয়। বিপ্লবী সরকার ঘোষণা করে যে, সমস্ত বৈদেশিক বাণিজ্যের অধিকার ও তার নিয়ন্ত্রণ থাকবে একচেটিয়াভাবে রাষ্ট্রের উপর। শ্রমিক শ্রেণির রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখলের কয়েক মাসের মধ্যেই অত্যন্ত দ্রুততার সাথে উৎপাদনের উপায় বা হাতিয়ারের (means of production) প্রধান ও মূল অংশ রাষ্ট্রের অধিকারে চলে আসে।

কিন্তু বুর্জোয়াদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা বা শিল্প কল-কারখানা বাজেয়াপ্ত করাই সমাজতন্ত্রের জন্য যথেষ্ট নয়। লেনিন লিখেছিলেন,

> ‘গতকাল আমাদের সেই মুহূর্তের কাজ ছিল যতটা দৃঢ়তা সম্ভব ততটাই দৃঢ়তার সাথে জাতীয়করণ করা, বাজেয়াপ্ত করা, বুর্জোয়াদের পরাজিত ও চূর্ণ করা এবং নাশকতাকে পরাস্ত করা। আমাদের কাছে যা সময় ছিল তার মধ্যে গুণে দেখা সম্ভব নয় এমন বেশি সংখ্যায় আজ আমরা (শিল্প কল-কারখানা) জাতীয়করণ করেছি, (সম্পত্তি) বাজেয়াপ্ত করেছি এবং (বুর্জোয়াদের) পরাজিত ও চূর্ণ করেছি। একজন কেবল অন্ধ ব্যক্তি হলেই এটা দেখতে ব্যর্থ হতে পারেন। সামাজিকীকরণ এবং সাধারণ বাজেয়াপ্তকরণের মধ্যে পার্থক্য হলো যে সঠিকভাবে হিসেব করা এবং বিতরণ করার সক্ষমতা অর্জন ছাড়াই শুধুমাত্র সদিচ্ছা থাকলেই বাজেয়াপ্তকরণ করা যেতে পারে, কিন্তু ঐ সক্ষমতা না থাকলে সামাজিকীকরণ করা যায় না।’ (রচনাসমগ্র, ২৭, ৩৩৩)

অর্থাৎ, অধিকৃত সম্পদকে সঠিকভাবে সামাজিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারার জন্য প্রয়োজন পরিকল্পনার। এই উদ্দেশ্যেই ১৯১৭ সালেই ‘স্টেট ইকনমিক কাউন্সিল’ গঠিত হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু প্রতিকূল পরিস্থিতির বাস্তবতায় তা খুব কার্যকরী হয়ে উঠতে পারেনি। ক্ষমতা দখলের প্রায় সাড়ে তিন বছর পর, ১৯২১ সালের মে মাসে লেনিন লিখেছেন,

> ‘একটি সমন্বিত রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কর্মকাণ্ডের কোনো প্রমাণ এখনও পর্যন্ত খুব কমই পাওয়া যাচ্ছে।’ (রচনাসমগ্র, ৩২, ৩৭১)

স্টেট কাউন্সিল কেন কার্যকর হয়ে উঠতে পারল না, সেই বাস্তবতার প্রেক্ষিতটি বুঝা প্রয়োজন। নভেম্বরে বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের পরেই ছিল শীতকাল। ১৯১৮

সালের গ্রীষ্মের শুরুতেই সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের জন্য পরিস্থিতি অত্যন্ত সংকটজনক হয়ে উঠেছিল। বিদেশি ও স্বদেশি প্রতি-বিপ্লবীরা সোভিয়েত শাসনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। বিদেশি সাম্রাজ্যবাদীরা-গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, জাপান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র–দেশের তিন-চতুর্থাংশ দখল করে ফেলেছিল। ইউক্রেন এবং ককেশাস, সাইবেরিয়া এবং সুদূর পূর্ব দিক উরাল এবং মধ্য এশিয়াকে রাশিয়ার বাকি অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছিল। মধ্য রাশিয়াতে কুলাক বিদ্রোহ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। চারিদিক থেকে জ্বলন্ত আগুনে পরিবেষ্টিত সোভিয়েত রাশিয়া। খাদ্য, কাঁচামাল এবং জ্বালানির প্রধান প্রধান উৎস থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। নিষ্ঠুর অনাহারের হাতছানি, শিল্প সম্পূর্ণরূপে স্তব্ধ। বিপ্লব পড়ে ঘোর বিপদের মধ্যে। ইতিহাসের এই সময়কে বলা হয়েছে 'war communism'। উপায় না থাকায় লেনিনের স্লোগান ছিল-'Everything for the Front!'–অর্থাৎ সম্পদের বড় অংশই তখন ব্যবহৃত হচ্ছিল প্রতিরোধ যুদ্ধের আয়োজন গড়ে তুলতে। ১৯১৮ সালের জুলাই মাসে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি, মস্কো সোভিয়েতের প্রতিনিধি, পার্টির সকল ফ্যাক্টরি কমিটির প্রতিনিধি এবং ট্রেড-ইউনিয়ন নেতাদের উপস্থিতিতে এক সভায় কমরেড লেনিনের ভাষণ থেকে বিপর্যয়কর পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা করা যায়। তিনি বলেছিলেন যে,

> 'এখন আরেকটি শকুনের দল, অ্যাংলো-ফরাসি বাহিনী, আমাদের টুঁটি চেপে বসতে চাইছে এবং আমাদের আবার যুদ্ধে টেনে নিয়ে যাওয়ার হুমকি দিচ্ছে। গৃহযুদ্ধের সাথে তাদের যুদ্ধ মিলেমিশে অবিচ্ছিন্ন রূপ নিয়েছে এবং আমাদের সমস্যার এটিই বর্তমানে প্রধান উৎস, যখন যুদ্ধের প্রশ্ন, সামরিক শত্রুতার প্রশ্ন, আবার বিপ্লবের প্রধানতম এবং মৌলিক প্রশ্ন হিসাবে সামনে এসেছে।' (রচনাসমগ্র, ২৮, ২৯)

বিপ্লব পরবর্তী সময়ে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিনির্মাণের কর্মসূচি রূপায়ণের পরিবর্তে বলশেভিক পার্টির কাছে যুদ্ধ মোকাবিলায় রাষ্ট্র, দল ও সমাজের সমস্ত সম্পদ ও শক্তিকে সংহত করাই মূল কাজ হয়ে ওঠে।

এই যুদ্ধ পরিস্থিতি চলেছিল প্রায় ১৯২০/২১ সাল পর্যন্ত। বিশ্বের বুর্জোয়াদের সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী অস্বীকার করে, সোভিয়েত রাষ্ট্র প্রতিক্রিয়ার আক্রমণকে প্রতিহত করতে সক্ষম হয়। কিন্তু এই গৃহযুদ্ধের ফলে বিস্ময়কর রকম ক্ষয়-ক্ষতি সাধিত হয়েছিল। সমসাময়িক সোভিয়েত ইতিহাসবিদরা অনুমান করেন যে, ১৯১৭ সালে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রে কারখানার শ্রমিকের সংখ্যা ছিল অনধিক ৩০ লক্ষ। তাদের মধ্যে প্রায় ৮ লক্ষ গৃহযুদ্ধের লড়াইতে অংশ নিয়েছিল। যুদ্ধে প্রায় ১ লক্ষ ৮০,০০০ শ্রমিক কমরেড নিহত হয়েছিলেন। বড় বড় শিল্প-কারখানার মালিকরা কারখানা বন্ধ রাখার ফলে কারখানার শ্রমিকদের ১০-১৫ শতাংশ ক্ষুধা ও মহামারিতে মারা যান। ফলস্বরূপ, গৃহযুদ্ধে যখন প্রতিক্রিয়াশীল সেনাবাহিনীর মূল অংশকে পরাস্ত করা সম্ভব হলো, সোভিয়েত নেতৃত্ব ১৯২০ সালের আগস্টে দেখলেন যে, শুধুমাত্র ১৭ লক্ষ কারখানা শ্রমিক বেঁচে আছেন। ১৯২১ সালের অক্টোবর মাসে 'Second All-Russia Congress of Political Education

Departments'-এ লেনিন দীর্ঘ রিপোর্ট পেশ করেছিলেন। সেই রিপোর্টে তিনি বিপদের বাস্তবতার চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে বলেন,

> 'আমরা আমাদের ঐতিহাসিক সংগ্রামের সর্বোচ্চ এবং একই সাথে সবচেয়ে কঠিন পর্যায়ে উঠে এসেছি। গতকাল যে শত্রু আমাদের মুখোমুখি হয়েছিল, আর বর্তমান মুহূর্তে এবং বর্তমান পর্বে আমরা যে শত্রুর মুখোমুখি, তা এক নয়। এই শত্রু জমির মালিকদের দ্বারা পরিচালিত, সমস্ত মেনশেভিক ও সমাজতান্ত্রিক-বিপ্লবীদের দ্বারা এবং সমগ্র আন্তর্জাতিক বুর্জোয়াদের দ্বারা সমর্থিত হোয়াইটগার্ডের দল নয়। এই শত্রু হলো ক্ষুদ্র কৃষকসম্বল একটি দেশের দৈনন্দিন অর্থনীতি যেখানে বৃহৎ মাপের সমস্ত শিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। এই শত্রু হলো পেটি-বুর্জোয়া উপাদান যা বাতাসের মতো আমাদের চারপাশে ঘিরে রেখেছে এবং সর্বহারাশ্রেণির কাতারের গভীরে অনুপ্রবেশ করেছে। প্রলেতারিয়েতকে শ্রেণিচ্যুত করা হয়েছে, অর্থাৎ, তার শ্রেণির স্বাভাবিক আবাসস্থল থেকে তাকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। কারখানা ও মিলগুলি অচল অবস্থায় আছে-যে কারণে সর্বহারাশ্রেণি বিক্ষিপ্ত, দুর্বল, ম্রিয়মান। অন্যদিকে, দেশের অভ্যন্তরের পেটি-বুর্জোয়া অংশ যারা সমগ্র আন্তর্জাতিক বুর্জোয়াদের দ্বারা সমর্থিত এখনও সারা বিশ্বে তাদের ক্ষমতা ধরে রেখেছে।' (রচনাসমগ্র, ৩৩, ২৩-২৪)

অর্থাৎ, লেনিনের ব্যাখ্যা হলো যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বৃহৎ আকারের শিল্পে বস্তুগত মূল্য উৎপাদনে যারা নিয়োজিত থাকে তারাই হলো প্রলেতারিয়েত শ্রেণির গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যেহেতু, বিপ্লব পরবর্তী গৃহযুদ্ধ এবং মালিকশ্রেণির নাশকতায় বৃহৎ আকারের পুঁজিবাদী শিল্প ধ্বংস হয়েছে, যেহেতু কারখানাগুলো স্থবির হয়ে পড়েছে, সেই কারণে শ্রেণি হিসাবে প্রলেতারিয়েত বিলুপ্ত হওয়ার শঙ্কায় পড়েছে। পরিসংখ্যানে তার দেখা মেলে, কিন্তু অর্থনৈতিক বাস্তবতায় তা নেই। (রচনাসমগ্র, ৩৩, ৬৫) এই ধরনের পরিস্থিতি সোভিয়েত শক্তির জন্য বিশেষ বিপদ ডেকে আনে, যেহেতু প্রলেতারিয়েত এখন শুধু শ্রমিকশ্রেণি নয়, শাসকশ্রেণিও বটে। রাষ্ট্র পরিচালনায় যথার্থ শ্রেণিচেতনার অধিকারী অংশকে এদের মধ্যেই পাওয়া সম্ভব। শিল্প পুনরুজ্জীবিত না হলে, সোভিয়েত শক্তির নেতৃত্ব শ্রমিকশ্রেণির হাত থেকে চলে যাবে, সোভিয়েত শক্তি তার শ্রেণিগত অবস্থান হারাবে এবং উৎখাত হবে। এই অবস্থা এমন গুরুতর জরুরি পরিস্থিতির জন্ম দেয় যাকে লেনিন চিহ্নিত করেছিলেন বাইরের হস্তক্ষেপ এবং গৃহযুদ্ধের চেয়েও বেশি বিপজ্জনক। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় লেনিন ১৯২১ সালের প্রথম দিকে পার্টি এবং দেশের কাছে নতুন অর্থনৈতিক নীতি (এনইপি) প্রস্তাব করেছিলেন।

তারপর শুরু হয়েছিল 'নিউ ইকনমিক পলিসি' বা NEP-এর কাল। এই কর্মসূচিও আমরা জানি সরাসরি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি নির্মাণের কাজ ছিল না। এই কার্যক্রমের মোটা দাগে উদ্দেশ্য ছিল সমাজতন্ত্র নির্মাণের জন্য কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী পথেই

প্রয়োজনীয় উদ্বৃত্ত জোগার করার কাজ। লেনিন এক কথায় যাকে বলেছেন, রাষ্ট্র ক্ষমতাকে শ্রমিকশ্রেণির দখলে রেখেই 'state capitalism' গড়ে তোলার কাজ, অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রেখে পুঁজিকে একটা পর্যায় পর্যন্ত বিকাশের সুযোগ দেওয়া। প্রথমে যে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ গড়ে তুলতে হবে সেই শিক্ষাও তাদের হয়েছিল অনভিজ্ঞতাজনিত ভুল কার্যক্রমের ব্যর্থতা থেকে। লেনিন অকপটে সেই কথা বলেছেন।

> 'আমাদের প্রত্যাশা ছিল-বা সম্ভবত এইটি এইভাবে বললে শ্রুতিমধুর হবে যদি বলি-আমরা পর্যাপ্ত বিবেচনা না করেই অনুমান করেছিলাম– একটি ক্ষুদ্র-কৃষক ভিত্তিক অর্থনীতির দেশ থেকে সরাসরি কমিউনিস্ট মতধারার ভিত্তিতে সর্বহারাশ্রেণির রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনা যেমন হওয়া উচিত তেমন একটা রাষ্ট্রীয় উৎপাদন ব্যবস্থা এবং উৎপাদিত দ্রব্য রাষ্ট্রীয়ভাবে বিতরণ সংগঠিত করতে সক্ষম হওয়ার মতো একটি ব্যবস্থা আমরা গড়ে তুলতে পারব। অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে যে, আমরা ভুল ভেবেছিলাম। দেখা গেলো যে কমিউনিজমে যাওয়ার জন্য বহু বছরের প্রস্তুতি প্রয়োজন, অনেকগুলো মধ্যবর্তী রূপান্তরের স্তর (transitional stages)–রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ এবং সমাজতন্ত্র–আমাদের অতিক্রম করতে হবে।' (রচনাসমগ্র, ৩৩, ৫৮)

ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে যে অর্থনৈতিক কর্মসূচি পরে গ্রহণ করা হয় তাকে 'নতুন' বলা হয়েছিল। কারণ হলো, ১৯১৮ সালের এপ্রিল মাসে 'অল রাশিয়ান সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ কমিটি' লেনিনের রিপোর্টের ভিত্তিতে একটি অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করেছিল। সেই নীতিকে বাতিল করে মৌলিকভাবে ভিন্ন অন্য নীতি গ্রহণ করা হলো, এই কারণে 'নতুন'। সমাজতন্ত্র নির্মাণের পথে অগ্রসর হতে গিয়ে দুই বছরের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝা গেল যে ১৯১৮ সালের সেই সিদ্ধান্ত ছিল ভুল। ১৯২১ সালে এই 'নিউ ইকনমিক পলিসি' ('নেপ') কেন গ্রহণ করতে হচ্ছে তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেনিন নিজেই সেই ভুলের কথা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন,

> 'আমরা ভেবেছিলাম যে উদ্বৃত্ত-খাদ্য সংগ্রহ ব্যবস্থায় কৃষকরা আমাদের প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্যশস্য সরবরাহ করবে, যা আমরা কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে বিতরণ করতে পারব এবং এইভাবে কমিউনিস্ট উৎপাদন এবং বণ্টন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারব। আমি বলছি না যে, আমাদের পরিকল্পনা ঠিক এমন নির্দিষ্টভাবে পরিষ্কার করেই বলা হয়েছিল, কিন্তু আমরা এই লাইনেই কাজ করেছিলাম। দুর্ভাগ্যক্রমে, এটি একটি সত্য। আমি দুর্ভাগ্যক্রমে বলছি এই কারণে যে খুব স্বল্প অভিজ্ঞতাই আমাদের দেখিয়ে দিল যে, এই লাইন ভুল ছিল।' (রচনাসমগ্র, ৩৩, ৬২)

তার সাথে যা বলেছেন তার অর্থ হলো সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে তোলার পরিকল্পনা থেকে সাময়িকভাবে পিছিয়ে আসা। তিনি বলেছিলেন,

> ‘সার কথা হলো, আমাদের নিউ ইকনমিক পলিসি বলতে এটাই বুঝায় যে, এই ক্ষেত্রে মারাত্মক পরাজয়বরণের কারণে আমরা কৌশলগত পশ্চাদপসরণ শুরু করেছি। কার্যত তার অর্থ হলো এটাই বলা : “পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হওয়ার আগে চলুন আমরা পিছনে ফিরে সবকিছুকে পুনর্গঠিত করি, তবে দৃঢ়তর ভিত্তিতে।” যদি কমিউনিস্টরা সচেতনভাবে নিউ ইকনমিক পলিসির বিষয়টিকে বিবেচনা করেন তবে তাদের মনে সামান্য সন্দেহ থাকতে পারে না যে, আমরা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অত্যন্ত মারাত্মকভাবে পরাজিত হয়েছি।’ (রচনাসমগ্র, ৩৩, ৬৩)

দুর্ভাগ্যক্রমে লেনিন এই ‘নেপ’ এরও শেষ দেখে যেতে পারেননি। বিপ্লবের এক বছরের মধ্যে ১৯১৮ সালে ৩০ আগস্ট মস্কো কারখানায় বক্তৃতা করে ফেরার পথে সন্ত্রাসী ধারার সোস্যালিস্ট রেভ্যুলিউশনারি পার্টির এক কর্মী ফানি কাপলান (Fanny Kaplan) লেনিনকে গুলি করেন। লেনিন প্রাণে বেঁচে যান, কিন্তু তাঁর দেহ থেকে সব বুলেট বের করা সম্ভব হয়নি। এরপর মে মাসে একবার ও ডিসেম্বরে একবার, অল্প দিনের ব্যবধানে দুই বার তাঁর স্ট্রোক হয়। তিনি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এরপর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দল ও সরকারের কাজে খুব বেশি সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে পারেননি। যদিও ১৯২৪ সালের ২১ জানুয়ারি মৃত্যুবরণ করার আগ মূহূর্ত পর্যন্ত দলের খবরাখবর ও পরামর্শ দেওয়ার চেষ্টা করে গেছেন।

মার্কসের চিন্তায় সমাজতন্ত্র ও পরিকল্পনার উদ্দেশ্য

যে বিষয়টা পরিষ্কার করার জন্য উপরের আলোচনা, তা হলো এই যে, কমরেড লেনিনের কাছেও ঠিক কোন পথে, কীভাবে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে তার কোন সুস্পষ্ট ও নির্দিষ্ট ধারণা বিপ্লবের পরে পরেই ছিল না। বস্তুত বস্তুবাদী চিন্তা অনুযায়ী সুনির্দিষ্টভাবে এমন ধারণা থাকাই সম্ভব ছিল না। কার্ল মার্কস বা ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসের কোন লেখাতেই সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বা রাষ্ট্রীয় কাঠামো ঠিক কেমন হবে তার সুবিস্তৃত ও সংহত আলোচনা ছিল না। কমরেড লেনিন ‘রাষ্ট্র ও বিপ্লব’ বইতে নিজে বলেছেন,

> ‘মার্কসের ব্যাখ্যার দুর্দান্ত তাৎপর্য হল এই যে, এখানেও তিনি ধারাবাহিকভাবে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ, বিকাশের তত্ত্ব প্রয়োগ করেছেন এবং সাম্যবাদকে গণ্য করেছেন এমন একটি বিষয় হিসাবে যা পুঁজিবাদ থেকে উদ্ভূত। পান্ডিত্যপূর্ণ উদ্ভাবন, বানানো (concocted) সংজ্ঞা বা কোন শব্দবন্ধ নিয়ে (সমাজতন্ত্র কী? কমিউনিজম কী?) নিষ্ফলা বিতর্কের পরিবর্তে মার্কস যে বিশ্লেষণ দিয়েছেন যাকে বলা যেতে পারে পরিণত সাম্যবাদের অর্থনৈতিক পর্যায়।’ (রচনাসমগ্র, ২৫, ৪৭৬)

মার্কসের সময়ের বাস্তবতা এবং যে তথ্য উপস্থিত ছিল তার বাইরে অতিরিক্ত কিছু বলতে

যাওয়ার অর্থ তথ্যহীন কিছু বানানো কথা বলা। লেনিনের একটা বিখ্যাত কথা আছে,

> 'মার্কসবাদ সম্ভাবনার উপর নয়, তথ্যের উপরে অবস্থান নির্ণয় করে। একজন মার্কসবাদীকে তাঁর নীতিমালার ভিত্তি হিসাবে অবশ্যই সুনির্দিষ্ট এবং সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত তথ্যের উপর নির্ভর করতে হয়।' (রচনাসমগ্র, ৩৫, ২৪২)

এই পরিণত সাম্যবাদের অর্থনৈতিক পর্যায়ের রূপরেখা হিসাবে 'Critique of the Gotha Programme'-এ ল্যাসালের বালখিল্য ধ্যান-ধারণার বিরোধিতা করতে গিয়ে কিছু প্রসঙ্গ আছে। যেমন, সমাজতান্ত্রিক সমাজে ল্যাসালের মতানুসারে শ্রমিকরা তাদের শ্রমে যা উৎপন্ন করেছে, অর্থাৎ একজনের শ্রম যে পরিমাণ উৎপাদন করে, ('undiminished' or 'full product of his labour') তার পুরোটাই শ্রমিক পাবে। মার্কস বলেছিলেন-না, তাঁরা তা পাবেন না, কারণ সামাজিক শ্রমে উৎপন্ন সমগ্র অংশ ('whole of the social labour of society') থেকে 'রিজার্ভ ফান্ড'-এর ব্যবস্থা রাখতে হবে। গোথা প্রোগ্রামে আরো একটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য বিষয়, যা মার্কস প্রথম উল্লেখ করলেন, তা হলো পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে কমিউনিস্ট সমাজ ব্যবস্থায় রূপান্তরের মধ্যবর্তী সময়কালে সর্বহারা রাষ্ট্রে সর্বহারার একনায়কতন্ত্র থাকবে ('can be nothing else but the revolutionary dictatorship of the proletariat')। মার্কসের এই সমস্ত নির্দেশনা সাম্যবাদের অর্থনীতি ও রাষ্ট্র-কাঠামোর নীতির (policy) রূপরেখা সংক্রান্ত বিষয়। সেই কারণে এই গোথা প্রোগ্রামের মার্কসের আলোচনা থেকে কীভাবে বা কোন প্রক্রিয়ায় ধাপে ধাপে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ও রাষ্ট্র কাঠামো নির্মাণ করতে হবে তার প্রায়োগিক কোন দিক-নির্দেশনা পাওয়ার সুযোগ ছিল না।

এইসব ব্যতিরেকে অবশ্যই মার্কসের 'পুঁজি' গ্রন্থে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অর্থনৈতিক রূপরেখা হিসাবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যন্ত মৌলিক ইঙ্গিতবাহী নির্দেশনা আছে। যেমন, মার্কস দেখিয়েছিলেন যে, শ্রম-প্রক্রিয়ায় কোন কোন বিশেষ ঘটনা আছে যা সামাজিক রূপ নির্বিশেষে শ্রম-প্রক্রিয়ার বাস্তবতা থেকে উদ্ভূত হয় (This circumstance, then, arises from the material character of the particular labour-process, not from its social form), অর্থাৎ তেমন ঘটনার বাস্তবতা যেমন পুঁজিবাদী শ্রম-প্রক্রিয়ায় থাকে, তেমনি সমাজতান্ত্রিক শ্রম-প্রক্রিয়াতেও থাকবে। যেমন, বিষয়টি বুঝার সুবিধার জন্য, মার্কসেরই 'পুঁজি' গ্রন্থে আলোচিত একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করা যায়। মার্কস বলেছেন,

> 'উৎপাদনশীল পুঁজিকে গতিশীল রাখতে হলে প্রয়োজন পড়ে প্রত্যাবর্তন সময়পর্বের (turnover period) দৈর্ঘ্য অনুযায়ী কম বা বেশি অর্থ-পুঁজি। আমরা আরও দেখেছি যে প্রত্যাবর্তন সময়পর্বকে কর্ম-কালে (working time) এবং সঞ্চলন-কালে (circulation time) বিভাজিত করতে হলে প্রয়োজন পড়ে অর্থের আকারে নিহিত বা স্থগিত হয়ে থাকা পুঁজির বৃদ্ধি।

> বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যাবর্তনের সময়পর্ব যেহেতু নির্ধারিত হয় কর্মকালের দৈর্ঘের দ্বারা, সেইহেতু, অন্যান্য শর্ত অপরিবর্তিত থাকলে, সেইটি নির্ধারিত হয় উৎপাদন প্রক্রিয়ার বস্তুগত প্রকৃতির দ্বারা, উৎপাদন প্রক্রিয়ার নির্দিষ্ট সামাজিক চরিত্র দ্বারা নয়।' (রচনাবলি, ৩৬, ৩৫৫)

অর্থাৎ, যেহেতু সামাজিক চরিত্রের উপর নির্ভর করে না, অতএব সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন প্রক্রিয়াতেও বিষয়টি অনুরূপ থাকবে। পুঁজিবাদী উৎপাদনের যে যে ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী সুবিস্তৃত কর্মকাণ্ডে বেশ দীর্ঘকালের জন্য অগ্রিম-দত্ত বিরাট পরিমাণ অর্থ-পুঁজির আবশ্যক হয়, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে উৎপাদন নির্ভর করে ব্যক্তি-পুঁজিপতির হাতে যে অর্থ-পুঁজি থাকে তার আয়তনের উপর। সমাজতান্ত্রিক হোক বা পুঁজিবাদী হোক, উৎপাদন প্রক্রিয়ার চরিত্র অনুযায়ী এই প্রত্যাবর্তন সময়পর্ব হয় দুই রকমের–হ্রস্বতর ও দীর্ঘতর। সেই অনুযায়ী কখনো হ্রস্বতর বা দীর্ঘতর সময়ব্যাপী উৎপাদনের কোন কোন শাখায় উৎপাদন প্রক্রিয়া ক্রমাগত বা বছরে কয়েকবার শ্রম-শক্তি এবং উৎপাদনের উপায়-উপকরণ প্রত্যাহার করে নেয়। কিন্তু এদের মধ্যে এক শ্রেণি আছে যারা এই অন্তর্বর্তীকালে জীবন-ধারণের উপযোগী জিনিস সরবরাহ করে, কিন্তু অন্য শ্রেণি করে না। মার্কস বলেছেন তাহলে যেগুলো সরবরাহ করে তাদের কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না করে, যেগুলো করে না সেগুলোকে কোন মাত্রায় চালিয়ে যাওয়া যায় তা সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের ভিত্তিতে নির্ণয় করতে হবে। কিন্তু কীভাবে নির্ণয় হবে তার কোন আগাম পদ্ধতি মার্কসের পক্ষে বলা সম্ভব ছিল না, সেটা সমাজতন্ত্রের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই নির্ণয় করা সম্ভব। কিন্তু সমস্যার অধিকতর জটিলতা অন্যত্র যা মার্কস সামগ্রিক সামাজিক পুঁজি পুনরুৎপাদন ও সঞ্চলনের প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার প্রসঙ্গে অর্থ-পুঁজির (money-capital) ভূমিকা ও গুরুত্ব নিয়ে আলোচনায় উল্লেখ করেছেন। আমরা জেনেছি যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ব্যক্তি-পুঁজিপতির হাতে যে অর্থ-পুঁজি থাকে তার দ্বারাই উৎপাদন অব্যাহত থাকে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তো অর্থ-পুঁজিকেই এক পর্যায়ে বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়। সেই প্রসঙ্গে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির কথা উল্লেখ করে মার্কস 'ক্যাপিটাল'-এর দ্বিতীয় খণ্ডে লিখেছেন যে,

> 'সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের (social production) ক্ষেত্রে অর্থ-পুঁজিকে নির্মূল করা হয়। শ্রম-শক্তি এবং উৎপাদনের বিভিন্ন উপায়-উপকরণকে (means of production) সমাজ উৎপাদনের বিভিন্ন শাখায় বণ্টন করে দেয়। উৎপাদনকারীরা তাদের সকল বিষয়ের জন্য তার বিনিময়ে কাগজের প্রমাণপত্র (ভাউচার) বলতে যা বুঝায় তেমন প্রমাণপত্র পেতে পারে যা তাদের অধিকার দেবে ভোগ্য সামগ্রীর সামাজিক সরবরাহ থেকে তাদের ব্যয়িত শ্রম-ঘন্টার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিমাণের ভোগ্য-সামগ্রী তুলে নেওয়ার। এই "ভাউচার"-গুলি টাকা (money) নয়. সেইগুলো উৎপাদন সঞ্চলন প্রক্রিয়ায় থাকে না।' (রচনাবলি, ৩৬, ৩৫৬)

বিষয়টি দাঁড়াল এই যে, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে তোলার শর্ত হলো উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অর্থ-পুঁজির প্রয়োজনীয়তাকে বিলুপ্ত করা, কেননা সেই পথে একসময় মুদ্রারই আর প্রয়োজন থাকে না।

তাহলে, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ক্ষেত্রেও উৎপাদনশীলতা অব্যাহত রাখার শ্রম-প্রক্রিয়াটি একই থাকবে, কিন্তু প্রত্যাবর্তন সময়পর্বের (turnover period) দৈর্ঘ্য অনুযায়ী কম বা বেশি যে অর্থ-পুঁজি পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদনশীল পুঁজিকে গতিশীল রাখে সেই অর্থ-পুঁজি থাকবে না। তাহলে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদনশীলতাকে গতিশীল রাখা যাবে কীভাবে? আধুনিক বুর্জোয়া অর্থনীতির পরিভাষা অনুযায়ী এটাকে বলা হয় 'requirement problem of working capital', আমরা সেই অনুসারে বলতে পারি যে 'অর্থ-পুঁজি'-কে যদি বিলুপ্ত করা হয়, তাহলে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই 'ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল' আসবে কোথা থেকে? তাহলে, সম্পদ ব্যবহারের পরিকল্পনায় এই বিষয়টিকেও অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

যাই হোক, তাহলে, মার্কসের চিন্তানুসারে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অর্থ হলো, **প্রথমত** রাষ্ট্রের উপর সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা। **দ্বিতীয়ত**, উৎপাদনের হাতিয়ার ও অন্যান্য উপকরণগুলো (means of production) হবে সাধারণের সম্পত্তি অর্থাৎ থাকবে রাষ্ট্রের মালিকানায়। আমরা আলোচনা করেছি যে, এই গুরুত্বপূর্ণ অর্জনটিও রাতারাতি হবে না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে উৎপাদনের উপকরণ ও হাতিয়ারের মালিকানা ব্যক্তির হাতে থাকবে, যদিও তা থাকবে রাষ্ট্রের নজরদারীর আওতায়। সমাজতান্ত্রিক অর্জনের একটা উচ্চতর পর্যায়ে কেবল উৎপাদনের হাতিয়ার ও অন্যান্য উপকরণগুলোর উপর ব্যক্তি মালিকানা বিলুপ্ত করা সম্ভব হবে। **তৃতীয়ত**, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি হবে পরিকল্পিত অর্থনীতি এবং সেখানে বাজারের কোন ভূমিকা থাকবে না। অর্থাৎ উৎপাদনের সামাজিক বণ্টনের জন্য পণ্য বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে 'বাজার ব্যবস্থা'-কে বিলোপ করতে হবে। এই কথার অর্থ হলো যা কিছু উৎপাদন করা হবে তা 'পণ্য' হিসাবে বিনিময়ের সুযোগ থাকবে না এবং সেই কারণে পুঁজিবাদী অর্থনীতির 'Law of Value' আর কাজ করবে না। এখানেও প্রথম থেকেই তা করা সম্ভব হয় না, সোভিয়েতেও হয়নি। **চতুর্থত**, সামাজিক পুঁজি পুনরুৎপাদন ও সঞ্চলনের প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার জন্য অর্থ-পুঁজির (money-capital) যে ভূমিকা ও গুরুত্ব থাকে তাকে বিলুপ্ত করতে হবে এবং সেই পথে ক্রমান্বয়ে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে মুদ্রাকেই অকার্যকরী বা অপ্রয়োজনীয় করে তুলতে হবে। **পঞ্চমত**, সামাজিক শ্রমে উৎপন্ন সমগ্র অংশ থেকে 'রিজার্ভ ফান্ড'-এর জন্য ব্যবস্থা রেখে অবশিষ্টাংশ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে যে যেমন শ্রম-ব্যয় করেছে তার অনুপাতে বণ্টন করার প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিকে সুস্পষ্টাকারে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দৃঢ়প্রোথিত করে তুলতে হবে। রিজার্ভফান্ড থেকে সামাজিক পুঁজি পুনরুৎপাদন ও সঞ্চলনের প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার জন্য, উৎপাদিকা শক্তির হাতিয়ার ও অন্যান্য উপকরণের ক্ষয়িত অংশ পূরণ ও উন্নতি সাধনের জন্য, সমাজের যে অংশ শ্রমপ্রক্রিয়ায় অংশ নিতে অক্ষম-যেমন,

শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ইত্যাদি তাদের প্রতিপালনের জন্য এবং অন্যান্য সামাজিক, মানবিক ও প্রশাসনিক পরিষেবার জন্য ব্যয়িত হবে। এই পাঁচটি উদ্দেশ্যপূরণের জন্য গৃহীত কর্মসূচি সামগ্রিকভাবে পরিকল্পনার অংশ।

কিন্তু কমরেড লেনিন যে 'নিউ ইকনমিক পলিসি' গ্রহণ করেছিলেন, তার উদ্দেশ্য ছিল সাময়িকভাবে 'state capitalism' গড়ে তোলা, সেই কারণে সেখানে উপরের সমাজতন্ত্রের যে যে প্রাথমিক ও মৌলিক শর্ত পূরণের কথা উল্লেখ করা হলো তা অর্জনের কোন কর্মসূচি ছিল না। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'নেপ'-এর কর্মসূচি গ্রহণের মাত্র এক/দেড় বছরের মধ্যেই কমরেড লেনিন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মারা যান। তখন পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ভিত্তি স্থাপনই হয়নি। এই প্রসঙ্গে ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে লেনিনের একটি অসমাপ্ত লেখা থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে (লেনিনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে, ১৯২৪ সালের ১৬ এপ্রিল প্রাভদাতে প্রকাশিত হয়েছিল)। সেখানে লেনিন বলেছেন,

> 'তবে আমরা এমনকি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ভিত্তিও শেষ করিনি এবং ধ্বংসোন্মুখ পুঁজিবাদের বৈরী শক্তি এখনও আমাদের এই অর্জন থেকে বঞ্চিত করতে পারে। আমাদের অবশ্যই এই সত্য স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে হবে এবং খোলামেলাভাবে সেইটিকে স্বীকার করতে হবে; কারণ বিভ্রমের চেয়ে বিপজ্জনক আর কিছুই হতে পারে না।' (রচনাসমগ্র, ৩৩, ২০৬)

অর্থাৎ যখন থেকে পরিকল্পনার মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ভিত্তি নির্মাণের সূচনা হয়েছে তখন লেনিন জীবিত ছিলেন না। এই কাজ লেনিন পরবর্তী বলশেভিক পার্টি করেছে কমরেড স্তালিনের নেতৃত্বে। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ব্যবস্থায় যে সমস্ত সমাজের পক্ষে হিতকর, মানুষের জন্য কল্যাণকর, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-শিল্পকলার পক্ষে অনুকরণীয় ও অভূতপূর্ব ঘটনাবলি দেখে বিশ্বব্যাপী জনমানসে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে শ্রদ্ধা-ভালোবাসা-প্রশংসার মনোভাব গড়ে উঠেছিল তার নেতৃত্বদানকারী ভূমিকায় ছিলেন কমরেড স্তালিন। সেই কারণে স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বের বুর্জোয়া-সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে চক্ষুশূল হলেন কমরেড স্তালিন। তাকে কালিমালিপ্ত করা, ঘৃণ্য চরিত্র হিসাবে তুলে ধরা, তার নামে মিথ্যা গল্প বানানো, তাকে স্বৈরাচারী হিসাবে তুলে ধরা সুবিধাভোগী শোষক বুর্জোয়াশ্রেণি তাদের শ্রেণিস্বার্থেই পরিকল্পিতভাবে করে এসেছে, আজও করে চলেছে।

বলশেভিক পার্টির অর্থনৈতিক কর্মসূচি ও পদক্ষেপ

বাজার ও পণ্য বিলোপ

বিপ্লবোত্তর পর্বের প্রথম এক দশক বলশেভিক পার্টিকে সংগ্রাম করতে হয়েছে রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ শ্রেণিশত্রু এবং তাদের সহযোগী আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর সাথে। ঘরে ও বাইরে বিপ্লবের অসংখ্য শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়েছে। এইসব বাধা

অতিক্রম করে ১৯২৭ সালের পরেই একমাত্র উপরোক্ত পাঁচটি উদ্দেশ্যপূরণকে লক্ষ্যে রেখে পরিকল্পিত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ও ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার উপযুক্ত নীতি ও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারার মতো অবস্থায় যেতে হয়েছে। মার্কসবাদের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করে স্তালিনের নেতৃত্বাধীন বলশেভিক পার্টিকে পরিকল্পিত অর্থনীতিতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতির পর্যায়েই অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে সম্পদ আহরণ ও বণ্টনের অগ্রাধিকার সম্পর্কিত ('priorities in sectoral allocation of resources') অত্যন্ত জটিল সমস্যার তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে এবং সেই সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করতে হয়েছিল। বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বের সামনে মার্কস, এঙ্গেলস বা লেনিন–কারোরই এই সম্পর্কিত কোন দিক-নির্দেশনা ছিল না। কারণ, তাদের কালের বাস্তবতার প্রেক্ষিতে কারোর সামনেই সেইদিন সেই প্রশ্ন বিবেচ্য ছিল না যে, তাঁরা তাদের কোন মতামত জানাবেন।

মার্কস সামগ্রিক সামাজিক পুঁজির পুনরুৎপাদন ও সঞ্চলন ব্যবস্থাকে (The Reproduction and Circulation of the Aggregate Social Capital) কীভাবে ভাগ করেছেন সেটা আমাদের জানা আছে। তিনি সমাজের মোট উৎপন্ন দ্রব্যকে এবং সেই অর্থে মোট উৎপাদনকে, দুটি বড় বিভাগে ভাগ করেছেন।

এক) উৎপাদনের উপায় উৎপন্ন করার বিভাগ, যাকে তিনি বলেছেন বিভাগ-১, এই বিভাগ উৎপাদন করে সেই সমস্ত পণ্য যেগুলো কোন না কোনভাবে উৎপাদনের কাজে ভোগ্যসামগ্রী হিসাবে (productive consumption) ব্যবহৃত হয়।

দুই) ভোগ্যসামগ্রী (articles of consumption) উৎপন্ন করার বিভাগ, যাকে তিনি বলেছেন বিভাগ-২, এই বিভাগ উৎপাদন করে সমস্ত মানুষের–শ্রমিকশ্রেণি ও মালিকশ্রেণি সকলের–ব্যক্তিগত ভোগ্য বস্তু।

দুইটি বিভাগেই যে সমস্ত মেশিন, অন্যান্য যন্ত্রপাতি প্রয়োজন পড়ে অর্থাৎ যে সব হাতিয়ার দিয়ে পণ্য উৎপাদন করা হয় সেই হাতিয়ার উৎপন্ন হয় প্রথম বিভাগে। দ্বিতীয় বিভাগে তৈরি হয় শুধুমাত্র ব্যক্তিগত ভোগ্য বস্তু। প্রত্যেকটি বিভাগেই পুঁজি গঠিত হয় দুইটি অংশ নিয়ে : সচল পুঁজি (variable capital) এবং স্থির পুঁজি (constant capital)। সচল পুঁজিকে ভিন্নভাবে বলা চলে যে উৎপাদন ব্যবস্থায় নিয়োজিত সামাজিক শ্রমশক্তির সমষ্টি। স্থির পুঁজিকে মার্কস দুইটিভাগে ভাগ করেছেন। এক অংশ হলো স্থায়ী (fixed), যেমন প্লান্ট-মেশিনারি, বাড়ি, শ্রমিকের ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি (tools) ইত্যাদি। দ্বিতীয় অংশটি সঞ্চলনশীল (circulating)–কাঁচা মাল, সহায়ক সামগ্রী, আধা তৈরি জিনিসপত্র। (আমরা বুর্জোয়া অর্থনীতি পাঠে যেমন সংজ্ঞা দেখি তার সাথে মার্কসের এই সংজ্ঞায়নের মৌলিক পার্থক্য আছে তা মাথায় রাখতে হবে।) দুইটি বিভাগে নিয়োজিত এই দুই প্রকার পুঁজির সাহায্যে বার্ষিক মোট উৎপন্নের মূল্যের (value, খেয়াল রাখতে হবে দাম বা price না) দুইটি অংশ থাকে। একটি অংশ হলো স্থির পুঁজির সেই অংশ-c, যা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় পণ্যে পরিভুক্ত হয় ক্ষয়িত অংশের সম-মূল্য অনুসারে (represents the constant

capital c consumed in the process of production and only transferred to the product in accordance with its value)। মূল্যের অবশিষ্টাংশ আসে সারা বছরে যে পরিমাণ শ্রমশক্তি ব্যয়িত হয়েছে তার থেকে। এই দ্বিতীয় অংশে থাকে যে পরিমাণ সচল পুঁজি নিয়োজিত হয়েছিল (v) এবং তার সাথে শ্রমের কারণে সংযোজিত অংশ–যা হলো উদ্বৃত্ত মূল্য (s)। তাহলে মার্কসের বিশ্লেষণ অনুযায়ী বার্ষিক উৎপন্নের মোট মূল্য (value) = c+v+s। ব্যক্তিগত পুঁজির মালিকানায় মালিক শ্রমিকের শ্রমে উৎপন্ন উদ্বৃত্ত অংশ s-কে আত্মসাৎ করেই শ্রমিকদের শোষণ করে। কিন্তু সেই উদ্বৃত্ত মূল্য মালিক কখন এবং কীভাবে আত্মসাৎ করে? এই বিষয়টি অনুধাবন করা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি নির্মাণের পরিপ্রেক্ষিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এই বিষয়টি কেন এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা বুঝার জন্য মার্কসের 'পুঁজি' গ্রন্থের আলোচনা স্মরণ করুন। রাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক চরিত্রের মৌলিকত্ব গড়ে তুলতে হয়েছে মার্কসের এই ভাবনার ভিত্তিতে। মার্কস 'পণ্য'-এর চরিত্র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিলেন যে পণ্যের দ্বৈত চরিত্র থাকে। একদিকে সে মানুষের কোন না কোন প্রয়োজন মেটায় এবং একই সাথে তার বিনিময়যোগ্যতা থাকতে হয়। যখন বিনিময় ঘটে একমাত্র তখনই সেই পণ্যের ভেতর নিহিত 'উদ্বৃত্ত মূল্য' পুঁজির মালিক করায়ত্ত করতে পারে।

> 'একটি পণ্যের "মূল্য" বিনিময় মূল্যের রূপ গ্রহণ করলেই স্বাধীন এবং নির্দিষ্ট অভিব্যক্তি লাভ করে। ...পণ্য হলো একটি ব্যবহার-মূল্য (use-value) বা উপযোগের বস্তু, এবং একটি "মূল্য" (value)। এটি এই দ্বৈত চরিত্রসম্পন্ন জিনিস হিসাবে নিজেকে তখনই প্রকাশ করে, যখনই "মূল্য" একটি স্বাধীন রূপ, অর্থাৎ বিনিময় মূল্যের রূপ, ধারণ করে।' (রচনাবলি, ৩৫, ৭১)

> 'শুধুমাত্র মূল্য হিসাবে একটি পণ্যের প্রতি পুঁজিপতির কোন আগ্রহ নেই। তাঁর আগ্রহ শুধুমাত্র পণ্যের মধ্যে নিহিত উদ্বৃত্ত মূল্যের প্রতি যা একমাত্র বিক্রয়ের মাধ্যমেই উপলব্ধ হয়। উদ্বৃত্ত মূল্যের উপলব্ধি অগত্যা এর সাথে আবশ্যিকভাবে যে অগ্রিম মূল্য সে নিয়োজিত করেছিল তা ফেরত পাওয়াও যুক্ত থাকে।' (The value of a commodity is, in itself, of no interest to the capitalist. What alone interests him, is the surplus value that dwells in it, and is realisable by sale. Realisation of the surplus value necessarily carries with it the refunding of the value that was advanced.) (রচনাবলি, ৩৫, ৩২৫)

অর্থাৎ বাজারে বিনিময়ের সুযোগ যদি না থাকে তবেই একমাত্র উৎপাদিত দ্রব্যকে পণ্যের চরিত্র থেকে বিযুক্ত করা সম্ভব এবং যেহেতু একমাত্র বিনিময় হলেই উদ্বৃত্ত মূল্য, যা আমরা উপরের মূল্যের সমীকরণে s, পুঁজির মালিকের উপলব্ধ হয়, সেইহেতু সেই উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎ করা সম্ভব হয় না। এই বিষয়টি লেনিন খুব সহজ করে বলেছিলেন-'বিনিময়ের

স্বাধীনতা মানে পুঁজিবাদের স্বাধীনতা। আমরা এইটি প্রকাশ্যে বলি এবং এইটির উপর জোর দিই। আমরা এটিকে অন্তত গোপন করি না। আমরা যদি এটি গোপন করার চেষ্টা করি তবে পরিস্থিতি আমাদের পক্ষে খুব কঠিন হবে।' (রচনাসমগ্র, ৩২, ৪৯০)

সোভিয়েতে মার্কসবাদ অনুযায়ী সমাজতন্ত্র গঠনের অন্যতম প্রাথমিক কাজ হিসাবে বলশেভিক পার্টি পরিকল্পনার প্রথম স্তরেই কৃষি এবং শিল্প উভয় ক্ষেত্রেই উৎপাদনের হাতিয়ার উৎপাদনকে (manufacturing sector of means of production) ব্যক্তিগত পুঁজি থেকে মুক্ত করতে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নিয়ে আসে। অর্থাৎ সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থার যে অংশটিকে মার্কস প্রথম বিভাগ বলে চিহ্নিত করেছিলেন, সেই অংশটিকে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীনে এনে হাতিয়ার উৎপাদনের ক্ষেত্র থেকে ব্যক্তিপুঁজিকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করে দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, যা ছিল সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সুদৃঢ় নীতি হিসাবে বিবেচিত, তা হলো এই যে, সেই সব হাতিয়ারগুলোর বণ্টন প্রক্রিয়াকেও রাষ্ট্রীয়করণ করা ও পরিকল্পনার অধীনে নিয়ে আসা। হাতিয়ার উৎপাদনের ও উপকরণের বণ্টন উভয় প্রক্রিয়াকেও পরিকল্পনার অধীনে এনে রাষ্ট্র সেইগুলিকে বাজারের পণ্য হিসাবে বিক্রি করার ব্যবস্থাটিকে যথাসম্ভব উচ্ছেদ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। প্রথম বিভাগ হোক আর দ্বিতীয় বিভাগ হোক, কোন শিল্পসংস্থার যদি কোন মেশিন বা যন্ত্রপাতি প্রয়োজন হতো তবে তাদের সেই চাহিদা পরিকল্পনা দপ্তরে জানালে রাষ্ট্র তা সরবরাহ করত, কিন্তু কারোরই বাজার থেকে ক্রয় করার সুযোগ ছিল না। ব্যক্তি পুঁজির পরিচালনাধীন যে সমস্ত ক্ষুদ্র শিল্প-কারখানা ছিল তাদের যে সকল উৎপাদনের হাতিয়ার সরবরাহ করা হতো তার বিনিময়ে উৎপাদনের একটি নির্দিষ্ট অংশ রাষ্ট্রকে দিতে হতো। কৃষিক্ষেত্রেও উৎপাদনের উপায় হিসাবে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও হাতিয়ারের জন্যও তেমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। তাহলে এই নীতি গ্রহণের ফলে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উৎপাদনের হাতিয়ারের ক্ষেত্রে বাজার-ব্যবস্থার অবলুপ্তি ঘটেছিল। সমাজতন্ত্রের পতনের কারণ অনুসন্ধানে আমাদের নজর রাখতে হবে যে, কোন কারণে কখনো এই নীতি থেকে সোভিয়েত ব্যবস্থা সরে এসেছিল কিনা। যদি এসে থাকে তবে তা হবে এক মৌলিক বিচ্যুতি।

শুধুমাত্র উৎপাদনের হাতিয়ারের ক্ষেত্রে বাজার ব্যবস্থার অবলুপ্তি নয়, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে তোলার প্রাথমিক ধাপে এই নীতিকে কার্যকরীভাবে প্রয়োগ করাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হওয়ার অন্য কারণও ছিল। কারণ, সমাজতন্ত্র নির্মাণ করতে হলে অর্থনীতির একটা বড় ক্ষেত্র থেকে পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ককে অকার্যকরী করে দেওয়া এবং একই সাথে, উৎপাদনের হাতিয়ারের উপর ব্যক্তি মালিকানার অধিকারকে বিলুপ্ত করাও ছিল প্রাথমিক শর্ত । কিন্তু এই সব প্রাথমিক শর্ত পূরণ কীভাবে সম্ভব? স্বাভাবিকভাবেই, সমাজতন্ত্র গঠনের অন্যতম প্রাথমিক কাজ হিসাবে স্তালিন পরিকল্পনার প্রথম স্তরেই উৎপাদনের হাতিয়ার (means of production) উৎপাদনের ক্ষেত্রেই শুধু নয়, বণ্টন প্রক্রিয়াতে ব্যক্তি-পুঁজির ভূমিকাকে নির্মূল করার নীতি গ্রহণ করেছিলেন এবং

সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। উৎপাদনের মূল দুটি ক্ষেত্রে–কৃষি এবং শিল্প–উৎপাদনের যে যে উপকরণ লাগে সেইগুলোকে, আমরা উল্লেখ করেছি যে, তিনি পণ্য-বাজারের আওতার বাইরে নিয়ে এসেছিলেন। তাহলে উৎপাদন ক্ষেত্রগুলো অর্থাৎ কল-কারখানা বা কৃষি খামার, তারা উৎপাদনের যন্ত্রপাতি পাবেন কীভাবে? এইজন্য দেশের সমস্ত প্রান্তে কৃষি ক্ষেত্রের জন্য গড়ে তুলেছেন অসংখ্য MTS (Machine and Tractor Stations)। কৃষিতে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত মূল হাতিয়ার সব এই MTS-এ রাখা হতো। সোভিয়েত কৃষি ব্যবস্থায় অনেক রকমের খামার ছিল–সমবায় খামার, যৌথ খামার, রাষ্ট্রীয় খামার এবং এমনকি কিছু ব্যক্তিগত খামারও ছিল-সবাইকে কৃষিতে ব্যবহৃত সমস্ত উৎপাদনের হাতিয়ার (means of production) এই MTS থেকে নিয়ে কাজ করতে হতো। কোন খামারের পক্ষেই বাজার থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল না। অর্থাৎ কোন কৃষক, যৌথ খামারি, সমবায় খামার কেউই ট্র্যাক্টর বা কোন ভারী যন্ত্রের মালিক হতে পারত না। তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াল? যেহেতু বাজারে কেনা যেত না অর্থাৎ বিনিময় হতো না, অতএব এইগুলো আর পণ্য ছিল না। তেমনি, বাজার থেকে মজুর নিয়োগ করে সেই হাতিয়ার কাজে লাগিয়ে ব্যক্তিগতভাবে মুনাফা করার কোন সুযোগ ছিল না, কেননা মজুরদেরও কোন বাজার ছিল না। মজুররাও সবাই ছিল প্রজাতন্ত্রের অধীন, তাদেরও বিভিন্ন উৎপাদন ক্ষেত্রে নিয়োগ করা হতো পরিকল্পনার অংশ হিসাবে। এইভাবে, অর্থনীতির একটা বড় ক্ষেত্র থেকে 'Law of Value'-কে অকার্যকরী করে দেওয়া হয়েছিল।

সারা দেশের গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা MTS-গুলোতে থাকত ট্র্যাক্টর ও কৃষি ক্ষেত্রের জন্য অন্যান্য সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি। সেই সব মেরামতের ইঞ্জিনিয়ার বা কারিগরও ছিল রাষ্ট্রের দ্বারা নিয়োজিত, তাঁরাই রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল। যৌথ খামার, সমবায় খামার বা রাষ্ট্রীয় খামারের যখন প্রয়োজন হতো তখন পরিকল্পনা অনুযায়ী MTS থেকে সেই কাজ করে দেওয়া হতো, তার বিনিময়ে যৌথ খামার ও সমবায় খামারগুলো তাদের উৎপাদিত ফসলের একাংশ সরকারকে দিত। ঠিক একই উদ্দেশ্যে স্তালিন শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদনের জন্য যে সমস্ত ছোট, মাঝারি বা ভারী যন্ত্রপাতি বা উপকরণ প্রয়োজন পড়ে–মার্কসবাদী অর্থনীতির ভাষায় 'means of production'–যেমন বয়লার, ফার্নেস, টারবাইন, ক্রেন, বুলডোজার, আর্থ-মুভার, লেদ মেশিন ইত্যাদি থেকে শুরু করে হাতুড়ি পর্যন্ত-সেইগুলো উৎপাদনের জন্য গড়ে তুলেছিলেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অসংখ্য রাষ্ট্রীয় ফ্যাক্টরি (Soviet Machine Tools)। এইসব যন্ত্রপাতিও বাজারে পণ্য হিসাবে ব্যবহার করার সুযোগ ছিল না, কারণ এইগুলো বাজারে পণ্য হিসাবে বিক্রি করা হতো না, পরিকল্পনার অংশ হিসাবে শিল্প উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে চাহিদা অনুসারে সরবরাহ করা হতো বা বণ্টন করা হতো। যে সমস্ত ক্ষুদ্র ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানকে তখনো নির্মূল করা সম্ভব হয়নি, তাদেরও উৎপাদনের হাতিয়ার হিসাবে এইসব যন্ত্রপাতি পেতে হলে রাষ্ট্রের পরিকল্পনা অনুযায়ী পেতে হতো, বাজার থেকে খুশি মতো কিনে ব্যবহার করার সুযোগ ছিল না। সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় একমাত্র কিছু কিছু ভোগ্য দ্রব্যের ক্ষেত্রেই পণ্যের চরিত্র উপস্থিত ছিল, উৎপাদনের হাতিয়ারের (means of production) ক্ষেত্রে পণ্যের চরিত্র বিলুপ্ত হয়েছিল।

আবার বলি, একটি পণ্য হলো এমন একটি উৎপাদিত দ্রব্য যা যে কোনো ক্রেতার কাছে বিক্রি করা যেতে পারে এবং যখন এই পণ্যের মালিক এটি বিক্রি করে তখন সে এটির মালিকানার অধিকার হারায় এবং ক্রেতা সেই পণ্যের মালিক হয়ে যায়, যা সে পুনরায় বিক্রি করতে পারে, বন্ধক রাখতে পারে বা নষ্টও করতে পারে। সোভিয়েতের অর্থনীতির ক্ষেত্রে উৎপাদনের উপায় বা হাতিয়ার (means of production) তাহলে এই শ্রেণির মধ্যে পড়ে না। স্পষ্টতই তার কারণ হলো : প্রথমত, উৎপাদনের মাধ্যম কোনো ক্রেতার কাছে সেইগুলো 'বিক্রি' করা হতো না, সেগুলি শুধুমাত্র রাষ্ট্র কর্তৃক বিভিন্ন শিল্প-উদ্যোগে বরাদ্দ করা হতো। দ্বিতীয়ত, কোনো উদ্যোগে উৎপাদনের হাতিয়ার হস্তান্তরের কারণে রাষ্ট্র সেইগুলোর উপর মালিকানা সত্ত্ব হারাত না, সেই সম্পদের উপর রাষ্ট্রের মালিকানা সত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে বজায় থাকত। তৃতীয়ত, যে যে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের পরিচালকেরা সোভিয়েত রাষ্ট্রের কাছ থেকে উৎপাদনের উপায় বা হাতিয়ার গ্রহণ করত, তারা রাষ্ট্রের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পরিকল্পনা অনুসারে উৎপাদনের উপায়গুলি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের এজেন্ট হিসাবে বিবেচিত হতো।

বলশেভিক পার্টির বিংশতি কংগ্রেসের পূর্ব পর্যন্ত মার্কসীয় তত্ত্বের ভিত্তিতে এই নীতি অনুসরণ করেই সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলোতে গড়ে উঠেছিল সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মূল ভিত্তি। সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের এক বৃহত্তর অংশে বুর্জোয়া উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তে গড়ে উঠেছিল মৌলিকভাবে ভিন্ন নতুন উৎপাদন সম্পর্ক। তখনও পর্যন্ত বাজারের অস্তিত্বকে সর্বত্র সম্পূর্ণভাবে বিলোপ করা সম্ভব হয়নি ঠিকই, কিন্তু এই নীতি অনুসরণ করে ধীরে ধীরে সেই পথেই অগ্রসর হচ্ছিল সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র।

সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র গঠন

সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল রাশিয়াসহ স্বেচ্ছায় যোগ দেয়া প্রজাতন্ত্রসমূহের একটি সম্মিলিত প্রজাতন্ত্র। ১৯৯১ সালে এই 'ইউনিয়ন অব সোভিয়েত' ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। খুবই স্বাভাবিক যে, কোন কারণে ভেঙে পড়ল বুঝতে হলে আমাদের জেনে নিতে হবে কোন বাস্তবতায় সেই প্রজাতন্ত্র গড়ে উঠেছিল, গড়ে ওঠার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট কী ছিল, ঐক্যের তাত্ত্বিক ভিত্তি কী ছিল? তারপরই একমাত্র আমাদের পক্ষে বুঝা সম্ভব যে, কোথায় কোথায় কোন মৌলিক নীতির পরিবর্তনের কারণে সেই বাস্তবতার অবসান ঘটে এবং সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক ভিত্তির মৌলিক কাঠামোতেই ঐক্যের বস্তুগত শর্তগুলো ক্ষয় পেতে থাকে। আমরা জানি যে, প্রজাতন্ত্রগুলির নিজেদের স্বায়ত্তশাসনের স্বীকৃত নীতির ভিত্তিতেই কেন্দ্রীয়ভাবে গড়ে উঠেছিল সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের ঐক্যবদ্ধ অবয়ব। (USSR-Union of Soviet Socialist Republics)। যে ঐতিহাসিক তথ্যটি জেনে রাখা খুব জরুরি তা হলো যে, সোভিয়েত শাসন ব্যবস্থার প্রজাতন্ত্রগুলোর মধ্যে ঐক্যের বন্ধন ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত। আমরা এখানে সেই বাস্তবতা ও ঐক্যের তাত্ত্বিক শর্তগুলো উল্লেখ করে রাখতে চাই, কারণ পরে যখন আমরা পতনের কারণ হিসাবে মৌলিকভাবে নীতি পরিবর্তনের কথা আলোচনা করব তখন আমরা বুঝতে পারব যে কীভাবে সেই সব পরিবর্তন ঐক্যের মৌলিক শর্তগুলোকেই শেষ করে দিয়েছিল।

১৯২২ সালের ডিসেম্বরের ২৬ তারিখে বিভিন্ন প্রজাতন্ত্রের সোভিয়েতগুলোর একটি সম্মেলন (দশম কংগ্রেস) অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই কংগ্রেসেই প্রজাতন্ত্রগুলোর ঐক্যের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। সেই অনুসারে ডিসেম্বরের ৩০ তারিখে সম্মিলিত সোভিয়েতগুলোর প্রথম কংগ্রেসে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের ইউনিয়ন (U.S.S.R.) গঠিত হয়। মনে রাখতে হবে যে, USSR-এর পতনের সময় যতগুলো প্রজাতন্ত্র তার অন্তর্ভুক্ত ছিল সবগুলো প্রজাতন্ত্রই সূচনায় ছিল না। প্রথমে রাশিয়া, ট্রান্সককেসিয়া, ইউক্রেন এবং বেলারুশ নিয়ে শুরু হয় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র এবং সামান্য কিছুদিন বাদে তিনটি স্বাধীন প্রজাতন্ত্র-উজবেক, তুর্কমেন এবং তাজিক যোগ দেয়। এই সম্মিলিত প্রজাতন্ত্রের (ইউএসএসআর) সংবিধান আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯২৪ সালের জানুয়ারিতে গৃহীত হয়েছিল। এই বাস্তবতায় ১৯২৫ সালে কমিউনিস্ট পার্টিও তার নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম গ্রহণ করে-সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি বা CPSU।

ডিসেম্বরের দশম কংগ্রেসে সংযুক্তির উপর রিপোর্ট পেশ করেছিলেন কমরেড স্তালিন এবং সেই রিপোর্টে প্রকৃতপক্ষে ইউনিয়নগুলির সংযুক্তির যে বাস্তবতা তার মার্কসীয় তাত্ত্বিক কাঠামোর রূপ তিনি তুলে ধরেন। তিনি ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছিলেন যে, তিনটি পরিস্থিতি সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের ঐক্যকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছিল। তার প্রথমটা অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, দ্বিতীয়টা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং সর্বশেষ পরিস্থিতি হিসাবে তিনি যেটি উল্লেখ করেছিলেন তা ছিল সোভিয়েত শাসনের শ্রেণিবিন্যাসের সাথে জড়িত। সেই সময়ের পরিস্থিতি এবং তার প্রেক্ষিতে আশু কর্তব্য নির্ধারণে মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী ব্যাখ্যার অসাধারণ দলিল স্তালিনের সেই বক্তৃতা। বস্তুত, যতকাল সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের ঐক্য (U. S. S. R.) হিসাবে টিকে ছিল তার বস্তুগত কারণ যেমন পাওয়া যাবে স্তালিনের ঐ তৃতীয় পরিস্থিতির তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায়, তেমনি যখন তার পতন হয়েছিল তার বস্তুগত অনিবার্যতাও খুঁজে পাওয়া যাবে সেই বিশ্লেষণ থেকে। অর্থাৎ স্তালিনের সেই বিশ্লেষণ যেমন সেদিনের প্রজাতন্ত্রগুলোর ঐক্যের বাস্তবতা ব্যাখ্যা করেছিল, তেমনি আজ ঐক্য বিনষ্টের এবং পতনের কারণও সেই বিশ্লেষণ থেকেই আমরা বুঝতে পারি। এই কারণে স্তালিনের সেই ব্যাখ্যার তাৎপর্য ও গুরুত্ব রয়েছে।

সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের ঐক্যের কারণের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি দেখিয়েছিলেন সেই বাস্তবতা–'যা প্রজাতন্ত্রের ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে এবং যা সোভিয়েত শাসনের কাঠামোর এবং সোভিয়েত শাসনের শ্রেণিবিন্যাসের সাথে জড়িত।' তিনি বলেছিলেন যে,

> 'সোভিয়েত শাসন ভাবনা, যার অন্তর্নিহিত চরিত্রই হলো আন্তর্জাতিক, এমনভাবেই নির্মিত হয়েছে যে, এটি সমস্ত দিক থেকে জনগণের মধ্যে মিলনের ধারণাকে লালন করে এবং নিজেই প্রজাতন্ত্রগুলোকে ইউনিয়নের পথে পরিচালিত করতে প্ররোচিত করে। ...এই কারণে আমি বলি, এখানে, সোভিয়েত বিশ্বে, যেখানে শাসন পুঁজিকে ভিত্তি করে নয়, শ্রমের উপর ভিত্তি করে; যেখানে শাসন বেসরকারি ব্যক্তি

> সম্পত্তির উপর ভিত্তি করে নয়, কিন্তু যৌথ সম্পত্তির উপর ভিত্তি করে; যেখানে শাসনব্যবস্থা মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের ভিত্তিতে নয়, বরং এই ধরনের শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ভিত্তিতে; সেখানে শাসনের স্বাভাবিক চারিত্রিক প্রবণতা হলো শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে একক সমাজতান্ত্রিক পরিবার গড়ে তোলার দিকে আকাঙ্ক্ষা লালনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।' (ওয়ার্কস, ৫, ১৫২-১৫৩)

তাহলে (এক) পুঁজির পরিবর্তে শ্রমে অংশগ্রহণ, (দুই) ব্যক্তি সম্পত্তির পরিবর্তে যৌথ সম্পত্তি এবং (তিন) শোষণের পরিবর্তে শোষণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নীতি। সব প্রজাতন্ত্রই একই নীতি মেনে একই উদ্দেশ্যে পরিচালিত শাসন ব্যবস্থার অধীনে ছিল। যেহেতু সমাজে পুঁজির ভূমিকা ছিল না, তাই পুঁজিকে কেন্দ্র করে দুই প্রজাতন্ত্রের পুঁজিপতিদের মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব নিরসনে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদকে কাজে লাগানোর বাস্তবতাও ছিল না। এককথায় সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের মাথা তোলার কোন সুযোগ ছিল না। এই বাস্তবতাই প্রজাতন্ত্রগুলোর মধ্যে স্বাভাবিক ঐক্য গড়ে ওঠার বস্তুগত শর্ত তৈরি করেছিল। প্রজাতন্ত্রের পতনের কারণ খুঁজতে গেলে স্তালিনের মার্কসবাদসম্মত এই তত্ত্বের বিষয়টিকে আমাদের স্মরণে রাখতে হবে এবং আমরা সেই প্রসঙ্গের আলোচনায় দেখাব যে, স্তালিন পরবর্তী সময়ে সংশোধনবাদীদের গৃহীত নীতি কীভাবে এই ঐক্যের শর্তগুলো নষ্ট করে পতনকে অনিবার্য করে তুলেছিল।

বলশেভিক পার্টির বিংশতিতম কংগ্রেস এবং সংশোধনবাদী নেতৃত্বের ক্ষমতা দখল

লেনিন পরবর্তী সময়ে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগঠনে বলশেভিক পার্টিকে নেতৃত্বদানকারী কমরেড জোসেফে স্তালিন মারা যান ১৯৫৩ সালের ৫ মার্চ। এর কিছুদিন পরেই নিকিতা ক্রুশ্চেভ কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সচিব নিযুক্ত হন এবং ১৯৫৫ সালে মন্ত্রী পরিষদের চেয়ারম্যানও হন, অর্থাৎ 'প্রধানমন্ত্রী' হন। সর্বশেষ ১৯৩৯ সালে অনুষ্ঠিত অষ্টাদশ কংগ্রেসের ১৩ বছরের ব্যবধানে এবং স্তালিনের মৃত্যুর কয়েকমাস আগে, ১৯৫২ সালের অক্টোবর মাসে কমিউনিস্ট পার্টির ঊনবিংশ কংগ্রেস মস্কোতে মিলিত হয়েছিল। এই ১৩ বছরের মধ্যবর্তী পর্যায়ে যে পার্টি কংগ্রেসে মিলিত হতে পারেনি তার কারণ অত্যন্ত স্পষ্ট। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, ফ্যাসিবাদবিরোধী লড়াই, যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা ও ব্যাপক ধ্বংস, টিটো বিতর্কের উদ্ভবের কারণে পূর্ব ইউরোপের পরিস্থিতির জটিলতা, সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের সাথে স্নায়ুযুদ্ধের সূচনা ইত্যাদি নানাবিধ সমস্যা এতটাই গভীর ছিল যে, কংগ্রেসের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করার পরেও আহ্বান করা সম্ভব হয়নি এবং একবার উদ্যোগ নিয়েও করা সম্ভব হয়নি। উল্লেখযোগ্য যে, স্তালিনের বিরুদ্ধে যে সমস্ত মিথ্যা অভিযোগ ক্রুশ্চেভ এনেছেন তারমধ্যে অন্যতম হলো যে, স্তালিন ইচ্ছাকৃতভাবে এই মধ্যবর্তী পর্যায়ে দলের কংগ্রেস ডাকেননি। অথচ, বর্তমান আর্কাইভের প্রকাশিত দলিল থেকে দেখা যাচ্ছে যে, এই দীর্ঘ সময়ে কংগ্রেস আহ্বানের মতো অবকাশ

ছিল ১৯৪৭ এবং ১৯৪৮ সাল। এই দুই বছরই কংগ্রেস আহ্বানের প্রস্তাব রেখেছিলেন স্তালিনের ঘনিষ্ঠ ঝাদানভ, দুইবারই পলিটব্যুরোতে নানা কারণে তা গৃহীত হয়নি। এই কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, এই প্রস্তাবে স্তালিনের সম্মতি না থাকলে ঝাদানভ উত্থাপন করতেন না।

যাই হোক, দীর্ঘদিনের ব্যবধানে হওয়া এই উনবিংশ কংগ্রেসেই কমরেড স্তালিন পার্টি সংগঠনের এবং দেশের অর্থনীতির বেশ কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি উল্লেখ করে পরবর্তী পর্যায়ে অগ্রসরের ক্ষেত্রে করণীয় সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা দিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর প্রায় তিন বছর পর, ১৯৫৬ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি ক্রেমলিনে শুরু হয় বলশেভিক পার্টির বিংশতি কংগ্রেস। আশা করা গিয়েছিল যে, স্তালিন পরবর্তী পর্যায়ে দল ও দেশে তাঁর নির্দেশিত ত্রুটি-বিচ্যুতি কীভাবে মোকাবিলা করা হচ্ছে সেই সম্পর্কে রিপোর্ট ও নতুন সিদ্ধান্ত জানা যাবে। ঘটনা ঘটল ঠিক তার বিপরীত। এই কংগ্রেসের শেষদিনে ২৫ ফেব্রুয়ারি সেই সময়ের দলের সাধারণ সম্পাদক নিকিতা ক্রুশ্চেভ প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে অত্যন্ত আবেগ ভরা কণ্ঠে একটি গোপন ভাষণ দেন, যার শিরোনাম ছিল 'বিষয় ব্যক্তিপূজা ও তার পরিণতি' ('On personality cult and its consequences)। সেই ভাষণে তিনি হঠাৎ করে স্তালিন-যিনি তিন দশক ধরে সোভিয়েত পার্টির নেতৃত্ব দিয়েছিলেন–তার বিরুদ্ধে সত্য-মিথ্যা মিশিয়ে অকল্পনীয় ও চরম বিদ্বেষপূর্ণ অভিযোগের একটি বিস্তৃত তালিকা শুধু উপস্থিত করলেন তাই নয়, বলশেভিক পার্টির ইতিহাসে স্তালিনের ভূমিকা, নভেম্বর বিপ্লব ও ফ্যাসিবাদবিরোধী লড়াইতে স্তালিনের নেতৃত্বদানকারী অবদান, পুঁজিবাদের পুনরুত্থানের সম্ভাবনাকে প্রতিহত করা সম্পর্কে স্তালিনের দিক-নির্দেশনা ইত্যাদি সব কিছুকে বাতিল করে দিলেন। বলা হলো তিনি 'অত্যাচারী' ছিলেন, তিনি 'জারদের চেয়েও ভয়ঙ্কর অপরাধ করেছিলেন', তার 'রাজত্ব' এককথায় 'রক্ত ও সন্ত্রাস' পর্ব, ফ্যাসিবাদবিরোধী লড়াইতে নেতৃত্বদানকারী নেতাকে বলা হলো 'বিশ্বযুদ্ধে তার নেতৃত্ব ছিল রাষ্ট্রদ্রোহের সমতুল্য', তিনি ছিলেন একজন 'বোমাবাজ' ইত্যাদি। আর সিদ্ধান্ত করা হলো যে সমস্ত নেতিবাচক ও সমাজতন্ত্রের আদর্শবিরোধী কাজের জন্য দায়ী হলেন স্তালিন, কারণ তিনি নিজেকে ঘিরে গড়ে তুলেছিলেন ব্যক্তিপূজার ব্যবস্থা বা 'personality cult'। তাই কংগ্রেসের পর সোভিয়েতে ব্যক্তিপূজাকে নির্মূল করার নামে যে পর্ব শুরু হলো তার নামকরণ হলো 'de-stalinization'–অর্থাৎ স্তালিনের ভূত তাড়ানোর ওঝাগিরি। অর্থাৎ, তাদের ভাবনাটা হলো স্তালিনের ভূত তাড়াতে পারলেই দলের ভেতর যে 'ব্যক্তি-পূজা'-র অভিযোগ তাঁরা করছেন, সেটা দূর হয়ে যাবে।

স্তালিনের মৃত্যুতে পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তের লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষের সাথে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের শ্রমিকেরা গভীরভাবে শোকগ্রস্ত হয়েছিলেন। তিন দশক তিনি সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি ও দেশকে নেতৃত্ব দিয়ে হতদরিদ্র জনসাধারণকে কল্যাণ ও মঙ্গলের উত্তুঙ্গ শিখরে পৌঁছে দিয়েছিলেন। দলের অভ্যন্তরের 'বামপন্থি' এবং 'দক্ষিণপন্থি' ঝোঁকগুলোর বিরুদ্ধে যথাযথভাবে লড়াই-সংগ্রাম চালিয়ে প্রবল প্রতিকূলতা কাটিয়ে

সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের পথ খুঁজে নিয়েছেন। একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত জনগণের মহান বিজয়ের বস্তুগত ভিত্তি তাঁর নেতৃত্বেই নির্মিত হয়েছিল। তাঁর নেতৃত্বের ত্রুটি এবং সীমাবদ্ধতা যাই থাকুক না কেন, তিনি লেনিনের একজন যোগ্য উত্তরসূরি ছিলেন। তিনি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এবং সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদকে রক্ষা করেছিলেন। ১৯৫৩ সালে ৯ মার্চ রেড স্কোয়ারে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় মলোটভ স্তালিন সম্পর্কে যে কথাগুলি বলেছিলেন তা আজও মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের মনের কথা,

> 'স্তালিনের নাম আমাদের হৃদয়ে, সোভিয়েত জনগণের হৃদয়ে এবং সমস্ত প্রগতিশীল মানবজাতির হৃদয়ে চিরকাল অমর হয়ে বেঁচে থাকবে। আমাদের জনগণ এবং সমগ্র বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণ ও সুখের জন্য তাঁর মহান কাজের মহিমা বেঁচে থাকবে যুগের পর যুগ।'

কিন্তু, স্তালিনের মৃত্যুর সাথে সাথে সমাজতন্ত্রবিরোধী শক্তি, যাঁরা এতদিন সুযোগের অপেক্ষায় ছিল, তাঁরা দল ও রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখল করতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমরা ইতিমধ্যেই সেই বাস্তবতা উল্লেখ করেছি এবং তার কারণ ব্যাখ্যা করেছি যে, সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রে সমাজতন্ত্র নির্মাণে অনেকদূর অগ্রসর হলেও উৎপাদন প্রক্রিয়া ও উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে ব্যক্তি-পুঁজি, তার ভূমিকা এবং এদের সহযোগী সুবিধাবাদী পাতি-বুর্জোয়াশ্রেণির মধ্যে বুর্জোয়া শ্রেণিচিন্তা, তার সংস্কৃতি, ব্যক্তি-আকাঙ্ক্ষা, মুনাফার লোভ-লালসার অস্তিত্ব সমাজ অভ্যন্তরের সকল স্তরে তো তখনও সম্পূর্ণ নির্মূল করা যায়নি বা সম্ভব হয়নি। দলের অভ্যন্তরেও তাই এই শ্রেণির চিন্তার প্রভাব ছিল, এই শ্রেণি-চিন্তার আকাঙ্ক্ষা নিয়েই একদল উচ্চতর নেতৃত্বের স্তরে উঠে এসেছিল। স্তালিনের মৃত্যুর পরই সর্বহারা শ্রেণিচিন্তার সাথে এই শ্রেণি চিন্তার দ্বন্দ্ব দেখা দিল, যার বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখতে পেলাম নেতৃত্বের মধ্যে ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ের মধ্যে। নেতৃত্বের মধ্যে মলোটভ, ম্যালেনকভ, কাগানোভিচ, ভরোশিলভ ছিলেন স্তালিনের পথের সমর্থক। অন্যদিকে ক্রুশ্চেভ অতি ধূর্ততার সাথে স্তালিনের মৃত্যুর পর দুই বছর পর্যন্ত নিজেকে স্তালিন ও মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মতাদর্শের উত্তরাধিকারী ও রক্ষক বলে প্রচার করে পার্টির অভ্যন্তরে নিজের প্রভাব বজায় রেখেছিলেন। প্রথমে ম্যালেনকভ স্তালিনের উত্তরসূরি হিসাবে দলের নেতৃত্বের এবং সরকারি শীর্ষপদে মনোনীত হয়েছিলেন। তবে অচিরেই ম্যালেনকভের সাথে ক্রুশ্চেভ চক্রের নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রবল দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এক পক্ষ 'ইজভেস্তিয়া'-তে, অন্য পক্ষ 'প্রাভদা'-তে তাদের নীতির পক্ষে প্রবন্ধ প্রকাশ করতে থাকে। এই দ্বন্দ্বে দুই সপ্তাহের মধ্যেই ম্যালেনকভকে পার্টির নেতৃত্ব থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয় এবং দলের কার্যকর নিয়ন্ত্রক হিসাবে ক্রুশ্চেভ চলে আসেন। এই সুযোগে ক্রুশ্চেভ ম্যালেনকভ এবং তার অনুসারীদের উপর 'পার্টি-বিরোধী' গ্রুপের তকমা লাগিয়ে দিতে সক্ষম হয়। জনসাধারণের সামনে বিষয়টি এমনভাবে উপস্থাপিত হয় যে, ম্যালেনকভের 'দক্ষিণপন্থি' বিচ্যুতি থেকে দলকে রক্ষা করে স্তালিনের পথকে

ক্রুশ্চেভ রক্ষা করছেন। এই তথাকথিত বিজয়কে সামনে রেখে পার্টি-বিরোধী গোষ্ঠী হিসাবে ম্যালেনকভের সমস্ত সমর্থককে দলের বিভিন্ন পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় এবং দলের মধ্যে স্তালিনের পথের অনুসারীরা সংখ্যার বিচারে হীনবল হয়ে পড়ে।

এইভাবে শক্তি সঞ্চয় করার পর ক্রুশ্চেভ পার্টির ও রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে মলোটভের ক্ষমতা ও প্রভাবকে ছেঁটে ফেলতে উদ্যোগ নেয়। কিন্তু ক্রুশ্চেভের পক্ষে স্তালিন-অনুসারী ভেক ধরে ম্যালেনকভের বিরুদ্ধে যেভাবে লড়াই চালানো সম্ভব ছিল, মলোটভের ক্ষেত্রে তা সম্ভব ছিল না। মলোটভ ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে কোনভাবেই তিনি স্তালিনের পথ থেকে সরে আসতে রাজি ছিলেন না। ১৯৫৪ সালে চীনের সাথে বৈঠকে এবং এর কিছুদিন পরে ভারত সফরে ক্রুশ্চেভ প্রতিনিধি দল থকে মলোটভকে বাদ দিলেন। এর পরেই যখন ক্রুশ্চেভ যুগোশ্লাভিয়া গেলেন, তখনই তিনি আর স্তালিনপন্থি মুখোস রক্ষা করতে পারলেন না। মলোটভের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও, স্তালিনের মূল্যায়নকে উপেক্ষা করে ১৯৫৫ সালের মে মাসে তিনি মার্শাল টিটোর যুগোশ্লাভিয়াকে 'সমাজতান্ত্রিক' বলে ঘোষণা করেন। স্পষ্টতই তা ছিল স্তালিনের এবং একসময়ের আন্তর্জাতিকের অবস্থানের সম্পূর্ণ বিপরীত। এই বছরেরই শেষের দিকে, জেনেভায় চার-শক্তির শীর্ষ সম্মেলনের পরপরই, ক্রুশ্চেভ সমাজতান্ত্রিক এবং সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে দ্বন্দ্বের কথা অস্বীকার করে 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান'-এর নীতি ঘোষণা করেন। সংশোধনবাদী পথে চলার ঝোঁক তখন থেকেই শুরু, যদিও তিনি তখন পর্যন্ত স্তালিনের বিরুদ্ধে জনসমক্ষে প্রকাশ্যে কিছু বলার সাহস পাননি। কিন্তু, ১৯৫৬ সালের ২০তম কংগ্রেসের গোপন অধিবেশনে হঠাৎ খোলাখুলিভাবে স্তালিনের বিরুদ্ধে তিনি সত্য-মিথ্যা মিশিয়ে নানা অভিযোগ উত্থাপন করে বক্তব্য পেশ করেন। এইসব অভিযোগের অবাস্তবতা ছিল এই মাত্রায় যে, পশ্চিমী প্রতিক্রিয়াশীলরাও পর্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করে লিখেছেন যে, জোসেফ স্তালিন সম্পর্কে কমিউনিস্ট বিরোধী লেখকরা কখনও এমন কথা বলেননি যা সেই রাতে তাঁর উপর চাপানো তাঁর উত্তরাধিকারীর অভিযোগের সমান।

ক্রুশ্চেভ খুব সুকৌশলেই তাঁর শ্রমিকশ্রেণি ও বিপ্লববিরোধী সংশোধনবাদী পরিকল্পনাটি রূপায়িত করেছিলেন। বিংশতি কংগ্রেসের মূল রিপোর্টে কিছু কিছু ত্রুটি এবং সেসবের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার কথা উল্লেখ করলেও সেখানে তিনি স্তালিন-বিরোধী কিছু বলেননি। ব্যক্তি-পূজা সম্পর্কে শুধুমাত্র এইটুকুই বলা হয়েছিল 'কংগ্রেস মনে করে যে, কেন্দ্রীয় কমিটি ব্যক্তি পূজার (cult of individual) বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষেত্রে একেবারে সঠিক ছিল, যা পার্টি এবং জনসাধারণের ভূমিকাকে তাচ্ছিল্য করার, পার্টির যৌথ নেতৃত্বের ভূমিকাকে ছোট করার প্রবণতা এবং কর্মসূচি রূপায়নে তার কারণে যে ত্রুটি ঘটে তা যে কদাচিৎ ঘটে তা নয়।' কিন্তু কংগ্রেসের শেষ দিনে গোপন অধিবেশন আহ্বান করে সেখানে ব্যক্তি-পূজার প্রবণতাকে লড়াই করার নামে স্তালিনের বিরুদ্ধে অভিযোগের পাহাড় খাড়া করেন। সেই বিশেষ গোপন অধিবেশনে উপস্থিত থাকা সদস্য ছাড়া সাধারণ পার্টি সদস্যদের পক্ষে কিছু জানার উপায় ছিল না। কংগ্রেসের পরে কংগ্রেসের

রিপোর্ট হিসাবে সকলের অবগতির জন্য পার্টি-প্রেস যা প্রকাশ করেছিল তা ছিল একটি মোটামুটি নিরীহগোছের নথি যা ক্রুশ্চেভের ম্যারাথন বক্তৃতার শেষ কয়েকটি অনুচ্ছেদ থেকে তৈরি করা হয়েছিল। সর্বসাধারণ ও সাধারণ সদস্যদের জন্য প্রকাশিত প্রতিবেদনে 'ব্যক্তি-পূজা' এবং তার সাথে যুক্ত কিছু 'ভুল চিন্তা'-র পর্যালোচনা করার কথা বলা হয়েছিল, যদিও সেই ভুল চিন্তাগুলো কি তা নির্দিষ্ট করে বলা ছিল না। কংগ্রেসের কার্যক্রম সম্পর্কে যে বিবরণ তা ছিল অত্যন্ত পরিমিত ও নিরীহ শব্দচয়ন করে রচিত দলিল, যা পড়ে ভয়ঙ্কর কোন উদ্বেগের বা আশঙ্কার ইঙ্গিত দলের সাধারণ সদস্য এবং জনতার পক্ষে পাওয়া সম্ভব ছিল না। সকলের দেখার জন্য প্রকাশিত সেই লেখায় স্তালিনের নামও উল্লেখ করা ছিল না। ক্রুশ্চেভের সেই গোপন ভাষণের সামান্য কিছু প্রতিলিপি উচ্চস্তরের নেতাদের মধ্যে বিলি করা হয়েছিল, ৮০ লক্ষ সদস্যের কাছে গোপন ভাষণের বিষয়বস্তু অজানাই থেকে গিয়েছিল।

অন্যদিকে, বিংশতি কংগ্রেসের মূল রিপোর্টে কিন্তু ক্রুশ্চেভ 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান', 'শান্তিপূর্ণ পথে বিপ্লব', 'শান্তিপূর্ণ পথে পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তোরণ', 'শান্তির শক্তি বৃদ্ধি পাওয়ায় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সম্ভাবনা নেই' ইত্যাদি নানা আপসমুখী সংশোধনবাদী লাইনের কথা বলেন। এইসব প্রশ্নে দলের নেতৃত্ব ও সদস্যদের স্তরে তীব্র মতভেদ ছিল। কংগ্রেসের পর এইসব প্রশ্ন নিয়ে বলশেভিক পার্টিতে, সোভিয়েত সমাজে এবং কমিউনিস্ট বিশ্বে মহা-বিতর্ক ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু গোপন ভাষণে যেভাবে স্তালিনের বিরুদ্ধে ক্রিমিনাল পর্যায়ের অভিযোগ আনা হয়, তাতে নেতৃত্বের স্তরের স্তালিনের মতের অনুগামী সকলেই হত-বিহ্বল হয়ে পড়েন এবং তাদের অনেকের বিরুদ্ধেই স্তালিনের ক্রিমিনাল কাজের সহযোগী বলে অভিযোগ আনা হতে থাকে। তাদের অনেকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হতে থাকে, অনেককে তাদের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হতে থাকে। তাই দলের অভ্যন্তরে ক্রুশ্চেভের সংশোধনবাদী প্রবণতার বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করার পরিবর্তে তাঁরা অনেকে রক্ষণাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করতে বাধ্য হন। আবার, বিতর্কের কেন্দ্রে খুব স্বাভাবিকভাবেই স্তালিনের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের সত্যাসত্য প্রমাণই গুরুত্ব পায় এবং স্বাভাবিকভাবেই সেটাই বিতর্কের প্রধানতম বিষয় হয়ে ওঠে।

এইসব সত্ত্বেও ক্রুশ্চেভ যেভাবে চিত্রনাট্য রচনা করেছিলেন সেটা অনুসরণ করে ঘটনার বিস্তার লাভ করেনি। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বেশিরভাগ সদস্য এত সহজে সবকিছু মেনে নিতে রাজি ছিল না। দলের মধ্যে ক্রুশ্চেভের বিরোধিতা শুরু হয়। আবার, ১৯৫৬ সালের কংগ্রেস শেষ হবার পর থেকেই বক্তৃতাটি সমাজতান্ত্রিক শিবিরে এবং সারা বিশ্বের কমিউনিস্টদের মধ্যে আলোড়ন তোলে। কমরেড মাওয়ের নেতৃত্বে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি খুব দৃঢ়ভাবে ক্রুশ্চেভের শোধনবাদী লাইনের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে। ১৯৫৬ সালের ৫ এপ্রিল এবং ২৯ ডিসেম্বর 'পিপলস ডেইলি' পত্রিকায় যথাক্রমে 'On The Historical Experience Of The Dictatorship Of The Proletariat' এবং 'More On The Historical Experience Of The Dictatorship Of The Proletariat' শিরোনামে

দুইখানি সমালোচনামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করে। দুইখানি প্রবন্ধেই অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্তভাবে সোভিয়েত কংগ্রেসের সংশোধনবাদী ঝোঁকের কথা আলোচনা করা হয়েছে এমনভাবে যাতে সাধারণ পাঠকের কাছে আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের স্তরে মতভেদের বিষয়টি প্রকাশ্যে না আসে, কিন্তু সোভিয়েত নেতাদের কাছে বার্তাটি পৌঁছাতে পারে। দলের নেতৃত্বের স্তরের আলোচনাতেও কমরেড মাও সোভিয়েত নেতৃত্বের সংশোধনবাদী ঝোঁকের কথা বিশ্লেষণ করেন, যে সম্পর্কিত দলিল আমরা পরবর্তীকালে জানতে পেরেছি। সোভিয়েত নেতৃত্বকেও কমরেড মাও চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ক্রুশ্চেভের লাইনের বিরোধী অবস্থান সম্পর্কে জানান।

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মতামত বিশ্ব-সাম্যবাদী আন্দোলনে প্রভাব সৃষ্টি করছে এবং ক্রুশ্চেভ ও সোভিয়েত লাইনের বিরুদ্ধে অনেক দেশের কমিউনিস্ট পার্টি সোচ্চার হচ্ছে দেখে ৬০-এর দশকের গোড়ায় সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মতামতের সমালোচনা করে খোলা চিঠি প্রকাশ করে, যার কারণে সংশোধনবাদের প্রসঙ্গে চীন এবং সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে মতপার্থক্য প্রকাশ্যে চলে আসে। তখন চীনের কমিউনিস্ট পার্টি তাদের দুই দলের মধ্যে বিতর্কের কালানুক্রমিক দলিল প্রকাশ করে। এই দলিল প্রকাশের পরই বুঝা যায় যে, চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এবং কমরেড মাও সম্মেলন শেষ হওয়ার সাথে সাথেই ক্রুশ্চেভের লাইনকে সংশোধনবাদী প্রবণতা বলে মনে করেছিল এবং দুই দলের নেতৃত্বের স্তরে আলোচনায় সেই সব যুক্তি বিভিন্ন সময়ে তুলে ধরা হয়। কিন্তু, বিংশতি কংগ্রেসের পরেই দুই প্রধান সমাজতান্ত্রিক দেশের মধ্যে মতপার্থক্যের কথা প্রকাশ্যে এলে যেহেতু আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হওয়ার সম্ভাবনা ছিল এবং সাম্রাজ্যবাদী শিবির সেই মতপার্থক্যকে তুলে ধরে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের মাঝে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে তাকে দুর্বল করার সুযোগ পেতো, তাই চীনের কমিউনিস্ট পার্টি সেই সময় প্রকাশ্যে সোভিয়েত নেতৃত্বের সমালোচনা করেনি। সেটাই ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। কারণ, তখনও পর্যন্ত লেনিন ও স্তালিনের নেতৃত্বের ঐতিহ্যধারী সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতৃত্বের কেন্দ্র বলে সকলের কাছে স্বীকৃত ছিল। তাই, চীনের পার্টির তখনই প্রকাশ্য বিরোধিতা না করার যৌক্তিকতা বুঝতে কারোরই অসুবিধা হওয়া উচিত নয়। কারণ সাম্যবাদী আন্দোলনের অভ্যন্তরে মতপার্থক্য দেখা দিলেই আন্দোলনের স্বার্থে তা তখনই প্রকাশ্যে না এনে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসায় আসা স্বাভাবিক রীতি।

চীন ও আলবেনিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি প্রথম থেকেই ক্রুশ্চেভের সংশোধনবাদী অবস্থানের বিপরীতে যেমন অবস্থান নিয়েছিল, তেমনই সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেতরেও নানা প্রশ্ন উঠেছিল। এর বাইরেও, সারা বিশ্বে গোপন বক্তৃতার পরমুহূর্তেই ক্রুশ্চেভের বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করে তাঁর অবস্থানকে সংশোধনবাদী আখ্যা দিয়েছিল কোন কোন দল এবং কোন কোন নেতা। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কমিউনিস্ট লীগ কর্তৃক প্রকাশিত 'টার্নিং পয়েন্ট' প্রকাশনা ১৯৫৬ সাল থেকেই ক্রুশ্চেভের সংশোধনবাদী ও সুবিধাবাদী আক্রমণের

বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এবং কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করে। বিংশতি কংগ্রেস শেষ হয় ২৫ ফেব্রুয়ারি, আর কমিউনিস্ট লিগের মুখপত্রে ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসে (Volume IX, No 3) 'Against the Revisionism of the 20th CPSU Congress' এবং এই পত্রিকাতেই এপ্রিল মাসে (Volume IX, No. 4-5) প্রকাশিত হয় 'Proletarian Revolution and Renegade Khrushchev (In Defense of Stalin)'। আয়ারল্যান্ডের কমিউনিস্ট পার্টির (CPI) নেতা নীল গোল্ড (Neil Goold) ১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাসেই গোপন বক্তৃতার সংশোধনবাদী-সুবিধাবাদী প্রবণতাকে তীব্র সমালোচনা করে 'The Twentieth Congress and After' শিরোনামে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। বিজয় সিং-এর প্রবন্ধ থেকে জানা যাচ্ছে যে, ভারতেও ২০তম কংগ্রেসের পরে আবদুল মোমিন, পরিমল দাশগুপ্ত এবং মনি গুহ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। বিংশতি কংগ্রেসের সংশোধনবাদী প্রবণতাকে চিহ্নিত করা এবং সেই প্রসঙ্গের আলোচনার সূত্রপাতের প্রেক্ষাপটে অবশ্য 'টার্নিং পয়েন্ট'-এ প্রকাশিত প্রবন্ধ দুইটির সাথে নীল গোল্ড এবং মনি গুহের নিবন্ধগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই কারণে সবগুলো নিবন্ধই ১৯৫৬ সালের জুন মাসে 'নিউ ইয়র্ক টাইমস'-এ ক্রুশ্চেভের 'সিক্রেট স্পিচ' প্রকাশের আগেই প্রকাশিত হয়েছিল। এই কথাগুলো এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা এই কারণেই গুরুত্বপূর্ণ যে, সোভিয়েত নেতৃত্বের এই সংশোধনবাদী পথে চলার কারণে যে সোভিয়েতে পুঁজিবাদের প্রত্যাবর্তন হতে পারে তা কমিউনিস্ট আন্দোলনের অনেকেই অনুমান করেছিলেন এবং সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের পতনের উপাদান এই ঘটনার মধ্যেই নিহিত ছিল।

কিন্তু দলীয় স্তরে চীন ও আলবেনিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির সমালোচনা যে ক্রুশ্চেভ নেতৃত্বের উপর চাপ সৃষ্টি করেছিল তার প্রমাণ হলো সাম্যবাদী শিবিরের বিভিন্ন দেশের দলকে নিয়ে ১২ পার্টির এবং ৮১ পার্টির সম্মেলন আহ্বান করা। এইভাবে ঘরে এবং বাইরে ক্রুশ্চেভের অবস্থান যখন ক্রমাগত বিরোধিতার সম্মুখীন হয় তখন বছরের শেষের দিকে একবার তিনি সম্পূর্ণ পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হন। কৌশলগত হলেও তিনি স্তালিনের পক্ষে বক্তৃতা দিতে বাধ্য হন। ১৮ জুন, ১৯৫৭ তারিখে প্রেসিডিয়াম তাকে দলীয় নেতৃত্ব থেকে অপসারণের পক্ষে ভোট দেয়। তবে ২২ জুন মার্শাল ঝুকভ এবং লাল ফৌজের বিমান বাহিনীর সমর্থনে তিনি নেতৃত্বে ফিরে আসেন। স্তালিনবিরোধী শোধনবাদী চিন্তাধারা বিজয় লাভ করে এবং ক্রুশ্চেভ ক্ষমতায় চলে আসে। আশ্চর্য্যজনক যে, দলের মত ও পথকে কেন্দ্র করে যখন নেতৃত্বের মধ্যে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে, তখন কোনভাবেই এই সমস্ত নীতিগত ও তত্ত্বগত প্রশ্নগুলো প্রকাশ্যে জনসাধারণের স্তরে বা এমনকি বলশেভিক দলের সকল সদস্যদের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়নি, তাদেরকে এই বিতর্কে সংযুক্তই করা হয়নি। হয়ত ভয় ছিল যে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বিরোধের সুযোগ নিয়ে সমাজতন্ত্রের ক্ষতি করবে, কিন্তু তখনও পর্যন্ত স্তালিনের নীতির পক্ষে যাঁরা লড়াই করছিলেন, সেইটাই হয়ত একমাত্র রক্ষাকবচ হতে পারত। যাই হোক, তখন প্রকাশ্যে না আনার কারণে বিরোধের কেন্দ্রে যে তত্ত্বগত বা নীতিগত প্রশ্ন ছিল সেই বিষয়টি আড়ালে চলে গেছে এবং প্রশ্নগুলোও আলোচনার বৃত্তের বাইরে থেকে গেছে। প্রশ্নগুলো আড়ালে চলে যাওয়ার সুযোগ

ঘটেছে বলে পরবর্তী সময়ে বুর্জোয়াদের প্রচারে সকলের কাছে এই বিতর্ক প্রতিভাত হয়েছে নেতাদের মধ্যে ব্যক্তিগত রেষারেষি, ইগোর লড়াই বা ক্ষমতা কুক্ষিগত করার লড়াই হিসেবে। এই চিত্র কমিউনিস্ট পার্টি ও তার নেতৃত্বের সাধারণ চরিত্র সম্পর্কে একটা নেতিবাচক ধারণা জনমনে বিশ্বজুড়ে তৈরি হয়েছে। মার্টিন নিকোলাউস, মার্কসের Grundrisse-এর অনুবাদক, লিখেছেন,

> 'কার্যত এই দ্বন্দ্বের পুরো খেলাটাই সোভিয়েত সুপারস্ট্রাকচারের সর্বোচ্চ স্তরের মানুষের বরং একটি সংকীর্ণ বৃত্তের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল। যদিও ক্রুশ্চেভের বিরোধীরা স্পষ্টতই সোভিয়েতের সর্বস্তরের জনগণের (masses of the Soviet people) কাছে বিষয়গুলি নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবেনি-এটি অবশ্যই তাদের জন্য হয়েছিল সর্বনাশা দুর্বলতা-অন্যদিকে ক্রুশ্চেভের সমর্থকরা, তাদের পক্ষ থেকে, সোভিয়েত জনগণকে অন্ধকারে রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল।' (Nicolaus, 1975, 63)

ক্রুশ্চেভের নেতৃত্বাধীন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের সংশোধনবাদী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের সংগ্রাম প্রসঙ্গে আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ এবং উপলব্ধির কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন বলে মনে করি। এই কথা সত্য যে, বিংশতি কংগ্রেসে ক্রুশ্চেভের ভাষণের সাথে সাথেই চীন, আলবেনিয়া এবং আমেরিকান কমিউনিস্ট নেতৃত্ব সোভিয়েত নেতৃত্বের সিদ্ধান্তকে সংশোধনবাদী বিচ্যুতি বলে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছিল। এই কথাও সত্য যে, প্রাথমিক পর্যায়ে কমরেড মাওয়ের নেতৃত্বে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি অন্যান্য দেশের কমিউনিস্ট পার্টিকে সঙ্গে নিয়ে বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনে একটি মতবাদিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। আমরা উল্লেখ করেছি যে, এই প্রবল প্রতিরোধের মুখেই ১২ পার্টি এবং ৮১ পার্টির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু সত্তরের দশকের সূচনা থেকে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি সোভিয়েত রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে 'সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ' বলে চিহ্নিত করে এবং তাদের সেই মত প্রকাশ্যে প্রচার করতে শুরু করে।

আমরা জানি, এমন একটি শব্দবন্ধ মার্কসবাদী সাহিত্যে সম্পূর্ণ নতুন ছিল না, লেনিন সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি প্রেক্ষিতে সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটদের মতাদর্শের সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন যে, 'বর্তমান সময়ের তথাকথিত, জার্মানির "সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক" পার্টির নেতাদের ন্যায়সঙ্গতভাবে "সোশ্যাল-ইমপিরিয়ালিস্ট" বলা হয়, অর্থাৎ কথায় সমাজতন্ত্রী এবং কাজে সাম্রাজ্যবাদী;'। কিন্তু বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র—যার সাম্যবাদী আন্দোলনে এত অবদান আছে, সমাজতন্ত্র নির্মাণে এত সফলতা আছে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্টদের উপর যার দৃঢ় প্রভাব আছে—সেইরকম একটি দল ও তাদের নেতৃত্বে পরিচালিত একটি রাষ্ট্রের চরিত্রকে এই নামে চিহ্নিত করার আগে তার তাৎপর্য সম্পর্কে যথাযথ মার্কসীয় ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ অন্যান্য দেশের কমিউনিস্ট পার্টির কাছে পরিষ্কার করার প্রয়োজন ছিল।

এই নতুন অভিধায় চিহ্নিত করে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি সেই সময় যা বুঝাতে চেয়েছিল তাহলো যে, একসময় সর্বহারা শ্রেণি দ্বারা শাসিত সোভিয়েত ইউনিয়ন তখন একচেটিয়া পুঁজিবাদী শ্রেণির শাসনের অধীনে চলে গেছে এবং সমাজতন্ত্রের পরিবর্তে রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় পুঁজিবাদ সম্পূর্ণরূপে প্রতিস্থাপিত হয়েছে। তাদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী সোভিয়েত ইউনিয়ন দেশে পুঁজিবাদী ফ্যাসিবাদী এবং বিদেশে সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদী অর্থাৎ কথায় সমাজতান্ত্রিক কিন্তু বাস্তবে কাজে সাম্রাজ্যবাদী। সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বের আধিপত্যের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে একটি পরাশক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। এই ব্যাখ্যার ভিত্তিতে তাঁরা সিদ্ধান্ত করলেন যে, বিশ্বের সর্বত্র সোভিয়েত সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ জনগণের শত্রু। এমন একটি সিদ্ধান্ত সেই সময়ে ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বিশ্ব পরিস্থিতি বুঝার জন্য দেশে দেশে সমস্ত কমিউনিস্ট পার্টির কাছেই সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রকৃতি সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তে আসা হয়ে উঠল প্রধান বিষয় এবং বাধ্যতামূলক। প্রশ্ন দেখা দিল, সোভিয়েত ইউনিয়নকে কী জাতীয় স্বাধীনতা, জাতীয় মুক্তি ও বিপ্লবের মিত্র হিসাবে বিবেচনা করা যাবে, নাকি শ্রমিক আন্দোলনের শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করে সেই অনুযায়ী রণনীতি ও রণকৌশল বিনির্মাণ করতে হবে? বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টি কী সর্বহারা বা শ্রমিক শ্রেণির কাছে সোভিয়েত ইউনিয়নকে সমাজতন্ত্রের উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরবে, নাকি ফ্যাসিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তি হিসেবে শ্রমিকশ্রেণির শত্রু হিসাবে তুলে ধরবে?

আমরা মনে করি, প্রকাশ্যে ঘোষণা করার আগে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলোর সাথে আলোচনার মাধ্যমে ঐকমত্য গঠন করে এই সম্পর্কিত বিশ্লেষণ প্রকাশ করা গেলে হয়ত বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনে অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত বিভাজন এড়িয়ে যাওয়া যেতো এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে যে সংশোধনবাদ বিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তা অনেক বেশি শক্তিশালী ও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারত। কিন্তু ঘোষণার আগে কোনো দেশের কমিউনিস্ট পার্টির কাছেই যেহেতু এই ধারণার যৌক্তিকতা ও তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা হয়নি, বা তা নিয়ে ঘোষণার পূর্বে আন্তর্জাতিক স্তরে আলোচনা করা হয়নি, স্বাভাবিকভাবেই সোভিয়েত রাষ্ট্র সম্পর্কে এই ধারণা নিয়ে বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের মধ্যেই বিভ্রান্তি, মতভেদ ইত্যাদি মাথা চাড়া দিল। তাছাড়া বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের পথিকৃৎ একটি ঐতিহ্যশালী দলের নেতৃত্বাধীন সমাজতান্ত্রিক দেশকে 'সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ' বলে চিহ্নিত করলে তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কৌশল কী হবে, সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সাথে অপরাপর দেশের বিভিন্ন পার্টির সম্পর্ক কী হবে তা নিয়েও মতভেদ দেখা দিল। এক কথায় বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনে সংশোধনবাদ বিরোধী আন্দোলন–প্রায়োগিক এবং তাত্ত্বিক উভয় দিক থেকেই দুর্বল হয়ে পড়ে। বলতে গেলে এর দ্বারা সার্বিকভাবে বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলন তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিভ্রান্তি-বিভ্রাটে পড়ে দুর্বলই হয়েছিল। সংশোধনবাদ বিরোধী আন্দোলনও শক্তিশালী হয়নি। বরং যে বিভ্রান্তি ও তত্ত্বগত সংকট ডেকে এনেছিল তার পরিসমাপ্তি আজও ঘটেনি।

স্তালিন প্রসঙ্গ : নতুন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযোগের পুনর্মূল্যায়ন

ব্যক্তি-পুজা প্রসঙ্গ

বিংশতি কংগ্রেসে ক্রুশ্চেভের নেতৃত্বে সংশোধনবাদীরা ক্ষমতা দখলের পর যে যে নীতি ও পন্থা গ্রহণ করেছিলেন সেই আলোচনা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তার মধ্যেই নিহিত আছে সমাজতন্ত্রের পতনের মূল কারণ। আমরা বিশ্লেষণ করে দেখানোর চেষ্টা করব যে, সেই সব নীতি কেন এবং কীভাবে সমাজতন্ত্রের ধ্বংসের কারণ হয়েছিল, কীভাবে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কের মূল অর্থনৈতিক ভিত্তিকে ধ্বংস করেছিল। কিন্তু তার আগে আমরা উল্লেখ করতে চাই যে, ক্রুশ্চেভ ও তার দোসররা স্তালিনের বিরুদ্ধে যে ব্যক্তিপূজার (personality cult) অভিযোগ এনেছিল, তথাকথিত লেনিনের 'উইল' নিয়ে যে মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়েছিল, তথাকথিত রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে নির্মূল করতে অসংখ্য 'গুলাগ'-এর বানোয়াট গল্প তৈরি করেছিল সেইগুলোর সত্যাসত্য বিচার-বিশ্লেষণ। কারণ, সেই সব অভিযোগকে সামনে রেখে তাঁরা 'ডি-স্ট্যালিনাইজেশন'-এর কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের স্তালিন সম্পর্কে অবিরাম মিথ্যাপ্রচারের সাথে সংশোধনবাদীদের স্তালিনের বিরুদ্ধে এইসব অভিযোগ বিশ্বজুড়ে এমন একটা ধারণার জন্ম দিয়েছে যে, স্তালিনের স্বৈরাচারী ভূমিকাই বুঝি সমাজতন্ত্র পতনের কারণ। তাই এইসব প্রসঙ্গে বর্তমান সময়ে রাশিয়ার আর্কাইভ থেকে উন্মোচিত কিছু ঐতিহাসিক তথ্য উপস্থিত করে সর্বাগ্রে এইটি প্রতিষ্ঠা করা জরুরি যে, স্তালিনের বিরুদ্ধে করা এইসব অভিযোগের অধিকাংশই ছিল মিথ্যা, অর্ধসত্য, বিকৃত অথবা প্রেক্ষিত থেকে বিচ্ছিন্ন করে উপস্থাপিত করা।

বিশ্বের সর্বত্র কমিউনিস্ট বিরোধী শিবিরের পক্ষ থেকে এই ব্যক্তি-পূজাকে কেন্দ্র করে স্তালিন এবং সমাজতন্ত্র ও কমিউনিস্ট ভাবধারা অনুসারী মানুষদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি আক্রমণ করা হয়। স্তালিনকে তুলে ধরা হয় একজন স্বৈরাচারী শাসক হিসাবে। বিষয় হলো সোভিয়েতের জনগণ যে স্তালিনের স্তুতি করতেন তা কি সবটাই পরিকল্পিতভাবে তৈরি করা লোক-দেখানো ছিল? স্তালিনের এই সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া কী ছিল? সাম্রাজ্যবাদীদের বিকৃত, ভ্রান্ত, অতিরঞ্জিত, দুরভিসন্ধিমূলক অপপ্রচারের বাইরেও বুর্জোয়া দুনিয়াতেই যে সব তথ্য বা সাক্ষ্য আছে সেসব আমরা বিচার করে দেখব।

এই বিষয়ে লায়ন ফিউচৎওয়াঙ্গারের (Lion Feuchtwanger) বই আমাদের বেশ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে সাহায্য করতে পারে। লায়ন ফিউচৎওয়াঙ্গার ছিলেন একজন জার্মান ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার এবং সম্ভবত তিনি প্রথম ব্যক্তি যিনি নাৎসিবাদের কড়া সমালোচনা করেছিলেন গত শতাব্দীর বিশ এর দশকের সূচনাতেই, যদিও তিনি কমিউনিস্ট মতধারার সমর্থক ছিলেন না। তিনি ছিলেন ওয়াইমার জার্মানির সাহিত্য জগতের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এবং বুর্জোয়াদের উদার গণতান্ত্রিক মতধারায় বিশ্বাসী। তাঁর সাহিত্যকৃতি নাট্যকার বার্টোল্ট ব্রেখটসহ সমসাময়িক অনেক প্রগতিশীল মানুষের ভাবনাকে প্রভাবিত করেছিল। তিনি ফ্রান্সে নাৎসিদের হাতে ধরা পড়ে বন্দিক্যাম্পে ছিলেন, কিন্তু একসময় পালিয়ে স্পেন

হয়ে আমেরিকায় চলে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। নাৎসিদের হাতে ধরা পড়ার আগে, ১৯৩৭ সালে, তিনি মস্কো পরিভ্রমণে গিয়েছিলেন এবং ১০ সপ্তাহ ভ্রমণের শেষে একটি বই লেখেন–যার শিরোনাম ছিল 'মস্কো, ১৯৩৭'। তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন, বহু সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলেছেন, সিনেমা-থিয়েটার দেখেছেন এবং সেই সময় স্তালিনের সাথেও দেখা করে তাকে নানা রকম প্রশ্ন করে তাঁর মতামত নিয়েছেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে স্তালিনের স্তুতি সম্পর্কে তিনি কী দেখেছিলেন এবং কী উপলব্ধি করেছিলেন সেটা প্রথমে জেনে নেয়া যাক।

> 'সোভিয়েত ইউনিয়নে ঘুরতে আসা একজন বিদেশির কাছে যে সব বিষয় সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে তার মধ্যে অন্যতম হলো স্তালিনের স্তুতি (Stalin-worship), তাঁর সম্পর্কে জনগণের তৈরি করা ভাবমূর্তি। সারা দেশে, উপযুক্ত এবং অনুপযুক্ত জায়গায়, স্তালিনের বিশাল মূর্তি বা প্রতিকৃতি চোখে পড়বে। যদি কারো কোনও বক্তৃতা শোনার সুযোগ হয়, শুধুমাত্র রাজনৈতিক নয়, যে কোনও শৈল্পিক এবং বৈজ্ঞানিক বিষয়ের উপর বক্তৃতাতেও, স্তালিনের গৌরব জুড়ে দেওয়া হয় এবং প্রায়শই এই ব্যক্তিস্তুতি স্বাভাবিক থাকে না।
>
> যেমন, স্থাপত্য প্রদর্শনীর বিভিন্ন কক্ষে যে আবক্ষ মূর্তিগুলি রাখা আছে, ইতিমধ্যে আমি যেগুলোর প্রশংসা করেছি তা সম্পূর্ণ অর্থহীন নয়, কারণ স্তালিন নিজেই মস্কোর সম্পূর্ণ পুনর্গঠন প্রকল্পের অন্যতম জনক। কিন্তু মস্কো রেমব্রান্ট প্রদর্শনী (Moscow Rembrandt Exhibition), যা অন্যথায় অতি রুচিশীলভাবে সাজানো হয়েছে, সেখানে স্তালিনের বিশাল, শৈল্পিক বিচারে কুৎসিত আবক্ষ মূর্তিটি দেখা একেবারেই কষ্টকর। এবং আমি হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম যখন "সোভিয়েত নাটকের কৌশল" এর উপর খুবই বুদ্ধিমান এবং সংযত একজন বক্তার একটি বক্তৃতা আমি শুনছিলাম, হঠাৎ তিনি স্তালিনের গুণাবলির প্রশংসার একটি দুর্দান্ত গান গেয়ে উঠেছিলেন।
>
> কোন সন্দেহ নেই যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই ব্যক্তিস্তুতি আন্তরিকভাবেই খাঁটি। কারণ জনতা তাঁর প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতা ও অসীম শ্রদ্ধা প্রকাশ করার প্রয়োজন অনুভব করে। তাঁরা সত্যি বিশ্বাস করে যে, তাঁরা আজ যা হয়ে উঠেছেন এবং তাদের যা কিছু আছে সবকিছুর জন্য তাঁরা স্তালিনের কাছে ঋণী এবং এই স্তালিন-স্তুতি আমাদের মতো পশ্চিমের মানুষের কাছে যতই অসঙ্গতিপূর্ণ এবং কখনও কখনও বিরক্তিকর মনে হোক না কেন, কোথাও আমি ন্যূনতম এমন কিছু খুঁজে পাইনি যা প্রমাণ করে এই উচ্ছ্বাস কৃত্রিম বা বানানো। বরং এটি অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের অর্জিত সাফল্যের পাশাপাশি আপন নিয়মে জৈবিক অঙ্গের মতো বেড়ে উঠেছে। জনতা তাদের রুটি এবং মাংস, তাদের শৃঙ্খলা, তাদের শিক্ষা এবং কল্যাণকর সমৃদ্ধি সৃষ্টির জন্য স্তালিনের কাছে কৃতজ্ঞ। পরিস্থিতির

সুস্পষ্ট উন্নতির জন্য তাঁরা অবশ্যই অন্তর থেকেই চায় যে, যেন কারো প্রতি তাঁরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে এবং সেক্ষেত্রে কোনো বিমূর্ততাই তাদের কাছে যথেষ্ট গ্রহণীয় মনে হয় না; তাঁরা একটি বিমূর্ত "কমিউনিজম" এর প্রতি কৃতজ্ঞ নয়, বরং তাঁরা কৃতজ্ঞ একজন বাস্তব মানুষের কাছে, যিনি স্তালিন। একজন রাশিয়ান তাঁর বক্তৃতা এবং তাঁর অঙ্গভঙ্গিতে স্তালিন সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে চায় এবং তাঁর হৃদয় থেকে উৎসারিত উচ্ছ্বাস ঢেলে দেওয়ার সুযোগ পেয়ে সে আনন্দিত হয়। এই অত্যধিক শ্রদ্ধার উদ্দেশ্য সম্ভবত একজন ব্যক্তি স্তালিনের জন্য ততটা নয়, যতটা দৃশ্যত সফল অর্থনৈতিক নির্মাণের প্রতিনিধির জন্য। লোকেরা যখন বলে, "স্তালিন", তাদের মনের পিছনে থাকে সমৃদ্ধির বৃদ্ধি এবং সংস্কৃতির বৃদ্ধি। যখন জনতা বলে, "আমরা স্তালিনকে ভালোবাসি", তখন এটিই হলো সবচেয়ে সহজ এবং সবচেয়ে স্বাভাবিক অভিব্যক্তি যার মাধ্যমে তাঁরা তাদের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, সমাজতন্ত্র এবং শাসন ব্যবস্থাকে স্বেচ্ছায় বরণ করে নেওয়াকে প্রকাশ করতে পারে।

তাছাড়া স্তালিন জনগণের কাছে একজন রক্ত-মাংসের মানুষ। তিনি মুচির কাজ করতেন এমন একজন কৃষকের ছেলে এবং তিনি শ্রমিক ও কৃষকদের সাথে তাঁর সেই আত্মীয়তা রক্ষা করেই চলেন। তাঁর সম্পর্কে বলা যেতে পারে, আমার পরিচিত যে কোনও রাষ্ট্রনায়কের চেয়ে একথা আরও বেশি সত্য যে, তিনি জনগণের ভাষায় কথা বলেন। তাকে অবশ্যই এমন বক্তা বলা যাবে না যাকে সবাই উঁচুদরের বাগ্মী বলে। তিনি দ্বিধাগ্রস্তভাবে কথা বলেন, একেবারেই প্রতিভার ভাস্বরে চমকে দেওয়ার মতো উজ্জ্বল নয়, বরং সুরহীনভাবে, যেন বক্তৃতা করা তাঁর কাছে সমস্যাজনক। তাঁর যুক্তিগুলি ধীরে ধীরে আসে : যুক্তিগুলি জনতার গভীর সাধারণ জ্ঞানের প্রতি আবেদন করে যাঁরা একটি জিনিস পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে উপলব্ধি করতে চায়, কিন্তু খুব দ্রুত নয়। কিন্তু, সর্বোপরি, স্তালিনের রসবোধ আছে–যে রসবোধ পরিস্থিতির সঙ্গে মানানসই, বুদ্ধিদীপ্ত, সুখকর, কখনো বা চাষার নিষ্ঠুর রসবোধ। তার বক্তৃতায় তিনি জনপ্রিয় রাশিয়ান লেখকদের হাস্যকর উপাখ্যান উদ্ধৃত করতে পছন্দ করেন; তিনি এই উপাখ্যানগুলি পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করেন এবং ব্যবহারিক প্রয়োগটি দেখিয়ে দেন। তাঁর বক্তৃতার কিছু অংশ পুরানো দিনের ক্যালেন্ডারে লেখা বাণী পড়ার মতো মনে হয়। স্তালিন যখন তাঁর বক্তব্য রাখেন, স্বস্তিকর হাসি দিয়ে, তাঁর তর্জনী দিয়ে ইশারা করে কথা বলেন, তখন তিনি অন্যান্য বক্তাদের মতো নিজের এবং তার শ্রোতাদের মধ্যে একটি দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর তৈরি করেন না; যখন তাঁরা তার নিচে বসে থাকে তখন তিনি প্ল্যাটফর্মে হুকুমদাতার ভঙ্গিতে দাঁড়ান না-বরং খুব শীঘ্রই তাঁর এবং তাঁর শ্রোতাদের মধ্যে একটি মৈত্রীর বন্ধন, একটি

> ঘনিষ্ঠতার আবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। বক্তা এবং শ্রোতা-উভয় পক্ষই একই ধাতুতে গড়া বলে, যুক্তির প্রতি সংবেদনশীল বলে, দুই পক্ষই একই সাধারণ গল্পে আনন্দের সাথে হেসে ওঠে।' (ফিউচৎওয়াঙ্গার, ১৯৩৭, ৮৫-৮৮)

শুধু ফিউচৎওয়াঙ্গারের লেখায় নয়, নিউইয়র্ক টাইমসের সংবাদদাতা ওয়াল্টার ডুরেন্টির সাথে কথোপকথনে, লেখক এইচ জি ওয়েলস এবং মার্কিন রাষ্ট্রদূত জোসেফ ডেভিস প্রমুখ যাঁরা তাঁর সাক্ষাতকার গ্রহণ করেছেন তাদের প্রত্যকের লেখাতেও তাকে 'একজন সোজা কথা বলার, বিচক্ষণ এবং বিনয়ী মানুষ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে. যেমন বলা হয়েছে,

> 'তাঁর সম্পর্কে যে জনপ্রিয় প্রশংসা করা হতো তাকে তিনি পছন্দ করতেন না, কিন্তু এটিকে তিনি একটি পিছিয়ে পড়া জনসাধারণের জন্য একটি প্রয়োজনীয় ছাড় হিসাবে গ্রহণ করতেন; তিনি একজন হিংস্র বিপ্লবীর চেয়ে বরং বাস্তব রাজনীতিবিদ বেশি ছিলেন। অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে ওয়েলস বলেছেন "আমি এর চেয়ে আন্তরিক, ভদ্র এবং সৎ একজন মানুষের সাথে কখনও দেখা করিনি", (তিনি 'এক ধরনের ব্লুবিয়ার্ড' আশা করেছিলেন)। যতক্ষণ না স্তালিন স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠলেন, ততক্ষণ পর্যন্ত ওয়েলসের কাছে তাকে প্রায় লাজুক মনে হচ্ছিল। তার সম্পর্কে অন্ধকার এবং অশুভ কিছু নেই। আমি তাকে দেখার আগে ভেবেছিলাম যে, তিনি হয়ত যে পদে আছেন সেখানে থাকতে পারছেন কারণ লোকেরা তাকে ভয় পায়, কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম যে, তিনি এই পদে আছেন কারণ তাকে কেউ ভয় পায় না এবং সবাই তাকে বিশ্বাস করে। . . জর্জিয়ানদের মধ্যে যে ধূর্ততা এবং চাতুরী থাকে সেইসব বিন্দুমাত্র তাঁর মধ্যে নেই।' (ফিটজপ্যাট্রিক, ২০১৫, ৯৫)

এই আলোচনা থেকে সোভিয়েতে স্তালিনের ব্যক্তিপূজার বাস্তবতা এবং তার উৎসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান প্রেক্ষিত বুঝা যায়। যে প্রেক্ষিত থেকে বুঝা যায় যে, বৃহত্তর সর্বহারা জনতার মাঝে ব্যক্তি-স্তালিনের প্রতি আবেগ, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা পরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলা নয়। সোভিয়েত সর্বহারাশ্রেণির মাঝে সেটা কৃত্রিম ছিল না। ফিউচৎওয়াঙ্গারের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে স্তালিন নিজেই সাধারণ মানুষ তাকে নিয়ে যে উচ্ছ্বাস দেখায় তার সামাজিক কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে, এমন প্রবণতার কারণ হলো অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া গ্রামীণ সামন্ত সংস্কৃতির প্রভাব। কিন্তু, সামাজিক-সাংস্কৃতিক বাস্তবতার কারণে এই স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত উৎস ব্যতীত দ্বিতীয় একটি উৎসও ছিল। এই উৎসের সঙ্গে যুক্ত ছিল ট্রটস্কিপন্থিসহ সকল বিরোধীরা। এই বিষয়ে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ রয়েছে যে, স্তালিন বিরোধীরা নিজেরাই স্তালিন 'কাল্ট' শুরু করেছিল বা এতে সাগ্রহে অংশগ্রহণ করেছিল তাদের বিরোধী কার্যকলাপের আড়াল হিসাবে। 'বুখারিন ট্রায়াল'-এ অভিযুক্তদের সঙ্গে মুখোমুখি বসিয়ে জেরার সময় বুখারিন স্বীকার করেছিলেন যে, যে

সমস্ত স্তালিনবিরোধীরা 'ইজভেস্টিয়া' কাগজে কাজ করতেন তিনি তাদেরকে অতিরিক্ত প্রশংসাসহ স্তালিনকে উল্লেখ করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন এবং নিজেই প্রথম 'কাল্ট' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। এরাই পরিকল্পিতভাবে নিজেদের স্তালিনবিরোধী আসল পরিচয় গোপন করতে অজস্র প্রশংসা বর্ষণ করত।

এক্ষেত্রে স্মরণে রাখলে ভালো হবে যে, ১৯৫৩ সালে স্তালিনের মৃত্যুর পর তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক ম্যালেনকভ ব্যক্তি পূজার ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনাম ডাকার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। নিজের এবং সহকর্মীদের দোষ স্বীকার করার সততা দেখিয়ে তিনি তাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে, ব্যক্তি পূজার বিরুদ্ধে স্তালিন তাদের বারবার সতর্ক করা সত্ত্বেও তাতে কোন কাজ হয়নি। এই বিশেষ প্লেনাম কখনও ডাকা হয়নি। যদি ডাকা হতো, তবে বিংশতি কংগ্রেসে গোপন অধিবেশনে ব্যক্তি পূজার সমস্ত দায় স্তালিনের উপর চাপিয়ে দেওয়া সম্ভব হতো না। একটা সমস্যাকে ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত ও বিদ্যমান বাস্তবতায় বিচার করে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ ও সংশোধনের বিজ্ঞানসম্মত পথ গ্রহণের পথেই সোভিয়েত পার্টি হয়ত চলত। সৎ উদ্দেশ্য, বিপ্লবী নিষ্ঠা ও কমিউনিস্ট নৈতিকতাবোধের একটা মান থাকলে ক্রুশ্চেভের প্রথমেই আত্মসমালোচনা করা দরকার ছিল এবং দলের প্লেনাম ডাকতে তিনি সম্মত হতেন। তবে তিনি ভয় পেয়েছিলেন যে, প্লেনাম ডাকলে ভিন্ন প্রেক্ষিতে ভিন্ন কারণে ভিন্ন আরেকটি উৎসও যে ব্যক্তি-পূজার ছিল তা প্রকাশ পেয়ে যেত এবং তাদের দীর্ঘদিনের পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র প্রকাশ্যে এসে পড়ত।

রয় মেদভেদেভের নাম অনেকেই শুনেছেন, সোভিয়েতের স্তালিন পর্বের ইতিহাস যিনি লিখেছেন এবং যিনি ভয়ঙ্কর রকমের স্তালিন বিরোধী বলে জগতে বিখ্যাত। তিনি তাঁর 'Let History Judge' বইতে উল্লেখ করেছেন যে, বিংশতি কংগ্রেসের পরে যাঁরা হয়ে উঠেছিলেন স্তালিনের ব্যক্তিপূজার ভয়ঙ্কর বিরোধী তাদেরই হাত ধরে অযাচিত ব্যক্তি-পূজার সূচনা হয়েছিল। অশিষ্টভাবে স্তালিনের ভাবমূর্তি নির্মাণ করতে যাঁরা নেমে পড়েছিলেন তাদের উদ্দেশ্য সৎ ছিল না এবং সাধারণ শ্রমজীবী জনতার যে স্বতঃস্ফূর্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অভিব্যক্তির কথা আমরা উপরে শুনলাম তার সাথে কোন সম্পর্ক ছিল না। মেদভেদেভ তাঁর বইতে আমাদের যা জানিয়েছেন তা খুবই প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন,

> '১৯৩৪ সালের "প্রাভদা"-এর প্রথম সংখ্যায় স্তালিন সম্পর্কে স্তূপীকৃত প্রশংসায় ভরা দুই পৃষ্ঠা জুড়ে কার্ল রাদেকের লেখা একটি বিশাল প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। যে রাদেক একজন প্রাক্তন ট্রটস্কাইট হিসাবে বহু বছর ধরে স্তালিনের সক্রিয় বিরোধিতার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তিনি সেই লেখায় তাকে "লেনিনের সেরা ছাত্র, লেনিনবাদী পার্টির মডেল..." ইত্যাদি বলে উল্লেখ করেন। মনে হয় পত্রিকায় প্রকাশিত বিশেষভাবে স্তালিনের প্রতি নিবেদিত এইটি প্রথম বৃহৎ প্রবন্ধ।'

তেমনি, ১৯৫৬ সালে ব্যক্তিপূজার নিন্দায় যিনি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন সেই নিকিতা ক্রুশ্চেভও ছিলেন সেই স্তালিন পূজার প্রবর্তক দলের অন্যতম অগ্রণী সৈনিক। ১৯৩৯ সালের অষ্টাদশ কংগ্রেসের ভাষণে স্তালিন সম্পর্কে যে সব উচ্ছ্বসিত প্রশংসাবাক্য বর্ষণ করেছিলেন চাটুকার নিকিতা ক্রুশ্চেভ তার কিছু উদাহরণ দিলে পরিষ্কার হবে।

> 'কমরেডস, আমরা আমাদের অষ্টাদশ পার্টি কংগ্রেসে সংগ্রামের একটি রিপোর্ট শুনেছি ...যা আমাদের পার্টি এবং এর স্তালিনবাদী কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছে, আমাদের মহান পথপ্রদর্শক ও নেতা কমরেড স্তালিনের প্রতিভার দ্বারা দিক-নির্দেশিত পথে (directed by the genius of our great guide and leader, Comrade Stalin) .....
>
> এই সমস্ত ঘৃণ্য ট্রটস্কাইট, বুখারিনাইট এবং বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী ফ্যাসিবাদী দালালদের পরাজিত করে বিজয় অর্জনে আমরা সর্বোপরি আমাদের মহান নেতা কমরেড স্তালিনের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার জন্য ঋণী।...
>
> ইউক্রেনীয় বলশেভিকদের কমিউনিস্ট পার্টি ... তাদের প্রিয় নেতা-আমাদের মহান স্তালিনের এবং স্তালিনিস্ট কেন্দ্রীয় কমিটির চারপাশে ইস্পাতের দেয়ালের মতো শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।...
>
> কমরেড স্তালিনের প্রতি ইউক্রেনের বলশেভিকদের ভক্তি সেই সীমাহীন আস্থা ও ভক্তিকে প্রতিফলিত করে যা তিনি সমগ্র ইউক্রেনীয় জনগণের মধ্যে উপভোগ করেন...
>
> ইউক্রেনের জনগণ ...বলশেভিক পার্টির চারপাশে এবং আমাদের মহান নেতা কমরেড স্তালিনের চারপাশে যে কোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি ঘনিষ্ঠতর হয়েছে (rallied closer)...
>
> ইউক্রেনীয় সংস্কৃতির বিকাশে মহান কমরেড স্তালিনের বিশেষ মনোযোগের ফলস্বরূপ, আমরা সংস্কৃতির বিকাশে এমন গুরুত্বপূর্ণ বিজয় অর্জন করতে পেরেছি। ...
>
> এই কারণেই ইউক্রেনীয় জনগণ তাদের সমস্ত হৃদয় এবং আত্মা দিয়ে, পরম স্নেহ এবং ভক্তির সাথে ঘোষণা করে : .. "আমাদের প্রিয় স্তালিন দীর্ঘজীবী হোক!"...
>
> দীর্ঘজীবী হোন সমস্ত মানবতার বিশাল প্রতিভা, শিক্ষক এবং পথপ্রদর্শক আমাদের প্রিয় নেতা কমরেড স্তালিন যিনি আমাদেরকে বিজয়ের পথে কমিউনিজমের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন! ...'

(এন. এস. ক্রুশ্চেভ: সিপিএসইউ-এর ১৮তম কংগ্রেসে বক্তৃতা, মার্চ ১৯৩৯, 'দ্য ল্যান্ড অফ সোশ্যালিজম টুডে অ্যান্ড টুমরো'; মস্কো; ১৯৩৯; পৃ. ৩৮১-৮৩, ৩৮৯-৯০। ডব্লু. বি. ব্লান্ড (১৯৮০) 'রেস্টোরেশন অব ক্যাপিটালিজম ইন ইউএসএসআর'-এ উদ্ধৃত)

স্তালিনের মৃত্যুর মাত্র ছয় বছর আগে ১৯৪৯ সালে স্তালিনের সত্তরতম জন্মদিবস উপলক্ষে ক্রুশ্চেভ একটি ভাষণ দিয়েছিলেন। সেখানেও তিনি স্তালিন সম্পর্কে যে সমস্ত উচ্ছ্বসিত প্রশংসাসূচক কথা বলেছিলেন তা উদ্ধৃত করার আগে এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ৭০তম জন্মদিবস উদযাপনের প্রস্তাবে স্তালিনই প্রথম বিরোধিতা করেন। কিন্তু প্রেসিডিয়ামের অন্যান্য সদস্যরা বলেন যে, এই উপলক্ষে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের সংহতি প্রকাশের সুযোগ নেওয়া প্রয়োজন। যাই হোক, সেই ভাষণে স্তালিন সম্পর্কে ক্রুশ্চেভ বলেছিলেন,

> 'সোভিয়েত ইউনিয়নের সমস্ত মানুষ এবং সারা বিশ্বের প্রগতিশীল মানবজাতি একটি মূল্যবান দিবস পালন করছে-আমাদের অনুপ্রাণিত নেতা এবং শিক্ষক, জোসেফ ভিসারিওনোভিচ স্তালিনের সত্তরতম জন্মদিন। লক্ষ লক্ষ মানুষ কমরেড স্তালিনের প্রতি গভীর ভালোবাসা এবং ভক্তির অনুভূতি নিয়ে তাকিয়ে থাকে কারণ তিনি লেনিনের সহযোগে বলশেভিকদের মহান দল এবং আমাদের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করেছিলেন। কারণ তিনি মার্কসবাদী লেনিনবাদী তত্ত্বকে সমৃদ্ধ করেছেন এবং একে নতুন, উচ্চতর স্তরে উন্নীত করেছেন। কমরেড স্তালিন, আমাদের পার্টির উজ্জ্বল নেতা ও শিক্ষক, একটি দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের লেনিনবাদী তত্ত্বকে রক্ষা ও বিকাশসাধন করেছিলেন। এই তত্ত্বে সজ্জিত হয়ে বলশেভিক পার্টি কমরেড স্তালিনের নেতৃত্বে আমাদের দেশের জনগণকে সমবেত করেছে এবং তাদের সমাজতন্ত্রের বিজয়ের দিকে নিয়ে গিয়েছে। সমাজতন্ত্রের বিজয় নতুন সংবিধানে তার অভিব্যক্তি খুঁজে পেয়েছিল, যাকে ইউএসএসআর-এর জনগণ ন্যায়সঙ্গতভাবে স্তালিনবাদী সংবিধান বলে অভিহিত করেছে... কমরেড স্তালিনের নাম সোভিয়েত জনগণের সমস্ত বিজয়ের নিশান, পুঁজিবাদী দাসত্ব ও জাতীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে, শান্তি ও সমাজতন্ত্রের জন্য সমগ্র বিশ্বের শ্রমিকদের সংগ্রামের কেতন। ... তাই অকৃত্রিম আন্তরিকতা ও অনুগত ভালোবাসার অনুভূতি নিয়ে আমাদের দেশের সমস্ত মানুষ মহান স্তালিনকে তাদের পিতা, আমাদের মহান নেতা এবং তাদের উজ্জ্বল শিক্ষক বলে ডাকে। ... আমাদের প্রিয় পিতা, আমাদের জ্ঞানী শিক্ষক, সোভিয়েত জনগণের পার্টি এবং সমগ্র বিশ্বের শ্রমিকদের উজ্জ্বল নেতা, কমরেড স্তালিনের জন্য আমরা গৌরব বোধ করি।'

এমনকি স্তালিনের মৃত্যুর তিন বছর আগে ১৯৫২ সালের অক্টোবর মাসে পার্টির ঊনবিংশ কংগ্রেসে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির নিয়মাবলি সংশোধন করা হয়। সেই সম্পর্কিত প্রস্তাব পেশ করেছিলেন ক্রুশ্চেভ-'On Changes in the Rules of the Communist Party of the Soviet Union' এবং তার সূচনাতে তিনি অসংখ্যবার স্তালিনের গুণকীর্তন করেন। সেখানে স্তালিনের অর্জন সম্পর্কে উল্লেখ করেন,

> 'মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বে একটি নতুন এবং অমূল্য অবদান হলো

> কমরেড স্তালিনের "ইউএসএসআর-এ সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক সমস্যা" সংক্রান্ত বিশ্লেষণ। তাঁর রচিত এই কাজে তিনি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিজ্ঞানকে সৃজনশীলভাবে বিকশিত করেছেন, পার্টি এবং সোভিয়েত জনগণকে আধুনিক পুঁজিবাদ এবং সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক নিয়মের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের তত্ত্ব এবং সমাজতন্ত্র থেকে সাম্যবাদে রূপান্তরের প্রাথমিক শর্তগুলি সম্পর্কে শিক্ষিত করে বলীয়ান করে তুলেছেন।
>
> অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে কমরেড স্তালিনের কাজ, তাঁর অন্যান্য লেখার মতো, একটি কমিউনিস্ট সমাজ গঠনের সাথে সম্পর্কিত সমস্যার সমাধানে এবং পার্টির সদস্যদের এবং সমস্ত শ্রমজীবী মানুষকে লেনিনবাদের অমর ধারণায় শিক্ষিত করার ক্ষেত্রে অপরিসীম মূল্যবান।'

সেই একই ক্রুশ্চেভ কয়েক বছরের মাথায় ফাস্ট সেক্রেটারি হিসাবে গোপন রিপোর্টে বলেছেন,

> 'এটা স্পষ্ট যে, এখানে স্তালিন তাঁর অসহিষ্ণুতা, তাঁর বর্বরতা এবং তাঁর ক্ষমতার অপব্যবহারের সারিবদ্ধ ঘটনার প্রকাশ দেখিয়েছেন। তাঁর রাজনৈতিক যথার্থতার প্রমাণ করার এবং জনসাধারণকে সমবেত করার পরিবর্তে, তিনি প্রায়শই দমন ও শারীরিকভাবে ধ্বংস করার পথ বেছে নিতেন, শুধুমাত্র প্রকৃত শত্রুদের বিরুদ্ধেই নয়, এমনকি তেমন ব্যক্তিদের বিরুদ্ধেও যারা পার্টি এবং সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে কোনো অপরাধ করেননি। এখানে আমরা তাঁর কোন প্রজ্ঞা দেখতে পাই না, পরিবর্তে দেখি শুধুমাত্র সেই নৃশংস শক্তির প্রদর্শন যার কারণে একবার ভি.আই. লেনিন আতঙ্কিত হয়েছিলেন।'

পুরো রিপোর্টটি ছিল এ ধরনের বহু অভিযোগে ঠাসা। যদি তাঁর এই অভিযোগের সামান্যতম সারবত্তা থাকে তাহলে ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৫২ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত স্তালিন সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন ছিল নিকৃষ্ট ধরনের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত চাটুকারিতা। আর স্তালিনের প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা, নেতৃত্বগুণ, মার্কসবাদের সৃজনশীল অনুশীলন ইত্যাদি সম্পর্কে তিনি দীর্ঘদিন ধরে যা বলে এসেছেন তা যদি সঠিক হয় তবে বিংশতি কংগ্রেসের অভিযোগের ডালি উদ্দেশ্যমূলক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার হীন প্রচেষ্টা ছাড়া আর কী হতে পারে? ১৯৫৬ সালের আগে সমস্ত লেখায় বা ভাষণে তিনি স্তালিনকে অভিহিত করেছেন কখনো লেনিনের সমকক্ষ, কখনও লেনিনের অনুসারী, কখনো বা বিচক্ষণতার সর্বোচ্চ স্তরে স্থাপন করেছেন। যখনই কোন উপলক্ষ ঘটেছে, তখনই তিনি বলেছেন–'লেনিন ও স্তালিনের নেতৃত্বে প্রস্তুত ও কার্যকর করা মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সামাজিক দাসত্ব ও জাতীয় নিপীড়নের শৃঙ্খল চিরতরে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিল।' ... 'মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের পর, প্রথম দিন থেকেই, কমরেড স্তালিন পার্টি

এবং সোভিয়েত রাষ্ট্রের জাতীয় নীতিমালা নির্মাণের অসামান্য নেতা হিসাবে, জাতিসমূহের সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র ও অঞ্চল গঠন এবং জনগণের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টিতে পূর্বের জার-শাসিত রাশিয়ার সমস্ত জাতিগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য অনেক কিছু করেছিলেন।' লেনিন জীবিত থাকাকালীন অবস্থায় সদ্যগঠিত সোভিয়েতগুলোর প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯২২ সালের ডিসেম্বর মাসে, যেখানে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র গঠিত হয়। বিংশতি কংগ্রেসের আগে ক্রুশ্চেভের অনেক ভাষণেই উল্লেখ আছে সেই ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা যে, এই সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র গঠিত হয়েছিল স্তালিনের রিপোর্টের ভিত্তিতে এবং স্তালিনের উদ্যোগেই।

কয়েক বছর পরেই স্তালিনকে 'নৃশংস খুনি', 'প্রতিহিংসাপরায়ণ রাষ্ট্রনায়ক' সাব্যস্ত করতেই তিনি বিংশতি কংগ্রেসের গোপন অধিবেশনের আয়োজন করেন। ক্রুশ্চেভের একটি স্মৃতিকথা আছে, যা ক্রুশ্চেভ ক্ষমতা হারানোর পর প্রকাশিত হয়েছিল আমেরিকায়। এই স্মৃতিকথা সরকারিভাবে স্বীকৃত নয়, এমনকি ক্রুশ্চেভও এর সত্যতা কখনো স্বীকার করেননি। তাই সেই স্মৃতিকথায় যা যা আছে সব কিছুর সত্যতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল মহলের সংশয় আছে। যাই হোক, গোপন অধিবেশন সম্পর্কে সেই কথিত স্মৃতিকথার বিবরণ যদি সত্যি ধরে নেই, তাহলে ক্রুশ্চেভের ঘৃণ্য অভিসন্ধির খানিকটা আন্দাজ করতে পারি। ক্রুশ্চেভের কথিত স্মৃতিকথার বিবরণ অনুসারে, কংগ্রেস যখন বসেছিল তখন ক্রুশ্চেভ প্রেসিডিয়ামকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে, 'স্তালিনের ক্ষমতার অপব্যবহার' নিয়ে একটি বক্তৃতা করতে চান। মোলোটভ, কাগানোভিচ, ভোরোশিলভ তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। এই নিয়ে একটি ঝড়ো বিতর্কের সৃষ্টি হয় এবং ক্রুশ্চেভের পক্ষে অনুমতি পাওয়া দুস্কর হয়ে ওঠে। অবশেষে ক্রুশ্চেভ একটি আল্টিমেটাম দেন এবং বলেন: 'আমি আপনাদের মনে করিয়ে দিতে পারি যে, প্রতিটি প্রেসিডিয়াম সদস্যের কংগ্রেসে কথা বলার এবং তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করার অধিকার রয়েছে, এমনকি যদি তা কংগ্রেসের সাধারণ রিপোর্ট দ্বারা নির্ধারিত লাইনের সাথে মিলে নাও যায়।' (ক্রুশ্চেভ রিমেম্বার্স, পৃ. ৩৮১) তখন অন্যদের নতি স্বীকার করতে হয় এবং বিশেষ অধিবেশনে 'গোপন ভাষণ'-এর ব্যবস্থা হয়।

বক্তৃতার শুরুতে বলা হয়েছিল,

> 'এই মুহূর্তে স্তালিনের জীবন ও কার্যকলাপের পুঙ্খানুপুঙ্খ মূল্যায়ন করা উদ্দেশ্য নয়। স্তালিনের গুণাবলি সম্পর্কে, তার জীবদ্দশায় ইতিমধ্যেই যথেষ্ট পরিমাণ বই, পুস্তিকা এবং অন্যান্য পাঠ লেখা হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রস্তুতি ও বাস্তবায়নে, গৃহযুদ্ধে এবং আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র নির্মাণের লড়াইয়ে স্তালিনের ভূমিকা সর্বজনবিদিত। এটা সবাই ভালো করেই জানে।
>
> এই মুহূর্তে, আমরা একটি প্রশ্ন নিয়ে উদ্বিগ্ন যা পার্টির কাছে বর্তমান এবং ভবিষ্যতের জন্য অপরিসীম গুরুত্ব বহন করে-তা হলো

> স্তালিনের ব্যক্তি-পূজার সংস্কৃতি কীভাবে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেই সংস্কৃতি এমন এক নির্দিষ্ট পর্যায়ে পৌঁছেছে যা পার্টির নীতি, পার্টি গণতন্ত্র, বিপ্লবী আইনের বৈধতার অত্যন্ত গভীর এবং গুরুতর বিকৃতির উৎস হয়ে উঠেছে।'

এই প্রারম্ভিক ভূমিকা পড়লে আমরা বুঝতে পারি যে, দলের অভ্যন্তরে স্তালিনকে নিয়ে ব্যক্তিপূজার প্রবণতার ঝোঁক নিয়ে তাঁরা উদ্বিগ্ন। খুবই ভালো কথা। স্বাভাবিকভাবেই আশা করা যায় যে, ভাষণের পরবর্তী অংশে থাকবে এই ব্যক্তি-পূজার ঝোঁক কেন এবং কী করে সংগঠনের মধ্যে গড়ে উঠল, নেতৃত্বের কোন কোন অংশের ভূমিকা কী ছিল, ব্যক্তিস্তুতি সম্পর্কে স্তালিনের নির্দিষ্ট হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও কেন করণীয় উদ্যোগ নেওয়া গেল না, নেতৃত্ব এই ঝোঁকের বিরুদ্ধে যথাসময়ে পদক্ষেপ নিতে কেন ব্যর্থ হলো, নেতৃত্বের কী কী ত্রুটি ছিল এবং সেই ত্রুটি এখন কীভাবে সংশোধন করা যায় ইত্যাদি প্রসঙ্গে দিকনির্দেশনা। কিন্তু দেখা গেল পুরো ভাষণে তিন বছর আগে যিনি মারা গিয়েছেন সেই স্তালিনের বিরুদ্ধে গুচ্ছ গুচ্ছ অভিযোগ তোলা হলো, কিন্তু স্তালিনের সঙ্গে যাঁরা নেতৃত্বের অংশ ছিলেন তাদের ভূমিকা বা ত্রুটি নিয়ে কোন কথা নেই। কেন এবং কী প্রক্রিয়ায় একটি কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে এমন ব্যক্তি-পূজা মাথা চাড়া দিতে পারল তার কোন বিশ্লেষণ নেই। মার্কসবাদের অনুসারী হিসাবে আমরা জানি যে, এমন ঘটনা ঘটলে তার জন্য বস্তুগত সামাজিক বাস্তবতা থাকতে হবে। কারণ মার্কস তাঁর 'A Contribution to the Critique of Political Economy'-এর মুখবন্ধে বলেছেন যে, 'এটা এমন নয় যে, মানুষের চেতনা তাদের অস্তিত্ব নির্ধারণ করে, কিন্তু তাদের সামাজিক অস্তিত্ব তাদের চেতনা নির্ধারণ করে।' (মার্কস, খণ্ড-২৯, ২৬৩) আশা করা খুবই স্বাভাবিক যে, সেই সামাজিক বাস্তবতার ব্যাখ্যা থাকবে এবং ব্যক্তি-পূজার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কর্মসূচি ও পদ্ধতি আলোচনা করা হবে। কারণ, স্তালিন তো আর বেঁচে নেই, তাঁর তো আর ভুল শোধরানোর কোন সুযোগ নেই, ব্যক্তি-পূজা বন্ধ করার জন্য কোন পদক্ষেপ নেওয়ার অবস্থায় তিনি নেই। স্তালিন যদি ভুল করেই থাকেন তাহলে অন্যান্য যাঁরা সেই সময় নেতৃত্বে ছিলেন তাঁরা কী ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং সেই ভূমিকায় তাদের কী ত্রুটি-দুর্বলতা ছিল সেই আলোচনাই ছিল জরুরি। কারণ তাঁরাই তো বর্তমানে সেই নেতৃত্বের আসনে। কিন্তু দেখা গেল ভাষণে সেই সব কিছুই নেই। ফলে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, আসল উদ্দেশ্য ছিল সোভিয়েত রাষ্ট্রে এবং সারা বিশ্বে শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে স্তালিন এবং সমাজতন্ত্র সম্পর্কে যে শ্রদ্ধার মানসিকতা গড়ে উঠেছিল তাকে ধূলিস্যাৎ করাই ক্রুশ্চেভপন্থিদের মূল উদ্দেশ্য।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, লায়ন ফিউচৎওয়াঙ্গার তাঁর ভ্রমণকালে স্তালিনের সাথে দেখা করে নানা বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন এবং সোভিয়েত দেশে যেভাবে তাঁর স্তুতি গাওয়া হয়, সে সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য জানতে তাকে সরাসরি প্রশ্ন করেছিলেন। সেখানে তিনি লিখেছেন,

> 'ক্ষমতাবান যে সমস্ত মানুষদের আমি জানি তাদের মধ্যে স্তালিন হলেন সবচেয়ে নজিরবিহীনভাবে বিনয়ী ও নিরহঙ্কারী। আমি তাঁর সাথে

> তাকে নিয়ে অশিষ্ট এবং অত্যধিক স্তুতিপূর্ণ প্রচার সম্পর্কে অকপটে কথা বলেছিলাম এবং তিনি সমান অকপটে উত্তর দিয়েছিলেন।... তিনি নিজেই ছিলেন অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠ, (এই বস্তুনিষ্ঠতার প্রতি অনুরাগ) প্রায় রূঢ়তার সীমান্ত স্পর্শ করত এবং তিনি যাঁর সাথে কথা বলছেন তাঁর কাছ থেকে এমন বস্তুনিষ্ঠতাকে তিনি স্বাগতই জানাতেন।... আমি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানালাম যে শেষ পর্যন্ত এমনকি প্রশ্নাতীতভাবে রুচিশীল মানুষরাও তাঁর আবক্ষ মূর্তি এবং প্রতিকৃতি স্থাপন করেছে, যেগুলোর শৈল্পিক মান সন্দেহাতীতভাবে প্রশ্নবিদ্ধ এবং সেই সমস্ত স্থানে যেখানে সেগুলোর স্থান হওয়ার কথা নয়, যেমন, রেমব্রান্ট প্রদর্শনী। এখানে তিনি বিষয়টি সম্পর্কে গুরুত্ব দিলেন। তিনি (স্তালিন) তাঁর অনুমানের কথা জানালেন যে, এই ধরনের বাড়াবাড়ির পিছনে সেইসব মানুষদের অতি উৎসাহ রয়েছে যাঁরা অবশেষে সবেমাত্র বর্তমান শাসনব্যবস্থাকে সমর্থন করতে শুরু করেছে এবং এখন তাঁরাই আনুগত্য প্রমাণের জন্য তাদের ক্ষমতার মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছুই করছে। তিনি মনে করেন এটাও সম্ভব যে, যাঁরা সমাজতন্ত্রকে ধ্বংস করতে চায় ('wreckers') তাঁরাই তাকে অপদস্ত করার উদ্দেশ্যে এর পেছনে থাকতে পারে। তিনি বিরক্ত হয়ে বলেন যে, "শত শত্রুর চেয়ে একজন বোকা তোষামোদকারী অনেক বেশি ক্ষতি করে"।' (ফিউচৎওয়াঙ্গার, ১৯৩৭, ৯৩-৯৪)

স্তালিন যে এই ব্যক্তি-স্তুতিকে একদম পছন্দ করতেন না তা অনেকের সাক্ষ্য থেকেই প্রমাণিত তথ্য হিসাবে আমরা পাই। যেমন, কমরেড আইভান ক্সেনফন্টোভ (Ksenofontov) অক্টোবর বিপ্লবে অংশ নিয়েছিলেন, প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধ লড়াইতে অসামান্য অবদান রেখেছিলেন এবং স্তালিনের একজন অত্যন্ত গুণগ্রাহী ছিলেন। একবার তিনি লেনিনের উপর একটি নিবন্ধ প্রকাশ করতে উদ্যোগ নেন, কিন্তু লেনিনবাদের ব্যাখ্যা নিয়ে তাঁর সাথে কোন কোন বিষয়ে কমরেড শাটস্কিনের বিরোধ হয়। তিনি শাটস্কিনের বিপরীতে নিজের অবস্থানকে শক্ত করতে স্তালিনের সমর্থন পাওয়ার জন্য তাকে একটি চিঠি লেখেন। চিঠিতে তিনি নিজেকে 'লেনিন ও স্তালিনের শিষ্য' বলে উল্লেখ করেন। জবাবে স্তালিন বলেন যে, 'আপনি নিজেকে "লেনিন ও স্তালিনের শিষ্য" বলেছেন, এই বিষয়ে আমি আপত্তি জানাচ্ছি। আমার কোনো শিষ্য নেই। নিজেকে লেনিনের শিষ্য বলুন।' শুধু তাই নয়, তিনি তাকে সটান জানিয়ে দেন যে,

> '১৯২৬ সালের শেষের দিকে শাটস্কিনের সাথে একটি বিতর্কে আপনি ১৯২৪ সালের জুলাই মাসে আমার লেখা একটি ব্যক্তিগত চিঠির উল্লেখ করেছেন তাতে আমি আপত্তি জানাচ্ছি। আরও কারণ হলো যে, আলোচ্য বিষয়টি, অর্থাৎ লেনিনবাদের সংজ্ঞা, আমি প্রণয়ন করেছিলাম আমার বই "লেনিন এবং লেনিনবাদ প্রসঙ্গে" বইটি প্রকাশিত হওয়ার আগেই ১৯২৪ সালের মার্চ মাসে। তাছাড়া, এটা বাদ দিলেও প্রকৃত বিষয় হলো শাটস্কিনের সাথে আপনার বিবাদে আমার

> চিঠির একটি অনুচ্ছেদের এই ধরনের উল্লেখ আপনাকে সামান্যতম সাহায্য না করে বরং সমস্যাটি সম্পর্কে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করবে এবং অন্য ক্ষেত্রে বিতর্কের সৃষ্ট করবে এবং হয়ত আমাকে বাধ্য করতে পারে সংবাদ মাধ্যমে একটি বিবৃতি দিতে যা আপনার পক্ষে যাবে না (যা আমি করতে চাই না)।'

চাটুকারিতা বা ব্যক্তিস্তুতি পছন্দ করলে নিজের এক ভক্তকে এইভাবে হতাশ তিনি নিশ্চয়ই করতেন না।

দ্বিতীয় আর একটি উদাহরণ হিসাবে ১৯৩০ সালের আগস্ট মাসে কমরেড শাতুনভস্কিকে লেখা চিঠির ঘটনা খুবই উল্লেখযোগ্য। কমরেড শাতুনভস্কি তাঁর একটি প্রবন্ধ (সমালোচনা প্রসঙ্গে) সম্পর্কে কমরেড স্তালিনের মতামত জানতে তাকে চিঠি লেখেন। কমরেড স্তালিনের সাথে পরিচিত ছিলেন অথবা কমরেড স্তালিনের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন এমন সকলেই কমরেড স্তালিনের চরিত্রের একটি দিক লক্ষ্য করেছেন এবং তাদের লেখায় উল্লেখ করেছেন। ফিউচৎওয়াঙ্গারের লেখা আমরা ইতিমধ্যেই উদ্ধৃত করেছি। সেইটি হলো কমরেড স্তালিন আলোচনাকালে অত্যন্ত সোজাসাপ্টা স্পষ্ট কথা বলতেন এবং তাঁর সাথে আলোচনায় অন্যরাও তাকে সেই রকমভাবে বলুক তেমনটাই পছন্দ করতেন। এই চিঠির শুরুটা পড়লে বুঝা যাবে কেমন সোজাসুজি স্পষ্ট করে নিজের মত জানাতেন কমরেড স্তালিন। তিনি শুরু করছেন,

> 'কমরেড শাতুনভস্কি,
>
> আপনার প্রথম চিঠি (লিবনেখ্ট সম্পর্কে) আমার মনে নেই। আপনার দ্বিতীয়টি (সমালোচনা প্রসঙ্গে) আমি পড়েছি। সমালোচনা, অবশ্যই প্রয়োজনীয় এবং বাধ্যতামূলক, কিন্তু একটি শর্ত আছে: সেটি যেন বন্ধ্যা না হয়। দুর্ভাগ্যবশত, আপনার সমালোচনাকে বন্ধ্যা ছাড়া অন্য কিছু বিবেচনা করা যাচ্ছে না।' (ওয়ার্কস, ১৩, ১৮)

অনেকেই স্তালিনের এমন সোজাসাপ্টা স্পষ্ট কথাকে রূঢ় আচরণ মনে করতেন। কমরেড লেনিন যে বলেছিলেন স্তালিনের 'এমন রূঢ়তা আমাদের অর্থাৎ কমিউনিস্টদের মাঝে ঠিক আছে', কিন্তু একটা দলের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে এই রূঢ়তা হয়ত সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। যাই হোক, যদিও চিঠির এই অংশটি আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় নয়। আমাদের মূল আগ্রহ চিঠির শেষ অংশ নিয়ে। কমরেড স্তালিন প্রত্যুত্তরে সেই লেখা প্রবন্ধের উপর নিজের মতামত এক, দুই করে ৮টি পয়েন্ট আকারে তাকে জানান। সেই পয়েন্টগুলির মধ্যে অষ্টম পয়েন্টটি ছিল এই রকম,

> 'আপনি আমার প্রতি আপনার "ভক্তির" কথা বলেছেন। এইটি হয়ত হঠাৎ করে মুখ ফস্কে বলে ফেলা একটা বাক্যাংশ। সম্ভবত ... কিন্তু যদি এই বাক্যাংশটি আকস্মিক না হয় তবে আমি আপনাকে ব্যক্তির প্রতি ভক্তির "নীতি" বাতিল করার পরামর্শ দেব। এটা বলশেভিক

> পদ্ধতি নয়। শ্রমিকশ্রেণি, তার পার্টি, তার রাষ্ট্রের প্রতি নিবেদিত হোন। এই নিবেদন একটি সূক্ষ্ম এবং দরকারী জিনিস, কিন্তু এটাকে ব্যক্তি মানুষের প্রতি ভক্তি-যা দুর্বল চিত্তের বুদ্ধিজীবীদের নিরর্থক এবং অকেজো খেলনা (useless bauble)-তার সাথে গুলিয়ে ফেলবেন না।' (ওয়ার্কস, ১৩, ২০)

অথচ স্তালিনের বিরোধীরা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন যে, তিনি শুধু স্তুতি পছন্দ করতেন তাই নয়, তিনি তাকে ব্যবহার করে সমালোচনা থেকে নিজেকে আড়াল করতেন। যেমন, মেদভেদেভ লিখেছেন, 'স্তালিনের প্রতি স্তুতি কেবল তাঁর দম্ভকেই খুশি করত না, বরং ক্ষমতার জন্য তার সীমাহীন লালসার লক্ষ্য পূরণে সহায়তা করত। এই "কাল্ট" তাকে একটা বিশেষ আসনে বসিয়েছিল, তাকে অলঙ্ঘনীয় উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছিল, যা ছিল পার্টির অনেক উপরে এবং তাকে যে কোনো সমালোচনা থেকে সম্পূর্ণরূপে রক্ষাকবচ দিয়েছিল।' (The cult of Stalin not only catered to his vanity but also served the aims of his immoderate lust for power. It placed him in a special position, raising him to unattainable heights, far above the party, and protecting him completely from any criticism.) (রয় মেদভেদেভ, ১৯৮৯, ৩১৮) সর্বহারাশ্রেণির নেতা স্তালিন সম্পর্কে বুর্জোয়াশ্রেণি পরিকল্পিতভাবে এমন ঘৃণ্য মিথ্যাচার করবে সেটাই স্বাভাবিক।

তৃতীয় একটি ঘটনা আমরা উদাহরণ হিসাবে দিতে চাই। স্তালিন যে সর্বদা মাটিতে পা রেখেই চলতেন, শ্রমিকদের মাঝে তিনি যে কতটা অকপট তার প্রমাণ এই ঘটনা। ১৯২৬ সালের ৮ জুন টিফলিস রেলওয়ে শ্রমিকেরা স্তালিনের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। ১৮৯৮ সময়কাল ছিল স্তালিনের বিপ্লবী আন্দোলনের হাতে-খড়ির দিন এবং তাকে প্রথমে এই রেলওয়ে ওয়ার্কশপের কর্মীদের একটি স্টাডি সার্কেলের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। অনুষ্ঠানে সেই পুরনো দিনের একজন শ্রমিক কমরেড স্তালিন সম্পর্কে অনেক প্রশংসা করে বক্তব্য রাখেন এবং তার সাথে উল্লেখ করেন যে, সেই সময় স্তালিন ছিলেন একজন ছাত্র যেখানে তিনি ছিলেন তাঁর শিক্ষক। স্তালিন বলতে উঠে বলেন,

> 'কমরেডরা, আমি অবশ্যই আমার অন্তঃকরণ থেকে বলতে চাই যে আমার সম্পর্কে এখানে যে সমস্ত আত্মতৃপ্তিকর খোশামুদে কথা বলা হয়েছে তার অর্ধেকটা পাওয়ার যোগ্যও আমি নই। দেখা যাচ্ছে, আমি অক্টোবর বিপ্লবের একজন নায়ক, সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা, কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের নেতা, একজন কিংবদন্তী যোদ্ধা-নাইট এবং এই সম্পর্কিত অন্য সব কিছু। এটা অযৌক্তিক, কমরেড, এবং বেশ অপ্রয়োজনীয় অতিরঞ্জন। এইসব এমন ধরণের প্রশস্তিবাক্য যা সাধারণত একজন প্রয়াত বিপ্লবীর সমাধির পাশে দাঁড়িয়ে বলা হয়। কিন্তু আমার এখনই মরার কোনো ইচ্ছা নেই।

তাই আমি পূর্বে কী ছিলাম এবং আমাদের পার্টিতে আমার বর্তমান অবস্থানের জন্য আমি কাদের কাছে ঋণী তার একটি সত্যিকারের ছবি তুলে ধরতে চাই।

কমরেড আরকেল এখানে বলেছেন যে, পুরানো দিনে তিনি নিজেকে আমার একজন অন্যতম শিক্ষক এবং আমাকে তার ছাত্র হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন। এটা সম্পূর্ণ সত্য, কমরেডস, আমি বাস্তবেই তাই ছিলাম, এবং এখনও আছি-টিফলিস রেলওয়ে ওয়ার্কশপের উন্নত কর্মীদের একজন ছাত্র।' (ওয়ার্কস, ৮, ১৮২)

প্রাত্যহিক জীবনাযাপনে তাঁর জীবনাচরণের নানা ঘটনাই উল্লেখ করা যেতে পারে যেখানে তিনি সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রধান হিসাবে নিজেকে কখনোই সাধারণের চেয়ে ভিন্ন ভাবেননি। তাঁর জীবনের নানা ঘটনা প্রমাণ করে জীবনাচরণে সমস্তরকম ব্যক্তিবাদী বুর্জোয়া প্রবণতা থেকে মুক্ত থাকার ব্যাপারে তিনি কতটা সচেতন ছিলেন। তাঁর স্ত্রী সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রধানের স্ত্রী হিসাবে কোন বিশেষ মর্যাদার দাবিদার ছিলেন না, তিনি নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী কারখানার সাধারণ একজন নারী-শ্রমিক হিসাবে কাজ করতেন। তাঁর কন্যা সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করেছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নাৎসি জার্মানদের বিরুদ্ধে মরণপণ যুদ্ধে সকল কিশোর-কিশোরীরা কোন না কোনভাবে যুদ্ধের উপকরণ উৎপাদনে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে যোগদান করেছিল। যখন স্তালিন তাঁর কন্যাকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন যে, তিনি কোন কাজে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে যোগ দেননি, তখন তিনি তাকে তীব্রভাবে ভর্ৎসনা করেন এবং বলেন যে, পরের দিনই যদি তিনি যোগ না দেন তাহলে তিনি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। বুর্জোয়া প্রেস এই ঘটনাকে স্তালিনের নির্দয়তার উদাহরণ হিসাবে এখনো সর্বত্র উল্লেখ করে। কিন্তু বুর্জোয়া রাষ্ট্রনায়করা এমন ব্যবস্থাতেই সর্বদা অভ্যস্ত যেখানে তাদের দ্বারা-পুত্র-পরিবার সমাজে অনর্জিত বিশেষ সুবিধা ভোগ করে থাকে। সেই কারণে তাদের ভাবধারায় অভ্যস্ত মানুষ বুঝতেই পারে না যে, এই ঘটনা স্তালিনের সর্বহারা সংস্কৃতির উজ্জ্বল নিদর্শন। তেমনি, স্তালিনের বড় পুত্রের ক্ষেত্রে ঘটনাটি অনেক বেশি শোকাবহ হলেও স্তালিনের উন্নত নৈতিক সাংস্কৃতিক মানের প্রকাশ। তাঁর বড় পুত্র লেফটেন্যান্ট ইয়াকভ যুদ্ধে জার্মানদের হাতে বন্দি হয়েছিলেন। যখন তাঁর পরিচয় জার্মান বাহিনী জানতে পারে, তখন স্তালিনের কাছে প্রস্তাব পাঠায় যে, তাঁরা তাঁর পুত্রকে ছেড়ে দেবে যদি তার বিনিময়ে জার্মান ফিল্ড মার্শাল ফ্রেডরিখ পলাসকে মুক্তি দিতে সম্মত থাকেন। স্তালিন এই প্রস্তাব তৎক্ষণাৎ প্রত্যাখ্যান করে বলেন : 'আমি একজন লেফটেন্যান্টের বিনিময়ে একজন মার্শালকে মুক্তি দিতে পারি না।' জার্মানরা তাঁর পুত্রকে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে গুলি করে হত্যা করে। বুর্জোয়া প্রেস স্তালিনের এই সিদ্ধান্তকেও পিতা হিসাবে স্তালিনের হৃদয়হীনতার নমুনা হিসাবে বর্ণনা করে। কিন্তু এই ঘটনা যে সর্বহারাশ্রেণির নেতা হিসাবে স্তালিনের চরিত্রের কত বড় মহত্ত্বের প্রকাশ তার ধারণা বুর্জোয়াশ্রেণির দুধে-ভাতে পোষ্য কলমচিদের নেই।

সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের সরকারিভাবে অবলুপ্তি ঘোষণার আগেই, ১৯৮০ সালে, ডব্লিউ বি ব্লান্ড সরকারি সোভিয়েত জার্নালগুলি থেকে তথ্য-উপাত্ত ও তথ্যসূত্র উল্লেখ করে একটি বই প্রকাশ করেন। (সোভিয়েত পতনের পর, ১৯৯৫ সালে, এই বইয়ের নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।) এই বইতেও তিনি বলেছেন যে, 'ব্যক্তি-পূজা'-র প্রবণতাকে স্তালিন যে প্রায়শই কড়া তিরস্কার করতেন সেইটি ছিল আন্তরিক ও খাঁটি। অর্থাৎ স্তালিনের ব্যক্তি-স্তুতির প্রবণতার বিরোধিতা করার বিষয়টি আনুষ্ঠানিকতা বা লোক-দেখানোর বিষয় ছিল না। কিন্তু তারপরই ব্লান্ড জানিয়েছেন যে, এতদসত্ত্বেও স্তালিন যে সেই প্রবণতার অবসান করতে পারেননি তার কারণ হলো নেতৃত্বের স্তরে স্তালিনবিরোধীরাই ছদ্মবেশের আড়ালে ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ (as a prisoner of the concealed opposition majority, he was unable to stop it।) অংশ। (ব্লান্ড, ১৯৮০, iv) অর্থাৎ, অত্যধিক চাটুকারিতা, অযৌক্তিক প্রশংসা ইত্যাদি করে স্তালিনের যে 'লার্জার দ্যান লাইফ' ভাবমূর্তি তৈরি করা হচ্ছিল তার পেছনে দলেরই সমাজতন্ত্রবিরোধী ষড়যন্ত্রকারী একটি অংশের হাত আছে বলে যে অনুমান স্তালিন ব্যক্ত করেছিলেন সেটা সত্য।

আমরা জানি যে, এত বছর ধরে কোটি কোটি ডলার খরচ করে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা খোশামোদে আপ্লুত স্বৈরতান্ত্রিক নেতা হিসাবে স্তালিনের যে ভাবমূর্তি জগতের সামনে তুলে ধরেছে এবং সেই প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে যে কোটি কোটি মানুষ সেই ন্যারেটিভকেই ধ্রুব সত্য বলে মনে মনে বিশ্বাস করেন, এত অল্প কথায় তাদের সেই ভ্রান্তি বা বিশ্বাস দূর হবে না। এই বিতর্ক হয়ত চলবে এবং সেই বিতর্ক মার্কসবাদীদের চালাতে হবে। স্তালিন যে 'ব্যক্তি-স্তুতি'-কে একদমই পছন্দ করতেন না তার স্বপক্ষে আমরা শুধু আর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উল্লেখ করছি। এই তথ্যটিও আছে ফিউচৎওয়াঙ্গারের বইতে। তিনি লিখেছেন যে, প্রশংসাসূচক বহু শুভেচ্ছা বার্তা ডাকযোগে বা টেলিগ্রামের মাধ্যমে প্রতিদিন পেতেন স্তালিন। স্তালিন কমরেডদের থেকে আসা এইসব স্তুতিবাক্যে অত্যন্ত বিরক্ত হতেন এবং সর্বোপরি তাকে তাঁর কাজে এত ব্যস্ত থাকতে হতো যে, এগুলো খুলে দেখা এবং তার উত্তর দেওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। এই সময় বলশেভিক পার্টির মস্কো কমিটির এবং লেনিনগ্রাদ কমিটির সভায় 'পার্টি নেতাদের অপ্রয়োজনীয় এবং অর্থহীন অভিবাদনের বিভ্রান্তিকর প্রবণতাকে' তীব্র নিন্দা জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করে (strongly condemn 'the misguided practice of unnecessary and meaningless salutation of the Party leaders,')। বলশেভিক পার্টিতে মস্কো ও লেনিনগ্রাদ কমিটি ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং এই কথা নিশ্চিতভাবেই বলা চলে যে, এই নিন্দা স্তালিনের মতেরই প্রতিফলন, কারণ স্তালিন এই কমিটিগুলোর নেতৃত্বের স্তরে সিদ্ধান্তের সময় সক্রিয়ভাবে অংশ নিতেন, বিশেষত, তিনি মস্কোর বলশেভিক কমিটির সদস্য ছিলেন।

জনগণই ইতিহাসের স্রষ্টা কিন্তু ইতিহাস নির্মাণে ব্যক্তিরও বিশিষ্ট ভূমিকা থাকে। প্লেখানভ ১৮৯৮ সালে তাঁর একটি বিখ্যাত লেখা 'ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকা প্রসঙ্গে' (On the Role of the Individual in History) তে এই সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন, যে

লেখাটিকে ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকা প্রসঙ্গে যথার্থ মার্কসীয় ধারণা (concept) বলে লেনিনসহ সকলেই স্বীকার করেন। সেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, এই প্রশ্নে দুটি দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে যা একে অপরের বিরোধী, তবে উভয় ধারণাই মার্কসবাদের বিরোধী। প্রথমটি হলো এই যে, যেখানে বলা হয় সমস্ত ইতিহাস 'মহান' (genius, great) ব্যক্তিদের দ্বারা তৈরি হয় এবং জনসাধারণ বা 'জনতা' একটি নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করে। এইটি হলো শ্রমিকশ্রেণিবিরোধী সুবিধাবাদী পাতি-বুর্জোয়াশ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গি। দ্বিতীয়টি হলো যেহেতু সামাজিক বিকাশ একটি প্রক্রিয়া যা পরিবর্তনের নিয়ম অনুযায়ী এবং তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে ঘটে, অতএব 'ব্যক্তি কিছুই করতে পারে না' reduces the role of the individual in history to nothing)। এটা হলো পুঁজিবাদের পক্ষে যাঁরা সাফাই গায়, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি। ক্রুশ্চেভের সংশোধনবাদী নেতৃত্ব 'ব্যক্তি-পূজা'-র বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে কার্যত এই অবস্থান গ্রহণ করেছিল, কারণ তাঁরা ব্যক্তি নেতৃত্বের গুরুত্বকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করতে শুরু করে এবং স্তালিনের কোন অবদানকেই স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করে। একজন 'মহান' ব্যক্তি এই জন্য 'মহান' নয় যে, তাঁর ব্যক্তিগত গুণাবলি মহান ঐতিহাসিক ঘটনাবলির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলি জন্ম দেয়, কিন্তু তার কারণ হলো তাঁর এমন গুণাবলি রয়েছে যা তাকে তাঁর সময়ের মহান সামাজিক চাহিদাগুলি পূরণ করতে সবচেয়ে বেশি সক্ষম করে তোলে, যে প্রয়োজনগুলি সাধারণ (general) এবং বিশেষ (particular) কারণগুলির (causes) ফলে উদ্ভূত হয়েছে। এই হলো মার্কসীয় ধারণা এবং সেই অর্থে এবং ততদূর পর্যন্ত ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকাকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করা যাবে না। ব্যক্তির ভূমিকা সম্পর্কে স্তালিনের ভাবনা ছিল এটাই। জার্মান গ্রন্থাকার এমিল লুডউইগ (Emil Ludwig) এর সাথে আলোচনায় স্তালিন বলেছিলেন,

> 'মার্কসের বই "দর্শনের দারিদ্র্য" এবং তাঁর অন্যান্য রচনায় আপনি দেখতে পাবেন যে, এটি বলা হয়েছে যে জনগণই ইতিহাস তৈরি করে। তবে অবশ্যই মানুষ তাদের কল্পনাপ্রসূত ভাবনা বা আকাশকুসুম কিছু যা অভিনব বলে তাদের কাছে আকর্ষণীয় মনে হয় তাই দিয়ে তৈরি করে না। প্রতিটি নতুন প্রজন্ম আগে থেকেই প্রজন্মের জন্মের সময় প্রস্তুত থাকা বিদ্যমান নির্দিষ্ট শর্তের মুখোমুখি হয়। এবং মহান ব্যক্তিরা কেবলমাত্র সেই অর্থে যোগ্য যে তাঁরা কীভাবে পরিবর্তন করবেন তা বুঝার জন্য এই শর্তগুলিকে সঠিকভাবে বুঝতে সক্ষম হন। যদি তাঁরা এই শর্তগুলি বুঝতে ব্যর্থ হন এবং তাদের আকাশ-কুসুম কল্পনার অনুসারে সেইগুলো পরিবর্তন করতে চান তবে তাঁরা নিজেরাই ডন কুইক্সোটের পরিস্থিতির মুখোমুখি হবেন।'

ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকা এবং ব্যক্তির সীমাবদ্ধতা উভয় দিক সম্পর্কে স্তালিন সচেতন ছিলেন, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তিনি শুধু তত্ত্বগতভাবে ব্যক্তি-পূজাকে অপছন্দ করতেন তাই নয়, এটা তাঁর কাছে নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দের বিষয় ছিল না। তিনি সাংস্কৃতিকভাবেই ব্যক্তি-পূজার আচরণ থেকে মুক্ত ছিলেন, যে কারণে আমরা তাঁর জীবনাচরণের কিছু নিদর্শন ইতিমধ্যেই উল্লেখ করেছি।

যাই হোক, ঐতিহাসিক তথ্য থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে, সোভিয়েত সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিপূজার উদ্ভবের দুইটি উৎস মুখ ছিল। প্রথমটি অবশ্যই বহু শতাব্দী প্রাচীন শোষণ, যন্ত্রণা, গ্লানির হাত থেকে মুক্তি পেয়ে সাংস্কৃতিক মানের দিক থেকে পিছিয়ে থাকা সর্বহারা মানুষদের স্বতঃস্ফূর্ত কৃতজ্ঞতা ও উচ্ছাসের প্রকাশ। সাধারণ মানুষের এই আকাঙ্ক্ষাকে স্বয়ং স্তালিন বলেছেন যে সামন্ত সংস্কৃতির প্রভাব থেকে মুক্ত হতে না পারাই হলো তার কারণ। কোন ব্যক্তি নেতার ভূমিকাকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া এবং তার অতিরঞ্জিত অভিব্যক্তির প্রকাশ যে অভিপ্রেত সর্বহারা সাংস্কৃতিক মানের প্রকাশ নয় সেকথা প্রকাশ্যে স্তালিন বলেছেন, তিরস্কার করেছেন, এমনকি দলের কমিটিতে তার বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব নিয়েছেন। তারপরেও জনতার স্তরে যা ছিল তা পছন্দ না হলেও সামাজিক-সাংস্কৃতিক বাস্তবতার কারণে তার প্রতি স্তালিনের সহনশীল মনোভাব ছিল।

দ্বিতীয় উৎস মুখটি ছিল ষড়যন্ত্রের অংশ বিশেষ এবং দল ও সমাজতন্ত্রের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। স্তালিন যে কথা উল্লেখ করেছিলেন যে যাঁরা সমাজতন্ত্রকে ধ্বংস করতে চায় (wreckers), যাঁরা অন্তর্ঘাতমূলক কাজ করার জন্য দলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে, তাঁরাও এই কাজটি করে চলেছে এবং কোনভাবেই তাকে প্রতিহত করা যাচ্ছে না। এত বছর পরে, আমরা বুঝতে পারি যে স্তালিনের সেই অনুমান মিথ্যা ছিল না। কারণ দেখা গেল যে বিংশতি কংগ্রেসে ক্ষমতায় এসেই যাঁরা স্তালিনের মুণ্ডুপাত করতে শুরু করে তাঁরাই পূর্বে চাটুকারিতার চূড়ান্ত করেছিল। বিংশতি কংগ্রেসের ব্যক্তি-পূজার বিরুদ্ধে নেওয়া প্রস্তাবকে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এবং কমরেড মাও স্বাগত জানিয়েছিলেন। কিন্তু দলের অভ্যন্তরে ব্যক্তি-পূজার সংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়াই আর ব্যক্তি স্তালিনের অবদানকে নির্মূল করার লড়াই এক না। সংশোধনবাদী ক্রুশ্চেভ, তার পরবর্তী উত্তরসূরীরা ব্যক্তিপূজার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নাম করে শুধু স্তালিনের বিরুদ্ধে নয়, লড়াই শুরু করেছিল সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে। কমরেড মাও সেই সময়ই বলেছিলেন যে, স্তালিনকে বাতিল করা দিয়ে শুরু হলেও অচিরেই এই লড়াই লেনিনকে বাতিল করার দিকে যাবে। আজ সেই পরিণতিকেই সত্য বলে ইতিহাস প্রমাণ করেছে।

স্তালিনের বিরুদ্ধে 'লেনিনের উইল' চেপে রাখার অভিযোগ প্রসঙ্গে

ক্রুশ্চেভ এই রিপোর্টে স্তালিনের বিরুদ্ধে তাঁর তোলা অভিযোগের যথার্থতা প্রমাণ করতে লেনিনকে ব্যবহার করেছেন এবং তথাকথিত 'লেনিনের শেষ ইচ্ছাপত্র' (Lenin's last testament) নামে দলিল অধিবেশনে পাঠ করে অসততার আশ্রয় নিয়ে বুঝাতে চেয়েছেন যে, স্তালিন সম্পর্কে তিনি যা বলছেন লেনিনও সেই ধারণাই পোষণ করতেন। ক্রুশ্চেভ এমনভাবে বিষয়টিকে উপস্থিত করেন যে মৃত্যুর আগে কংগ্রেসের উদ্দেশ্যে লেখা লেনিনের এই চিঠি অত্যন্ত গোপন বিষয়, কারণ এতদিন স্তালিন সেইসব লুকিয়ে রেখে দলের সদস্যদের এই সম্পর্কে কিছু জানতে দেননি। আশ্চর্য্যের বিষয় যে এই মিথ্যা অভিযোগ করত ট্রটস্কি এবং তাঁর গড়া চতুর্থ আন্তর্জাতিকের মুখপত্র 'নিউ ইন্টারন্যাশনাল'। প্রথমেই একটি কথা বলে নেওয়া ভালো যে, যে দলিলের কথা বলা হচ্ছে

সেটা বুর্জোয়া বিশ্বে বর্তমান সময়ে 'লেনিনের শেষ ইচ্ছাপত্র' নামেই সমধিক পরিচিত, যার উৎপত্তি ঘটেছিল ১৯২৫ সালে ইস্টম্যান নামে এক আমেরিকানের লেখা প্রবন্ধ থেকে। বলশেভিকদের কাছে এই দলিলের পরিচিতি ছিল 'কংগ্রেসের উদ্দেশ্যে লেনিনের চিঠি' হিসাবে, স্তালিন ১৯২৭ সালের জয়েন্ট প্লেনামের ভাষণে যে কারণে উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে ব্যবহার করেছেন 'will'। ১৯৩৪ সালের পর থেকে স্তালিনবিরোধী ট্রটস্কাইটদের মধ্যে এই নাম অত্যন্ত উৎসাহের সাথে ব্যবহৃত হতে থাকে, কারণ ঐ বছরে ট্রটস্কির লেখা 'On Lenin's Testament' শিরোনামে একটি বই প্রকাশিত হয়। ১৯৫৬ সালের ভাষণে ক্রুশ্চেভ আসলে ট্রটস্কিপন্থিদের এই অভিধা ব্যবহার করেছেন।

কিন্তু এই 'লাস্ট টেস্টামেন্ট' শব্দবন্ধের উৎপত্তি, এই সম্পর্কে ট্রটস্কির বিভিন্ন সময়ের বক্তব্যের অসামঞ্জস্যতা, ক্রুশ্চেভের বয়ান ইত্যাদি বিশ্লেষণ করলেই বুঝা যাবে ক্রুশ্চেভের কপটতা ও অসততা। ম্যাক্স ইস্টম্যান নামে একজন আমেরিকান কবি, লেখক এবং সাংবাদিক বিপ্লবের পরে পরেই রাশিয়াতে এসেছিলেন এবং রাশিয়ান ভাষা শিখেছিলেন। তার সম্পর্কে ট্রটস্কি লিখেছেন-

'আমেরিকার জাতীয় জনগণের সামনে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রকে আরও ভালো এবং আরও বেশি আশ্বাসযোগ্য হিসাবে তুলে ধরার জন্য আমাদের অভ্যন্তরীণ জীবনের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগে এসেছিলেন।... ম্যাক্স ইস্টম্যান ১৯২৩ সালে বিরোধী গোষ্ঠীর (অর্থাৎ বলশেভিক কেন্দ্রীয় কমিটিতে যাঁরা সেই সময় "অপজিশন" নামে অভিহিত হতেন) পক্ষ অবলম্বন করেন এবং এই গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ওঠা রাজনৈতিক অভিযোগ এবং বিশেষত কটুক্তি এবং অপবাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে সেই গোষ্ঠীকে সমর্থন করেছিলেন।' (ট্রটস্কি, ১৯২৮) সেই সময় এই বিরোধী গোষ্ঠীর অন্যতম নেতা ছিলেন ট্রটস্কি। মজার ঘটনা হলো ম্যাক্স ইস্টম্যান সোভিয়েতের বাইরে গিয়ে ১৯২৫ সালে 'Since Lenin Died' শিরোনামে একটি বই লিখেছিলেন। সেই বইতে তিনি প্রথম 'Lenin's Testament' শব্দবন্ধ ব্যবহার করেছিলেন। সেই সময় (জুলাই, ১৯২৫) ইস্টম্যানের বইয়ের বক্তব্যের সমালোচনা করে 'Letter on Eastman's Book' শিরোনামে নিবন্ধ প্রকাশ করেন ট্রটস্কি। নিবন্ধে 'টেস্টামেন্ট' শব্দবন্ধকেই তিনি আপত্তিজনক বলেছিলেন এবং কমিউনিস্ট পার্টি ও সদস্যদের মধ্যে যে সম্পর্ক তার সাপেক্ষে তাকে অর্থহীন বলেছিলেন। আমরা পড়ি সেদিন সেখানে তিনি কী বলেছিলেন,

> 'ইস্টম্যান বেশ কয়েকটি জায়গায় দাবি করেছেন যে, কেন্দ্রীয় কমিটি লেনিনের জীবনের শেষ সময়ে লেখা অসাধারণ গুরুত্বের প্রচুর নথি পার্টির কাছে "গোপন" করেছে। (কথিত নথিগুলি হলো জাতীয় প্রশ্ন, বিখ্যাত "টেস্টামেন্ট" ইত্যাদি চিঠি) এটি আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে বিশুদ্ধ অপবাদ। ইস্টম্যানের বক্তব্য থেকে এই ধারণা প্রকাশ পায় যে লেনিন এই চিঠিগুলি, যেগুলি পরামর্শ দেওয়ার চরিত্রের এবং পার্টি অভ্যন্তরীণ সংগঠন সংক্রান্ত, সেগুলি

লেনিন প্রকাশ করার উদ্দেশ্য নিয়ে লিখেছিলেন। এটা মোটেও বাস্তব তথ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

লেনিন তাঁর অসুস্থতার সময় ঘনঘন পার্টির নেতৃস্থানীয় কমিটি এবং কংগ্রেসের কাছে চিঠি এবং প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। এটা অবশ্যই বলা উচিত যে, এই সমস্ত চিঠি এবং পরামর্শগুলি সর্বদা যাদের উদ্দেশ্যে লেখা সেই সেই গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল এবং সেগুলি সমস্তই দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ কংগ্রেসে প্রতিনিধিদের কাছে পেশ করা হয়েছিল এবং পার্টির সিদ্ধান্তের উপর সর্বদা সেগুলোর জ্ঞাতব্য বিষয় প্রভাব রেখেছে। যদি এই সমস্ত চিঠিগুলি প্রকাশিত না হয়, তবে এর কারণ হলো তাদের লেখক সেগুলি প্রকাশ করতে চাননি। কমরেড লেনিন কোনো "টেস্টামেন্ট" রেখে যাননি; পার্টির সাথে তাঁর সম্পর্কের যে চরিত্র এবং পার্টির নিজস্ব চরিত্রও এই ধরনের একটি "টেস্টামেন্ট" রেখে যাওয়ার সম্ভাবনাকে বাদ দেয়। বুর্জোয়া এবং মেনশেভিক প্রেস সাধারণত কমরেড লেনিনের লেখা চিঠিগুলির মধ্যে একটিকে "টেস্টামেন্ট" অভিধায় বুঝে (যার বক্তব্য আবার তাঁরা এতটাই বদলেছে যে প্রায় চেনা যায় না), যে চিঠিতে তিনি পার্টিকে কিছু সাংগঠনিক পরামর্শ দিয়েছেন। ত্রয়োদশ পার্টি কংগ্রেস এটি এবং অন্যান্য চিঠি সর্বাধিক মনোযোগ সহকারে বিবেচনা করেছে এবং উপযুক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে। তাকে গোপন করা হয়েছে বা বিকৃত করা হয়েছে বলে "টেস্টামেন্ট" নাম দিয়ে সমস্ত কথাবার্তা কমরেড লেনিনের প্রকৃত ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং তাঁর দ্বারা সৃষ্ট পার্টির স্বার্থের বিরুদ্ধে পরিচালিত একটি ঘৃণ্য মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়।'

তাহলে ট্রটস্কির ১৯২৫ সালের লেখা থেকে জানা যাচ্ছে যে, (১) তিনি মনে করেন কমিউনিস্ট পার্টিতে সদস্যদের সাথে পার্টির যেমন সম্পর্ক তাতে 'লাস্ট টেস্টামেন্ট' বা 'শেষ উইল' জাতীয় কিছু হতে পারে না এবং লেনিনের ক্ষেত্রেও সেটা প্রযোজ্য, (২) লেনিনের শেষ উইল বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই, যার কথা উল্লেখ করা হচ্ছে সেটা আসলে চিঠি, (৩) লেনিন মৃত্যুর আগে পার্টির বিভিন্ন স্তরের নেতা, কমিটি বা কংগ্রেসের কাছে সাংগঠনিক বিষয়ে অনেক চিঠি দিয়েছেন এবং সেইগুলো যে কমরেড বা যে কমিটির পাওয়ার কথা তাদেরকে দেওয়া হয়েছে, (৪) এই চিঠিগুলির মধ্যে যেগুলো বাইরে প্রকাশ করা হয়নি, সেইগুলো আসলে লেনিন প্রকাশ করার জন্য লেখেননি বলে প্রকাশ করা হয়নি, (৫) যাঁরা 'লাস্ট টেস্টামেন্ট' অভিধা দিয়ে যা প্রচার করছেন সেইগুলো ঘৃণ্য মিথ্যা ছাড়া আর কিছু নয়। অথচ এই ট্রটস্কি ১৯৩২ সালে একটা নিবন্ধ লিখলেন যার শিরোনাম দিলেন 'On Lenin's Testament', সেইটি তাঁর গড়া চতুর্থ আন্তর্জাতিকের মুখপত্র 'নিউ ইন্টারন্যাশনাল'-এর ১৯৩৪ সালের জুলাই এবং আগস্ট মাসের দুই সংখ্যায় প্রকাশ করলেন এবং আশ্চর্য্যজনক যে, একটি প্যামফ্লেট প্রকাশ করলেন যার শিরোনাম দিলেন 'On the Suppressed Testament of Lenin'-যার অর্থ হলো স্তালিন লেনিনের সেই

তথাকথিত 'উইল' চাপা দিয়ে রেখেছেন। ট্রটস্কির দুই সময়ের দুই নিবন্ধ থেকেই প্রমাণিত যে ট্রটস্কি নির্জলা মিথ্যা কথা বলেছেন। যে চিঠি স্তালিন লেনিনের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে দ্বাদশ কংগ্রেস (১৭-২৫ এপ্রিল, ১৯২৩) এবং মৃত্যুর অব্যবহিত পরে ত্রয়োদশ কংগ্রেসের (২৩-৩১ মে, ১৯২৪) প্রতিনিধিদের সামনে বিবেচনার জন্য পেশ করেছিলেন, যে দুই কংগ্রেসে ট্রটস্কি নিজে উপস্থিত ছিলেন, সেটা কীভাবে চেপে যাওয়া বুঝায়?

ক্রুশ্চেভ বিংশতি কংগ্রেসের গোপন ভাষণে ট্রটস্কির সেই মিথ্যা কথাই পুনরুচ্চারণ করেছেন এবং বুর্জোয়া মিডিয়া সেই মিথ্যাকে আশ্রয় করে স্তালিনের ভাবমূর্তিকে সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত কালিমালিপ্ত করে আসছে। লেনিনের 'উইল' চেপে রাখার অভিযোগটি ১৯২৭ সালের জয়েন্ট প্লেনামে ২৩ অক্টোবর উত্থাপিত হয় এবং স্বয়ং স্তালিন তার উত্তর দিয়েছিলেন। সমস্ত প্রতিনিধিদের সামনে তিনি বলেন,

> 'কমরেডস, আমার হাতে বেশি সময় নেই, তাই আমি ভিন্ন প্রশ্নের প্রসঙ্গ আলোচনা করব। সবার আগে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ সম্পর্কে বলি। আপনারা এখানে শুনছেন যে, বিরোধীরা কতটা আন্তরিকতার সাথে স্তালিনকে গালাগাল করেছেন, তাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে নিন্দা বর্ষণ করেছেন।...
>
> এখন লেনিনের "উইল" সম্পর্কে বলি। "অপজিশনিস্টরা" এখানে চিৎকার করে বলছিল—আপনারা তাদের চিৎকার শুনেছেন—যে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি লেনিনের "উইল" লুকিয়ে রেখেছে। কেন্দ্রীয় কমিটি এবং কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল (নিয়ন্ত্রণ) কমিশনের প্লেনামে আমরা এই প্রশ্নটি বেশ কয়েকবার আলোচনা করেছি, আপনারা জানেন। (একজনের কণ্ঠস্বর: "অনেক বার") এটা প্রমাণিত এবং আবার প্রমাণিত হয়েছে যে কেউ কিছু গোপন করেনি, লেনিনের "উইল" ত্রয়োদশ পার্টি কংগ্রেসে বিবেচনা করা হয়েছিল, এই "উইল" কংগ্রেসে পাঠ করা হয়েছিল (একজনের কণ্ঠস্বর: "এটা ঠিক!"), কংগ্রেস সর্বসম্মতিক্রমে এটি প্রকাশ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কারণ, অন্যান্য কিছু বিষয়ের সাথে, লেনিন নিজেই এটি প্রকাশ করতে চাননি এবং এটি প্রকাশ করতে বলেননি। আমরা যেমন জানি "অপজিশনিস্টরা"ও এসব জানে। তবুও, তাঁরা কেন্দ্রীয় কমিটি "উইল" "আড়াল" ("concealing") করছে বলে চিৎকার করার ধৃষ্টতা দেখাতে পারে।
>
> বলা হয় যে, সেই "উইল"-এ কমরেড লেনিন কংগ্রেসকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে স্তালিনের "রূঢ়তার" পরিপ্রেক্ষিতে স্তালিনের জায়গায় অন্য কমরেডকে সাধারণ সম্পাদক পদে বসানোর প্রশ্নটি বিবেচনা করা উচিত। কথাটা একদম সত্যি। হ্যাঁ, কমরেডস, আমি তাদের প্রতি অভদ্র যাঁরা নিষ্ঠুরভাবে এবং বেপরোয়াভাবে পার্টিকে ধ্বংস করে এবং বিভক্ত করে। আমি এটা কখনও গোপন করিনি এবং এখনও এটি গোপন করছি না। স্প্লিটারগুলির সাথে ব্যবহারের

জন্য সম্ভবত কিছু মৃদুতা প্রয়োজন, তবে সে ব্যাপারে আমি একেবারে অকেজো। ত্রয়োদশ কংগ্রেসের পর কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামের প্রথম বৈঠকেই আমি কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামকে বলি সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব থেকে আমাকে অব্যাহতি দিতে। কংগ্রেস নিজেই এই প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছে। প্রতিটি প্রতিনিধিদলের সাথে পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করা হয়েছিল এবং ট্রটস্কি, কামেনেভ এবং জিনোভিয়েভসহ সকল প্রতিনিধি সর্বসম্মতভাবে স্তালিনকে তার পদে থাকতে বাধ্য করেছিলেন।

আমি কি করতে পারতাম? আমার দায়িত্ব পরিত্যাগ করে পালাতাম? সেটা আমার স্বভাব নয়; আমি কখনই কোন পদের কর্তব্য-কর্ম পরিত্যাগ করে পালাইনি এবং আমার তা করার কোন অধিকার নেই, কারণ এটি হবে যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পলায়ন। আমি আগেই বলেছি, আমি মর্জি মতো চলার মুক্ত-এজেন্ট নই এবং পার্টি যদি আমার উপর কোনো দায়িত্বের বাধ্যবাধকতা আরোপ করে, তখন তা আমাকে অবশ্যই পালন করতে হবে।

এক বছর পরে আমি আবার প্লেনামের কাছে আমাকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করি, কিন্তু আমি আবার আমার পদে থাকতে বাধ্য হলাম।

আমি আর কী করতে পারি?

"উইল" প্রকাশের বিষয়টি হলো এই যে কংগ্রেস এটি প্রকাশ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, কারণ এই চিঠি কংগ্রেসের বিবেচনার জন্য লেখা হয়েছিল এবং প্রকাশ করার উদ্দেশ্য লেনিনের ছিল না।' (ওয়ার্কস, ১০, ১৭৭)

১৯৩৪ সালে ট্রটস্কির প্রকাশিত পুস্তিকা 'On the Suppressed Testament of Lenin' যে কতবড় প্রতারণা তার আর একটি প্রমাণও উল্লেখযোগ্য। শুধু দলের কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের সামনে নয়, এমনকি ১৯২৭ সালের ১৭ নভেম্বর, অর্থাৎ অক্টোবরের প্লেনামের পর, স্তালিন নিজেই আন্তর্জাতিক প্রেস করেসপন্ডেন্সে খোলাখুলিভাবে লেনিনের টেস্টামেন্টের প্রসঙ্গে বলেছেন।

'যে "টেস্টামেন্ট"-এর কথা বলছেন, এটা বলা হয় যে, সেখানে লেনিন পার্টি কংগ্রেসকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, স্তালিনের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার প্রশ্নটি বিবেচনা করা এবং তার জায়গায় অন্য কমরেডকে পার্টির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নিয়োগ করার বিষয়ে চিন্তাভাবনা করা উচিত। এই কথা সম্পূর্ণ সত্য।'

আশ্চর্য্য, স্তালিনের আন্তর্জাতিক প্রেস করেসপন্ডেন্সে বলা এই তথ্য অনেক জায়গাতেই পাওয়া যায়, এমনকি ট্রটস্কির চতুর্থ আন্তর্জাতিক দলিলেও তার উল্লেখ আছে। তাহলে স্তালিন কোথায় লুকিয়েছেন লেনিনের চিঠি বা চিঠির বিষয়বস্তু?

যাই হোক, এবার আমরা দেখি সেই তথাকথিত 'লেনিনের শেষ উইল' নিয়ে বিংশতি কংগ্রেসে ক্রুশ্চেভ কী বলেছিলেন এবং 'লেনিনের শেষ উইল' বলে অভিহিত চিঠি বলতে কোন কোন চিঠি এবং তাতেই বা কী আছে। লেনিনের 'উইল' বলতে তিনটে চিঠি :

প্রথম, লেনিন পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এবং কংগ্রেসের বিবেচনার জন্য ২৫ ডিসেম্বর ১৯২২ সালে একটি চিঠির বয়ান তৈরি করেন এবং তার ১০ দিন বাদে ১৯২৩ সালের জানুয়ারি মাসের ৪ তারিখে তার সাথে 'পুনশ্চ' বলে একটি সংযোজন যুক্ত করেন। আমরা জানি দলের দ্বাদশ কংগ্রেসের তখন প্রস্তুতি চলছিল।

দ্বিতীয় চিঠিটি লেনিনের লেখা নয়, এইটি তাঁর স্ত্রী কমরেড ক্রুপস্কায়ার কামেনেভকে লেখা যার প্রতিলিপি ক্রুপস্কায়া একই সাথে জিনোভিয়েভকে দিয়েছিলেন। কামেনেভ তখন পলিটব্যুরোর সভাপতি পদে ছিলেন।

তৃতীয় চিঠিটি স্তালিনকে লেখা লেনিনের চিঠি। প্রথম চিঠিতে কমরেড লেনিন আসন্ন পার্টি কংগ্রেসে কয়েকটি সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছিলেন, কারণ তিনি তাঁর অবর্তমানে ট্রটস্কি ও স্তালিনের পারস্পরিক সম্পর্কের কারণে দলে ভাঙনের আশঙ্কা রোধ করতে চেয়েছিলেন। সেই প্রসঙ্গের আলোচনায় কেন্দ্রীয় কমিটির কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ নেতার দোষ-গুণের কথা উল্লেখ করেছিলেন, যার একজায়গায় স্তালিন সম্পর্কে উল্লেখ করেছিলেন যে,

> 'সেক্রেটারি জেনারেলের পদ গ্রহণের পর, কমরেড স্তালিন তার হাতে অপরিমেয় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করেছেন এবং তিনি সর্বদা প্রয়োজনীয় যত্ন সহকারে এই ক্ষমতা ব্যবহার করতে সক্ষম হবেন কিনা সেই বিষয়ে আমি নিশ্চিত নই।'

তারপর যে চিঠিতে সংযোজন যুক্ত করেছিলেন তাতে লিখেছিলেন–

> 'স্তালিন অত্যধিক রূঢ় এবং তাঁর এই ত্রুটি, যা আমাদের মধ্যে এবং আমাদের পরিচিত কমিউনিস্টদের মধ্যে অবাধে সহ্য করা যায়, কিন্তু সাধারণ সম্পাদক পদে আসীন একজনের জন্য এটি এমন একটি ত্রুটি হয়ে ওঠে যা সহ্য করা যায় না। এই কারণে, আমি প্রস্তাব করি যে কমরেডরা এমন একটি পদ্ধতিটি বিবেচনা করুন যার মাধ্যমে স্তালিনকে এই পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া যাবে এবং তার মাধ্যমে অন্য এমন একজন কমরেডকে এই পদের জন্য নির্বাচিত করা যাবে, যিনি অন্য সমস্ত গুণের দিক থেকে স্তালিনের মতো কিন্তু শুধুমাত্র একটি গুণে স্তালিনের থেকে ভিন্ন হবেন, যথা, একটু বেশি সহনশীল, একটু বেশি নমনীয়, একটু বেশি সহৃদয় এবং কমরেডদের প্রতি আর একটু বেশি বিবেচনার মনোভাবসম্পন্ন, একটু কম মেজাজ ইত্যাদি।'

বিংশতি কংগ্রেসে এই চিঠি উত্থাপন করতে গিয়ে ক্রুশ্চেভ বললেন,

> 'ভি. আই. লেনিন পার্টি এবং সোভিয়েত রাষ্ট্রের ভবিষ্যত পরিণতি

নিয়ে ভয়ে, স্তালিনের চরিত্রের একটি সম্পূর্ণ সঠিক মূল্যায়ন করেছিলেন এবং উল্লেখ করেছিলেন যে, স্তালিনকে সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে সরানোর প্রশ্নটি বিবেচনা করা প্রয়োজন কারণ স্তালিন অত্যধিক অভদ্র, তার কমরেডদের প্রতি মনোভাব যথাযথ নয়, তিনি মেজাজি এবং তিনি ক্ষমতার অপব্যবহার করেন।...

এই চিঠিটি-একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দলিল, যা পার্টির ইতিহাসে লেনিনের "টেস্টামেন্ট" হিসাবে পরিচিত-২০তম পার্টি কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। আপনারা এটি পড়েছেন এবং নিঃসন্দেহে এটি একাধিকবার পড়বেন। লেনিনের সরল কথার অনুরণন আপনাদের মধ্যে হয়তো ধরা পড়বে যেখানে পার্টি, জনগণ, রাষ্ট্র এবং পার্টির নীতির ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা নিয়ে ভ্লাদিমির ইলিচের উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।'

ক্রুশ্চেভ লেনিনের মুখে নিজের কথা বসিয়ে দিয়ে অভিযোগ করছেন। চিঠিতে লেনিন কোথাও বলেননি স্তালিন ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন, বলেছেন 'সর্বদা প্রয়োজনীয় যত্ন সহকারে এই ক্ষমতা ব্যবহার করতে সক্ষম হবেন কিনা সেই বিষয়ে আমি নিশ্চিত নই।' দ্বিতীয়ত, ক্রুশ্চেভ বলছেন যে, বলশেভিক ইতিহাসে নাকি এই দলিল 'টেস্টামেন্ট' হিসাবে পরিচিত, যা সর্বৈব মিথ্যা কথা। আমরা আগেই বলেছি যে, আসলে এটা ট্রটস্কিপন্থিদের আবিষ্কৃত শব্দবন্ধ এবং আমেরিকার বুর্জোয়া স্কুলের ব্যবহৃত কথা। এটা ধারণাগতভাবে সর্বহারা সংস্কৃতির সঙ্গে বেমানান, লেনিন প্রসঙ্গে তো আরও বেশি বেমানান। আমরা আগেই বলেছি যে, স্তালিন এইসব চিঠির কোনটাই লুকিয়ে রাখেননি, একাধিক সময়ে প্লেনামে বা কংগ্রেসে উত্থাপন করেছেন এবং প্রতিনিধিদের লেনিনের কথা অনুযায়ী দ্বিতীয় কোন ব্যক্তিকে সাধারণ সম্পাদক করার আহ্বান করেছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস স্তালিনকে যোগ্য মনে করে তাকেই নির্বাচিত করেছে। ক্রুশ্চেভ তো সেই কংগ্রেসে ছিলেন, তার নাম তো প্রস্তাব হতে পারত, কিন্তু কেউ করেনি। এই কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, সেই সময় কেন্দ্রীয় কমিটিতে স্তালিনের সমর্থক গোষ্ঠী যে সংখ্যার বিচারে সংখ্যালঘু ছিল তার তো বহু তথ্য স্তালিনবিরোধীদের লেখাতেই আছে। যেমন, কমিউনিজমের এবং স্তালিনের কট্টরবিরোধী Paul R. Grogory সোভিয়েতের গোপন আর্কাইভ ঘেঁটে যে বই লিখেছেন তাতে তিনি উল্লেখ করেছেন যে এই পর্বে, অর্থাৎ ১৯২২ সাল থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত, স্তালিন যখন তাঁর পরিবর্তে অন্য কাউকে সম্পাদক করার কথা বলছেন তখন স্তালিনের প্রস্তাবও সময় সময় ভোটে পরাস্ত হতো–'Stalin relied heavily on his allies; Stalin's policy recommendations could still be voted down occasionally; and he insisted on at least the appearance of collegial decision making.' (গ্রেগরি, ২০০৪, ২৬৯)

অন্য যে দুটো চিঠির কথা উল্লেখ করে ক্রুশ্চেভ দাবি করেছেন যে তিনি নতুন তথ্যের উন্মোচন ('revelation') করছেন, যা দলের অন্য কেউ এতদিন জানত না, সেটাও ডাহা

মিথ্যা কথা। উন্মোচন বলতে যা বুঝায় তেমন কিছুই তিনি করেননি। নেতৃত্বের যে স্তরে এই বিষয়গুলো জানার কথা ছিল, তাঁরা সকলেই জানতেন। আর, ক্রুপস্কায়া চিঠি তো দিয়েছিলেন পলিটব্যুরোর চেয়ারম্যান হিসাবে কামেনেভকে এবং জিনোভিয়েভকেও, স্তালিনকে নয়। তাহলে, স্তালিন সে চিঠি লুকাবেন কীভাবে? বিষয় হলো সেই চিঠি নিয়ে সংশ্লিষ্ট কমিটিতে আলোচনা হয়েছে, সিদ্ধান্ত হয়েছে এবং কমিটি স্তালিনকে এইজন্য দোষারোপ করা প্রয়োজন বলে মনে করেনি। ট্রটস্কির নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় কমিটি ও পলিটব্যুরোতে তখনই 'অপজিশন' নামে স্তালিনের বিরোধী গ্রুপ সক্রিয় ছিল। (ইস্টম্যানের উপর ক্রুশ্চেভের লেখা, যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, সেখানেই এই অপজিশনের কথা ট্রটস্কি লিখেছেন।) কেন স্তালিনকে দোষারোপ করেনি? সেটা বুঝার জন্য ঘটনার প্রেক্ষিত খুব গুরুত্বপূর্ণ, যা চতুর ক্রুশ্চেভ চেপে গিয়েছেন। ক্রুপস্কায়ার কামেনেভকে লেখা চিঠির তারিখ হলো ২৩ ডিসেম্বর, ১৯২২ এবং লেনিনের স্তালিনকে লেখা চিঠির তারিখ হলো ৫ মার্চ, ১৯২৩, আর যে ঘটনার প্রেক্ষিতে এই চিঠি তা ঘটেছিল ২২ ডিসেম্বর ১৯২২ । সেই বছরের মে-মাসের ২৫ তারিখে লেনিনের প্রথম মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ (stroke) হয় এবং তাঁর শরীরের কোন কোন অঙ্গ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে। চিকিৎসকরা পরামর্শ দিয়েছিলেন যে এমন কোন বিষয় লেনিনের সাথে আলোচনা করা যাবে না যাতে তিনি উত্তেজিত হয়ে পড়েন। লেনিনের স্বাস্থ্য নিয়ে ক্রমেই উদ্বেগ বেড়ে চলে এবং ১৮ ডিসেম্বর পলিটব্যুরোর সভা আহ্বান করা হয়। সেখানে এই মর্মে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় যে, লেনিনের পরিচিতজন, পারিবারিক আত্মীয়-স্বজন, সেক্রেটারিরা এবং তাঁর পরিচারিকাদের কেউ লেনিনের সঙ্গে রাজনৈতিক কোন বিষয় উত্থাপন করতে বা রাজনীতিসংক্রান্ত কোন কাগজ-পত্র দেখাতে পারবে না। এই ব্যবস্থা কার্যকর করার জন্য এবং লেনিনের স্বাস্থ্যসংক্রান্ত সমস্ত বিষয় দেখার দায়িত্ব পলিটব্যুরো কমরেড স্তালিনের উপর ন্যস্ত করে। ২২ ডিসেম্বর লেনিনের 'ম্যাসিভ স্ট্রোক' হয় এবং তাঁর শরীর ডানদিক পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে সম্পূর্ণ নিঃসাড় হয়ে যায়। স্তালিন জানতে পারেন যে ক্রুপস্কায়া পার্টির নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে লেনিনের সাথে কথা বলার সময় এমন কোন রাজনীতিসংক্রান্ত বিষয় উত্থাপন করেছিলেন, যার কারণে লেনিন উত্তেজিত হয়ে পড়েন। ক্রুপস্কায়ার রাজনৈতিক বিষয়ে আলোচনার প্রেক্ষিতে লেনিন একটি চিঠি ডিকটেট করতে চান এবং সেইটি ক্রুপস্কায়া তাঁর পাশে বসে নোট করেন। এরপরেই লেনিনের 'ম্যাসিভ স্ট্রোক' হয়। ঘটনা জানার পর স্তালিন ক্রুপস্কায়াকে ফোন করেন এবং তাকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, দলের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার জন্য পার্টির কন্ট্রোল কমিশন তাকে বিচারের আওতায় আনতে পারে। এমন ধমক খেয়ে ক্রুপস্কায়া স্তালিনের রূঢ় ব্যবহারে দুঃখ পেয়ে কামেনেভের কাছে অভিযোগ জানান। তাঁর চিঠিটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা হলো :

> লেভ বরিসভিচ,
>
> যেহেতু আমাকে ডিকটেট করা লেনিনের একটা ছোট চিঠি আমি চিকিৎসকদের অনুমতি নিয়ে নোট নিয়েছি, সেইহেতু স্তালিন গতকাল ক্ষোভে ফেটে পড়ে আমার সাথে অস্বাভাবিক রূঢ় ব্যবহার করেছেন।

> দলে এটা আমার প্রথম দিন নয়। এই দীর্ঘ ৩০ বছরে আমি কোন কমরেডের কাছ থেকেই এমন একটি রূঢ় শব্দও শুনিনি। দলের কাজ এবং ইলিচ স্তালিনের কাছে যতটা প্রিয় আমার কাছে তার চেয়ে কম প্রিয় নয়। এই মুহূর্তে আমার সবচেয়ে বেশি আত্ম-নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। ইলিচের সাথে কোন কোন বিষয়ে আলোচনা করা উচিত, আর কোন কোন বিষয়টা নয় তা আমি যে কোন চিকিৎসকের থেকে ভালো বুঝি, কারণ আমি জানি কোন বিষয়টা তাঁর স্নায়ুর পক্ষে পীড়াদায়ক আর কোনটা নয়, অন্তত স্তালিনের চেয়ে ভালো বুঝি। আমি ভি. আই-এর অতি ঘনিষ্ঠ কমরেড হিসাবে তোমার এবং গ্রেগরির (জিনোভিয়েভ) স্মরণাপন্ন হচ্ছি এবং আমার ব্যক্তিগত জীবনে (private life) রূঢ় হস্তক্ষেপ ও প্রচ্ছন্ন আক্রমণ ও হুমকি থেকে আমাকে রক্ষা করার জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি। আমি জানি কন্ট্রোল কমিশনে সর্বসম্মতভাবে কী সিদ্ধান্ত হতে পারে, আমাকে হুমকি দেওয়ার জন্য স্তালিন যেটা যথার্থ মনে করেছে; যাই হোক এই নির্বোধ ঝগড়া করার জন্য আমার শক্তি নেই, সময়ও নেই। এবং আমি একজন জীবিত মানুষ এবং আমার স্নায়ুতন্ত্র ধকলের চূড়ান্ত অবস্থায় রয়েছে।
>
> এন. ক্রুপস্কায়া

কংগ্রেসে ক্রুশ্চেভ এই চিঠি স্তালিনের নির্দয়তা, হৃদয়হীনতার উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরে বলেছেন, 'ভাবুন, যদি লেনিনের জীবদ্দশাতেই স্তালিন ক্রুপস্কায়ার সাথে এমন ব্যবহার করতে পারেন, তাহলে আমরা বুঝতে পারি অন্যদের সাথে কেমন আচরণ করতে পারেন।' এখানে বুঝা দরকার যে, লেনিনের শরীর-স্বাস্থ্যের অবস্থা, চিকিৎসকদের নিষেধ এবং স্তালিনের উপর ন্যস্ত দায়িত্বের প্রেক্ষিতে যদি স্তালিন এমন ব্যবস্থা না নিতেন সেটাই বরং লেনিনের প্রতি অমানবিক ও অ-কমরেডসুলভ আচরণ করা হতো, স্তালিনের পক্ষে বিপ্লবী কর্তব্য পালনে অবহেলা করা হতো এবং পার্টির নির্দেশের প্রতি বিশ্বস্ততার অভাব ঘটত। তদুপরি, এমন অনেক দালিলিক প্রমাণ আছে যা প্রমাণ করে যে ক্রুপস্কায়া প্রায়শই এমন কাণ্ড ঘটাতেন। তাই স্তালিনের এই রূঢ় ধমক শুধু ক্রুপস্কায়ার একদিনের ব্যবহারের জন্য নাও হতে পারে, হয়ত অনেকদিন ধরে তাকে সংযত করার প্রয়াস ব্যর্থ হওয়ার পরই তাকে কন্ট্রোল কমিশনে আলোচনা করার কথা স্তালিন বলতে বাধ্য হয়েছিলেন। যেমন, লেনিনের অন্যতম সেক্রেটারি এই প্রসঙ্গে লিখেছেন,

> 'নাদেঝদা কনস্তান্তিনোভনা (ক্রুপস্কায়া) তাঁর যেমন আচরণ করা উচিত সবসময় ঠিক তেমন করতেন না। তিনি ভ্লাদিমির ইলিচকে অত্যধিক বেশি কথা বলতেন। তিনি তাকে সমস্ত বিষয় জানাতে অভ্যস্ত ছিলেন (she was used to share everything with him), এমনকি সেই সমস্ত পরিস্থিতিতেও যখন তা করা তাঁর পক্ষে উচিত নয়।... কী প্রয়োজন ছিল লেনিনকে জানানো যে স্তালিন টেলিফোনে তাকে ধমক দিয়েছেন?'

দ্বিতীয়ত, ক্রুপস্কায়া যেমন দাবি করেছেন যে, লেনিনের সাথে তিনি কেমন ব্যবহার করবেন সেটা তাঁর ব্যক্তিগত বিষয় (private life), আমরা সকলেই বুঝি যে সেটা কমিউনিস্টদের কাছে কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়। ক্রুপস্কায়া তাঁর স্ত্রী বলে লেনিন তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি হয় না যে, লেনিনের স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত বিষয়ে তাঁর বিবেচনাকে পার্টির বা চিকিৎসকদের বিবেচনার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। এমন ভাবনা একেবারেই বুর্জোয়া সংস্কৃতি। অনেক বড় গুণের মানুষেরাও অনেক সময় ছোট খাট কিছু ভুল করে বসেন। রাশিয়ার বিপ্লবে ক্রুপস্কায়ার অবদান অশেষ। তিনি দলের প্রথমাবস্থা থেকে অনেক কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। অনেক উঁচুস্তরের কমিউনিস্ট সংস্কৃতির তিনি অধিকারী ছিলেন। কিন্তু লেনিনের শেষ সময়ে কষ্ট দেখে বিচলিত ও উৎকণ্ঠিত মুহূর্তে স্তালিনের রূঢ় স্বরে কথা শুনে ক্রুপস্কায়া ক্ষুব্ধ হন এবং গতানুগতিক ধারণার অবলম্বনে আবেগাপ্লুত হয়ে কিছু কথা বলে বসেন। তিনি ভাবেন যে, পক্ষাঘাতে অসুস্থ ও সংকটাপন্ন লেনিনের সেবাকালে কী কী বিষয়ে কথা বলা উচিত এবং কোন কোন বিষয়ে কথা বলা উচিত না তা তিনি চিকিৎসকের চেয়ে ভালো বোঝেন। এমন কথা কি লেনিনের স্বাস্থ্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য পার্টি যাঁর উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করেছে তাঁর পক্ষে মানা সম্ভব? নিশ্চিত যে, ঘটনার পরে পরেই ক্রুপস্কায়া তাঁর ভুল বুঝতে পারেন। এমন অনুমানের কারণ হলো ঘটনা ঘটার কয়েকমাস বাদে মার্চ মাসে তিনি যখন লেনিনকে স্তালিনের ধমকের ঘটনার গল্প করেছেন, তখন সেটা স্তালিনের বিরুদ্ধে অভিযোগের আকারে বলেননি। বলেছিলেন একটি ঘটনার প্রেক্ষিতে। ঘটনার সময় উপস্থিত লেনিনের সেক্রেটারি ও অন্যান্যদের সাক্ষ্য থেকে জানা যাচ্ছে যে সেদিনও ক্রুপস্কায়া লেনিনের সঙ্গে গল্প করছিলেন। এই সময় একটি টেলিফোন আসে। টেলিফোন থাকত ঘরের বাইরের বারান্দায়। ক্রুপস্কায়া সেই ফোন ধরে কথা বলে ফিরে আসলে লেনিন জানতে চান যে, কার ফোন ছিল এবং ক্রুপস্কায়া জানান যে, স্তালিনের ফোন ছিল। স্তালিনের প্রসঙ্গ আসায় ক্রুপস্কায়া তিন মাস আগের সেই ঘটনার কথা লেনিনকে গল্প করেন এবং তিনি এটাও জানিয়েছিলেন যে স্তালিনের সাথে কথা বলে বিষয়টি তিনি নিস্পত্তি করেছেন। ক্রুশ্চেভ যেভাবেই এই ঘটনাকে স্তালিনকে কালিমালিপ্ত করতে ব্যবহার করুক না কেন, এই চিঠির বিষয়বস্তু প্রমাণ করে স্তালিনের চরিত্রের অত্যন্ত মহৎ একটি গুণের দিক। ক্রুশ্চেভ বরং এই চিঠি পাঠ করে প্রতিনিধিদের বলতে পারতেন যে, এমন কর্তব্যনিষ্ঠার পাঠ যেন স্তালিনের এই ঘটনা থেকে কমরেডরা শেখেন।

এইবার এই প্রসঙ্গে আমাদের আলোচ্য বিষয়ে আসি। স্তালিনের ধমকের ঘটনা ঘটেছিল ২২ ডিসেম্বর, তার প্রায় আড়াই মাস পরে, ৫ মার্চ এই ঘটনা ক্রুপস্কায়া লেনিনকে জানান। এই ঘটনা জানার পর লেনিন স্তালিনের উদ্দেশ্যে একটা চিঠি লিখে তাকে ক্রুপস্কায়ার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে বলেন। ঘটনাটি ক্রুপস্কায়া লেনিনের কাছে উত্থাপনের সময় ঘটনার প্রেক্ষিতটিকে কীভাবে উপস্থাপন করেছিলেন তা তো জানা নেই। লেনিনকে কী জানানো হয়েছিল যে, তাঁর স্বাস্থ্যের কারণে চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী পলিটব্যুরো তাঁর সাথে রাজনৈতিক বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে কী সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং স্তালিনকে কী দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল? ক্রুশ্চেভ কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের কাছে লেনিনের চিঠির

পরিপ্রেক্ষিতে স্তালিনের ৭ মের চিঠির কথা জানাননি, যেখানে তিনি লেনিনের নির্দেশ মেনে নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন। তেমনি, ঘটনা সম্পর্কে লেনিনের দুই সেক্রেটারি, ক্রুপস্কায়ার সেক্রেটারি, লেনিনের বোন মারিয়া এদের কারো বক্তব্য ক্রুশ্চেভ কংগ্রেসে পেশ করেননি। যদিও এই ঘটনার কারণে লেনিনের যে স্তালিনের উপর বিন্দুমাত্র আস্থার অভাব ঘটেনি তার অজস্র প্রমাণ আছে। তেমনি, ক্রুপস্কায়ার সাথে স্তালিনের সম্পর্কও যে আগের মতোই অটুট ছিল তার প্রমাণও পরবর্তীকালে স্তালিনকে লেখা ক্রুপস্কায়ার অনেক চিঠিতেই পাওয়া যায়। সেই সমস্ত কথা ক্রুশ্চেভ কংগ্রেসের কাছে উল্লেখ করেননি।

U.S.S.R.-এর অবসানের পর থেকে এক দশকেরও অধিক কাল ধরে আমেরিকার বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক গ্রোভার ফার (Grover Furr) পূর্বের সোভিয়েতের গোপন আর্কাইভের প্রকাশিত অজস্র নথি অধ্যয়ন ও তার উপর গবেষণা করেছেন। ক্রুশ্চেভের বক্তৃতায় উত্থাপিত প্রতিটি প্রসঙ্গের সত্যাসত্য বিশদে খতিয়ে দেখেছেন এবং ২০০৭ সালে তিনি তাঁর গবেষণার বিস্ময়কর ফলাফল বই আকারে 'Khruschev Lied' শিরোনামে প্রকাশ করেছেন । তিনি দেখেছেন যে, ১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে নিকিতা ক্রুশ্চেভ তার 'গোপন বক্তৃতা' তে জোসেফ স্তালিনকে অপরিমেয় মিথ্যা অপরাধের জন্য অভিযুক্ত করেছিলেন। ক্রুশ্চেভের বক্তৃতা ছিল এমন একটি সামগ্রিক আঘাত যার ফলে বিশ্বব্যাপী কমিউনিস্ট আন্দোলন প্রবল সংকটের আবর্তে নিমজ্জিত হয়েছে। এটি অবশ্যই ইতিহাসের গতিপথ সাময়িকভাবে হলেও পাল্টে দিয়েছে এবং সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার স্বস্তির কারণ হয়েছে। গ্রোভার ফারের গবেষণা বলছে ক্রুশ্চেভের নতুন করে উন্মোচনের বা তথাকথিত 'revelation'-এর একটি কথাও সত্য নয়। তিনি বলেছেন যে, ক্রুশ্চেভের ভাষণটি ছিল একটি অসাধু প্রতারণা (dishonest swindle)। বামপন্থি বা সমাজতান্ত্রিক ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের বুঝার জন্য তার এই বইটি অপরিসীম সাধুবাদের যোগ্য। ক্রুশ্চেভের মিথ্যার উপর ভিত্তি করে ফারের গবেষণাটি এখন প্রমাণ করেছে যে সোভিয়েত পরবর্তী রাশিয়ার এবং পশ্চিমা ইতিহাসবিদরা, ট্রটস্কাইট এবং কমিউনিস্ট-বিরোধীরা সোভিয়েত ইতিহাসকে বিকৃত করেছে। স্তালিনের পর্ব (Stalin Era) সম্পর্কে মানুষকে যা বলা হয়েছে তা কার্যত সর্বাংশে অসত্য। তাঁরা দাবি করেছেন যে, সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র এবং বিশ শতকের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে পুনর্লিখন করা আবশ্যক।

২০০৩ সালে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ভ্যালেন্তিনা আলেকজান্দ্রোভিচ শাখারভ তাঁর পি-এইচ-ডি ডিগ্রির জন্য লেনিনের তথাকথিত 'টেস্টামেন্ট'-এর উপর একটি গবেষণা সন্দর্ভ প্রকাশ করেছেন যার শিরোনাম হলো 'লেনিনের "পলিটিক্যাল টেস্টামেন্ট" : ইতিহাসের বাস্তবতা এবং রাজনীতির মিথ' (The "Political testament" of Lenin : The reality of history and the myths of politics)। এই গবেষণা সন্দর্ভেও ভয়ঙ্কর মিথ্যাচার ও বিকৃতির প্রমাণ উপস্থিত করা হয়েছে। এই সন্দর্ভের প্রাক-কথনে মন্তব্য করা হয়েছে 'সম্ভবত সোভিয়েত ইতিহাসে অন্য কোন ইস্যু এই ধরনের

বিকৃতি এবং মিথ্যাচারের শিকার হয়নি যেমনটি লেনিনের তথাকথিত "রাজনৈতিক টেস্টামেন্ট"-এর ইস্যু নিয়ে হয়েছে, যার চারপাশে পৌরাণিক কাহিনীর একটি সম্পূর্ণ বলয় তৈরি করা হয়েছে।'

এই গবেষণা সন্দর্ভের অন্যতম পরীক্ষক মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এই সন্দর্ভের উপর মন্তব্য করেছেন যে গবেষক লেনিনের 'টেস্টামেন্ট' এর 'জন্ম' নেওয়ার পেছনের রাজনৈতিক ভাষ্য এবং নথির জটিল হিসাবের সমস্ত দিক বিস্তৃতভাবে পরীক্ষা করেছেন, টেস্টামেন্টের অন্তর্ভুক্ত নিবন্ধ এবং চিঠিগুলির লেখক যে লেনিনই তা প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রথমবারের মতো প্রতিটির উৎস বিশ্লেষণের কাজ করেছেন। গবেষক শুধুমাত্র এই দলিলের উৎসের প্রক্রিয়াটিই বিশ্লেষণ করেছেন তা নয়, তার সাথে প্রকাশিত হওয়ার পরিস্থিতির (প্রথম উপস্থাপনা) এবং অভ্যন্তরীণ দলীয় সংগ্রামের সময় এই দলিলের ব্যবহার করার পরিস্থিতি উভয়ই বিশ্লেষণ করেছেন। তারপর এই মনোগ্রাফের গবেষক সিদ্ধান্ত করেছেন যে, লেনিনের লেখা বলে বা লেনিনের নামে যে পাঠ্য পরিচিত তা দলের অভ্যন্তরে স্তালিন বিরোধীরা হেরফের করেছিল বা বিকৃত করেছিল। গ্রোভার ফারও তাঁর বইতে এই গবেষণা সন্দর্ভের কথা এবং দলিল বিকৃতির প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। তবে তার সাথে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, এই দলিল কোন স্তরে বিকৃত করা বা কারসাজি করা হয়েছে এমন সন্দেহের ইঙ্গিত স্তালিন কোথাও দেননি।

যাইহোক, বিংশতি কংগ্রেসের ক্রুশ্চেভের ভাষণ যে ছিল মিথ্যাচার ও বিকৃত তথ্যের সমাহার যা সাম্রাজ্যবাদীরা সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছিল এবং সেই অস্ত্র তাদের হাতে তুলে দিয়েছিল ক্রুশ্চেভ, তা বর্তমান সময়ের অনেক ইতিহাসবিদের গবেষণাতেই উঠে এসেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর সোভিয়েত আমলের শ্রেণিবদ্ধ ও গোপন নথিগুলো (classified and secret) উন্মুক্ত হয়েছে এবং ইতিহাসবিদদের কাছে সহজলোভ্য হয়ে উঠেছে। পশ্চিমের বুর্জোয়া বিশ্ব পরিকল্পিতভাবে এতদিন স্তালিনকে ক্ষমতালোভী সন্ত্রাসী হিসাবে প্রচার করেছে, উন্মুক্ত তথ্য ও দলিল তাদের বয়ানটিকে মিথ্যা প্রমাণ করেছে। কারি ম্যালটের (২০১৭) প্রকাশিত এক গবেষণা প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৯৯১ সালে প্রথম ধাপে প্রকাশিত নথির উপর গবেষণা করে মাইকেল প্যারেন্টি (১৯৯৭) দেখিয়েছেন যে স্তালিনের সময়ে তথাকথিত 'শুদ্ধিকরণ' (purging) সম্পর্কে যা বলা হয়েছিল তার অনেকাংশই ছিল স্থূল অতিরঞ্জন (gross exaggerations)। যদিও মিথ্যার আবরণ ছিঁড়ে সত্য উন্মোচিত হতে ৩৫ বছর সময় লেগেছে, তবে এই সত্যটি এখন স্তালিনবিরোধী অভিসন্ধিমূলক মিথ্যা প্রচারে যুক্ত থাকা প্রতিষ্ঠানগুলোও স্বীকার করতে শুরু করেছে। এমনকি মূলধারার ব্যবসায়িক বুর্জোয়াদের সংবাদপত্রগুলিও বাধ্য হয়েই কিছু কিছু সত্য ঘটনা প্রকাশ করছে। উদাহরণস্বরূপ, 'বিজনেস ইনসাইডার' (জুলাই ৩০, ২০১৬) জেমস হ্যারিস নামে এক গবেষকের অত্যন্ত কৌতুহলজনক একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেছে, যার শিরোনাম হলো "New Research Reveals Misconceptions about Joseph Stalin and His 'Great Purge' "-অর্থাৎ নতুন গবেষণা স্তালিন এবং 'গ্রেট-পার্জ' সম্পর্কে ধারণাকে ভুল প্রমাণ করেছে। অত্যন্ত

কৌতুহলজনক এই কারণে যে, এই নিবন্ধটি শুধুমাত্র এককভাবে হ্যারিসের করা কোন গবেষণা নয়, বরং এই গবেষক সাম্প্রতিক সময়ে এই প্রসঙ্গে যত গবেষণা সন্দর্ভ বা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে তার একটি সার-সংকলন (survey) করেছেন। সেখানে তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন যে, দলের শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে স্তালিনের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হয় যে তিনি নিজের ক্ষমতাকে একচ্ছত্র করার অভিলাষে (aspirations for a dictatorship of personality) নিরপরাধ কমরেডদের হত্যা করেছিলেন তা আদৌ সত্যি নয়। যা সত্য তা হলো যাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল তাঁরা প্রকৃতপক্ষে প্রতিবিপ্লবী চক্রান্তের সাথে যুক্ত ছিল এবং এইসব প্রমাণ উন্মোচনের পরে তাঁরা এখন স্বীকার করছেন যে স্তালিন প্রকৃতপক্ষে বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণিকে রক্ষা এবং সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের প্রথম রাষ্ট্রকে অগ্রসর করার স্বার্থে কাজ করেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে কারি ম্যালটের করা অন্য একটি মন্তব্য অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন- 'আমরা আলোচনার মাধ্যমে খুব সহজেই দেখাতে পারি যে, এমনকি পূর্বের গোপন নথি প্রকাশ না করার আগেও নৈর্ব্যক্তিক ও নিরপেক্ষ গবেষক বা পর্যবেক্ষকদের জন্য অন্তত স্তালিন সম্পর্কে সম্ভাব্য সত্যের দিকে নির্দেশ করে এমন প্রচুর তথ্য-প্রমাণ Deutscher (১৯৪৯) বা Szymanski (১৯৭৯) প্রমুখ ব্যক্তিদের লেখায় বিদ্যমান ছিল।' এই তথ্যটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, অনেকেই মনে করতে পারেন যে যেহেতু সোভিয়েত আমলের অনেক তথ্য জানা ছিল না, সেই কারণে পশ্চিমা বুর্জোয়া বিশ্ব স্তালিন সম্পর্কে শোনা কানাঘুষাকে অতিরঞ্জিত করে স্তালিনের চরিত্রকে স্বৈরাচারী হিসাবে চিত্রিত করেছিল। কিন্তু ঘটনা তা ছিল না। স্তালিন সম্পর্কে সত্য ঘটনা অনেক সূত্রেই তাদের জানা থাকার কথা এবং তাদের কাছে অবশ্যই ছিল, তা সত্ত্বেও দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করতে বুর্জোয়াশ্রেণি তাদের পয়লা নম্বর শত্রু স্তালিনকে পরিকল্পিতভাবেই ঐভাবে চিত্রিত করেছেন। কারণ, সর্বহারাশ্রেণির ঘোর বিরোধী বুর্জোয়াশ্রেণির কাছে এই অমোঘ সত্য অজানা নয় যে সর্বহারাশ্রেণির রাষ্ট্রের অস্তিত্বের মধ্যেই তাদের ভবিষ্যৎ ধ্বংসের বীজ লুকিয়ে আছে। আর এই সর্বহারাশ্রেণি রাষ্ট্র নির্মাণের মূল কারিগর যে কমরেড জোশেফ স্তালিন তা শ্রেণিঘ্রাণ থেকে বুঝতে তদের অসুবিধা হয়নি।

বিংশতি কংগ্রেস থেকে শুরু হওয়া সংশোধনবাদী ক্রুশ্চেভের স্তালিনবিরোধী কার্যক্রম ও অপপ্রচারে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অনেকের মধ্যেও বিভ্রান্তির জন্ম দিয়েছিল। তাদের অপপ্রচারকে সত্য ধরে নিয়ে তৎকালীন অনেক পরিশীলিত লেখকেরাও স্তালিনকে এমনকি মার্কসবাদী দর্শনের শত্রু হিসাবে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, সমালোচনার পদ্ধতি (methodology) হিসাবে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী কাঠামোকে স্বীকার করে গত শতাব্দের ষাটের দশকের শেষদিক থেকে স্তালিনের সবচেয়ে কঠোর সমালোচনা করেছেন ফরাসি দার্শনিক হেনরি লেফেব্রে। লেফেব্রের অন্যতম অভিযোগ যে স্তালিন 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' সম্পর্কে বা 'সর্বহারার একনায়কত্ব' সম্পর্কে মার্কস-এঙ্গেলস এবং লেনিনের ধারণাকে বিকৃত করেছেন। তাঁর মতে সর্বহারার একনায়কত্বের উপর স্তালিনবাদী তত্ত্ব এবং তার অনুশীলন ছিল একরকমের বিচ্যুতি, এক প্রকারের বিকৃতি

এবং প্রকৃত লেনিনবাদী তত্ত্বের সংশোধনবাদী অনুশীলন। তিনি বলেছিলেন যে, স্তালিনের ভাবনার মধ্যে সর্বহারাশ্রেণির একনায়কত্বের সাথে একটা তাত্ত্বিক সুপারফেটেশন জুড়ে দেওয়া হয়েছিল যা মার্কস এবং লেনিনের মধ্যে ছিল না (In Stalin the dictatorship of the proletariat was combined with a theoretical superfetation that was absolutely not in Marx and Lenin.)। ডানপন্থি কার্যকলাপকে আড়াল করতে যেমন অনেকে বামপন্থি স্লোগান ব্যবহার করে, তিরিশ বা চল্লিশ বছর ধরে স্তালিনবাদের সারমর্মও তেমনি। (লেফেব্রে, ২০০৯, ৭০) নতুন তথ্যের ভিত্তিতে স্তালিনের বিরুদ্ধে ওঠা এইসমস্ত দর্শনগত সমালোচনাগুলোকেও বর্তমানে গবেষকরা বাতিল করে দিচ্ছেন। ১৯৯১ সালের পর উদঘাটিত নানা গোপন নথি বা দলিল যে সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনাকে উন্মোচিত করেছে এবং নানা ঐতিহাসিক ঘটনা ও তথ্য, যেগুলো পূর্বে বিভিন্ন সূত্রে জানা থাকলেও উপেক্ষা করা হয়েছিল–এই সবগুলোকে পর্যালোচনা করে অধ্যাপক কারি ম্যালট[২] তার গবেষণা নিবন্ধে লিখেছেন যে,-'বরং, আমি যুক্তি দিই যে, আরও নিবিড়ভাবে এবং ঐতিহাসিকভাবে প্রাসঙ্গিক ঘটনাবলির প্রেক্ষিতে মূল্যায়ন প্রমাণ করে যে পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নে স্তালিন যে ভূমিকা পালন করেছিলেন তা সর্বহারাশ্রেণির একনায়কত্বের বিষয়ে লেনিনের অবস্থানের সাথে এবং মার্কস যে বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন যে তত্ত্বকে সবসময় এমনভাবে প্রয়োগ করা উচিত যাতে দ্রুত পরিবর্তনশীল বস্তুগত পরিস্থিতির কংক্রিট অবস্থার প্রতিফলন ঘটে, সেই কথার সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ।' (ম্যালট, ২০১৭, ৪৪৩)

'গুলাগ' আর গুলাগের লক্ষ লক্ষ রাজনৈতিক বন্দি

সোলঝেনিতসিন এবং সাখারভের মতো কিছু কমিউনিস্ট-বিদ্বেষী রাশিয়ান লেখকের লেখা পড়ে পৃথিবীতে স্তালিনের 'গুলাগ'-এর কথা, সেখানে বন্দি লক্ষ লক্ষ রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, তাদের উপর নির্মম অত্যাচার এবং হত্যা করার কাহিনি শোনেননি এমন লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না। শ্রেণিগতভাবে কমিউনিস্ট-বিদ্বেষী তথাকথিত মার্কিন 'উদারপন্থিদের' লাগাতার প্রচারে সোভিয়েত 'গুলাগ'-কে উপস্থিত করা হয়েছে হিটলারের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের সমতুল্য হিসাবে। সমাজতন্ত্রের পতনের শেষদিন পর্যন্ত পশ্চিমা বিশ্ব প্রচার করে এসেছে গুলাগের অস্তিত্বের কথা।

এখন প্রমাণ হয়েছে যে, পশ্চিমা বিশ্ব যেগুলোকে সোভিয়েতের শ্রম-শিবির বলে উল্লেখ করত সেইগুলো আসলে বন্দি শিবির বা জেলখানা-যেমনটা সব দেশেই থাকে। কোন বিচারেই ইউরোপ জুড়ে নাৎসিদের তৈরি করা ডেথ-ক্যাম্পের সাথে তুলনাই চলে না। নাৎসি ক্যাম্পের মতো এখানে বন্দিদের পদ্ধতিগতভাবে নির্বিচারে নির্মূল করা হতো এমন কোন প্রমাণ কেউ উপস্থিত করতে পারেনি। লাখ লাখ লাশ পুড়িয়ে ফেলার জন্য কোন গ্যাস চেম্বার বা শ্মশানের কোন চিহ্ন কেউ উপস্থিত করতে পারেনি। বন্দি জীবন কঠোর

২. কারি ম্যালট পেনসিলভানিয়ার ওয়েস্ট চেস্টার ইউনিভার্সিটির কলেজ অফ এডুকেশনের একজন অধ্যাপক। তিনি "History and Education: Engaging the Global Class War" বইটির লেখক।

ছিল ঠিকই, তবে আর্কাইভের নথি থেকে জানা যাচ্ছে যে, অধিকাংশ গুলাগ বন্দি বেঁচেই থাকত এবং সাধারণ ক্ষমা মঞ্জুর করা হলে বা তাদের মেয়াদ শেষ হলে তাঁরা সমাজে ফিরেও আসত। আর্কাইভ রেকর্ড অনুযায়ী যে কোনো বছরে, ২০ থেকে ৪০ শতাংশ বন্দিদের মুক্তি দেওয়া হতো। মুক্তি পেয়ে এদের অনেকেই এখন তাদের বন্দি জীবন নিয়ে বইও লিখেছেন। যেমন, বুখারিনের স্ত্রী আন্না লারিনার লেখা 'That I can not forget' উল্লেখযোগ্য।

পূর্ব ইউরোপসহ অন্যান্য কমিউনিস্ট রাষ্ট্র আসলে এক ধরনের 'নিরঙ্কুশ পুলিশ রাজত্ব' বলে বুর্জোয়া গণমাধ্যমের উচ্চগ্রামের প্রচারের ফলে বিশ্বের সাধারণ মানুষ তেমনটাই বিশ্বাস করে এসেছেন এবং হয়ত এখনো অনেকেই করেন। অধিকাংশ মানুষ অত তলিয়ে বিচার করতে পারেন না। বুর্জোয়া শ্রেণিস্বার্থের কাছে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং কমিউনিস্ট মতবাদ কতবড় শত্রু সে সম্পর্কে তাঁরা সচেতনও নন। এই কারণে, খুব সহজেই বুর্জোয়াদের মিথ্যা প্রচারে বিভ্রান্ত হন। প্রচার করা হয়েছে এই সমস্ত বন্দি শিবিরে লাখ লাখ মানুষ রাজনৈতিক কারণে বন্দি হয়ে রয়েছেন। তাহলে এখন কথিত সেই বিপুল সংখ্যক রাজনৈতিক বন্দিরা কোথায় গেল? সমাজতন্ত্র পতনের পরে তাদের গণমুক্তির প্রমাণ নেই কেন? দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষে জার্মানিতে যখন ফ্যাসিস্ট নাজি বাহিনীর পতন হলো তখন ফ্যাসিস্ট বন্দি শিবিরগুলো থেকে হাজারে হাজারে অর্ধভুক্ত, কঙ্কালসার, অর্ধমৃত মানুষদের বের করে আনার ছবি বিশ্ববাসী দেখেছে। যখন কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলির পতন হলো এবং বুর্জোয়াশ্রেণি সেইসব সরকারের ক্ষমতায় আসীন হলো তখন অর্ধ-ভুক্ত কঙ্কালসার কাউকে তো বন্দিশিবির থেকে তাদের কষ্টের গল্প নিয়ে বের হতে দেখা গেল না। তাহলে এতদিন ধরে স্তালিন-বিরোধী প্রচারের অন্যতম বিষয়বস্তু 'গুলাগ' এবং তার বন্দিরা কোথায় গেল?

সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের পতনের বছর দুইয়েক আগে ১৯৮৯ সালের শেষদিকে রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যানদের একটি দল এবং ১৯৯০ সালে ফরাসি সাংবাদিকদের একটি দল সোভিয়েতের তথাকথিত শ্রম শিবিরগুলির মধ্যে একটি পরিদর্শন করেছিলেন (ওয়াশিংটন পোস্ট, ২৮ নভেম্বর, ১৯৮৯ এবং ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক মার্চ ১৯৯০)। উভয় দলই মাত্র কয়েক ডজন বন্দিকে খুঁজে পেয়েছিলেন, যাদের মধ্যে কয়েকজন সরাসরি গুপ্তচর হিসাবে প্রমাণিত। অন্যরা কয়েকজন ছিল 'রিফিউসনিক (refusenik)–অর্থাৎ তাঁরা যাতে দেশত্যাগ করতে না পারে তার জন্য জেলে রাখা হয়েছে। পরিদর্শক দল জানিয়েছে যে বন্দিরা সপ্তাহে ছয় দিন এবং দিনে আট ঘন্টা কাজ করত এবং তার জন্য তাঁরা মজুরি পেতো। শুধু তো সোভিয়েত ইউনিয়ন নয়, এরা যে কোন দেশের সমাজতন্ত্রকে কালিমালিপ্ত করতেই লক্ষ কোটি ডলার খরচ করে। যেমন, বলা হয়েছিল এবং এখনও প্রচার করা হয় যে, কিউবায় নাকি গণহারে মানুষকে রাজনৈতিক বন্দি করে রাখা হয়েছে। সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের পর ১৯৯৪ সালে এই বিষয়ে হাভানা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আলবার্তো প্রিয়েটোকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে, এমনকি সেই বছরই আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্ট যে মানবাধিকারের প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল

তাতে দেখা গেছে যে, কিউবা ছাড়া প্রায় সমস্ত লাতিন আমেরিকার দেশে শত শত মানুষকে নির্যাতন করা হয়েছে, হত্যা করা হয়েছে বা অনেকে 'নিখোঁজ' হয়েছে। তবে কিউবার রাজনৈতিক বন্দির প্রসঙ্গে মাত্র ছয়জন অভিযুক্তের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (পিপলস উইকলি ওয়ার্ল্ড, ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৪)।

পূর্ব-ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ মানুষকে বন্দি করা হয়েছে, অত্যাচার করা হয়েছে, হত্যা করা হয়েছে—এই প্রচারই তো পশ্চিমের বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলো অত্যন্ত উচ্চনাদে করে আসছিল। সমাজতন্ত্রের পতনের পর এই সমস্ত মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী পদাধিকারীদের বিচার করে শাস্তি দেবেন বলে ঘোষণা বিশ্ববাসীকে শুনিয়েছিলেন। এতসব অভিযোগের গল্প, কিন্তু কয়জন অভিযুক্তকে তারা অপরাধী বলে বিচারের সম্মুখীন করতে পেরেছে? তাদের বিরুদ্ধে কী কী অভিযোগ আনা হয়েছিল? জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাবলিকের (GDR) সর্বোচ্চ আদালতের ভাইস-প্রেসিডেন্ট ছিলেন রেইনওয়ার্থ। তাকে অভিযুক্ত হিসাবে বিচার করা হয়েছিল। রেইনওয়ার্থ প্রধান বিচারক হিসাবে একটি নাশকতার ঘটনার বিচার করেছিলেন যেখানে বেশ কয়েকজন সি-আই-এর এজেন্টকে দোষী সাব্যস্ত করে শাস্তি দিয়েছিলেন। তিনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নাৎসিদের হাতে ধরা পড়ে বন্দি শিবিরে ছিলেন। সমাজতান্ত্রিক জার্মানির বিচারক পদে থেকে নাশকতামূলক কাজের জন্য সি-আই-এ এজেন্টদের দোষী সাব্যস্ত করার অপরাধে ১৯৯৬ সালে তাকেই সাড়ে তিন বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। এই রকম আরেকজন হলেন হেলেন হেইম্যান। নাৎসি-বিরোধী আন্দোলনে যুক্ত থাকার জন্য হিটলারের গেস্টাপো বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে বন্দি ছিলেন। তিনি পরে জিডিআর-এর একজন বিচারক হয়েছিলেন এবং নাশকতাবিরোধী বিচারে সভাপতিত্ব করেছিলেন। ১৯৯৬ সালে তাকেও বিচারের মুখোমুখি করা হয়েছিল। যখন তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় তখন বিচারক উল্লেখ করেন যে, তার বিরুদ্ধে একটি অতিরিক্ত অভিযোগ হচ্ছে তিনি এমন একজন ইহুদি আইনজীবীর দ্বারা প্রশিক্ষিত যিনি কমিউনিস্ট এবং সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের পক্ষে অ্যাটর্নির দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এছাড়া সীমান্ত রক্ষী হিসাবে কাজ করতেন এমন কয়েকজন জিডিআর সৈন্যের বিচার করা হয়েছিল। অথচ, বিভিন্ন ঘটনায় ২০ জনেরও বেশি জিডিআর সৈন্যকে পশ্চিম দিক থেকে গুলি করে যে হত্যা করা হয়েছিল তা কোনদিন পশ্চিমা সংবাদমাধ্যমে রিপোর্ট পর্যন্ত করা হয়নি। (ক্লাউস ফিস্ক, 'উইচহান্ট ট্রায়ালস অফ ইস্ট জার্মান লিডারস কন্টিনিউ,' পিপলস উইকলি ওয়ার্ল্ড, ১৯ অক্টোবর, ১৯৯৬)। এইসব অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি কি কোনটাই তথাকথিত মানবতাবিরোধী অপরাধ ছিল? আবার, এই সমস্ত বিচারগুলি দুই জার্মানের একীকরণ চুক্তির শর্তকে সরাসরি লঙ্ঘন করে করা হয়েছিল। একীকরণ চুক্তিতে বলা হয়েছিল যে সমাজতান্ত্রিক জার্মানির সময়কালীন কোনও ফৌজদারি অপরাধের মামলা সেই সময়ে পরিচালিত GDR আইন অনুযায়ী করা হবে। তাই কি করেছে তথাকথিত উদার গণতন্ত্রের ভেকধারীরা?

কিন্তু পশ্চিমা বুর্জোয়া বিশ্বের উদ্দেশ্য যে নিজেদের শ্রেণিস্বার্থেই সমাজতন্ত্রের, শ্রমিকশ্রেণির রাষ্ট্রের এবং কমিউনিজমের বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা প্রচার করা তার প্রমাণ হলো এতসব তথ্য প্রকাশ্যে আসার পরও নিউ ইয়র্ক টাইমসের মস্কো সংবাদদাতা ৩১ জুলাই, ১৯৯৬ সালে গুলাগকে 'আধুনিক ইতিহাসে মৃত্যু শিবিরের বৃহত্তম ব্যবস্থা' (the largest system of death camps in modern history) হিসাবে বর্ণনা করে চলেছেন। (প্যারেন্টি, ১৯৯৭, ৯৭)

বিংশতি কংগ্রেস থেকে শুরু করে পরবর্তী দুইটি কংগ্রেসে ক্রুশ্চেভ স্তালিনকে গণহত্যাকারী, রক্তপিপাসু অহংকারী হিসাবে চিত্রিত করেছেন। স্তালিন সম্পর্কে এমন কথা প্রচার করা হলো যে, তিনি সমাজতন্ত্রের অগ্রগতির চেয়ে নিজের ক্ষমতা বজায় রাখার বিষয়ে বেশি উদ্বিগ্ন ছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কয়েক প্রজন্ম ধরে কমিউনিস্ট-বিরোধী প্রচারণা অব্যাহত ছিল। ক্রুশ্চেভের বক্তৃতার ফলস্বরূপ, সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াশ্রেণি স্তালিনকে একজন স্বৈরাচারী হিসাবে এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের একটি কিম্ভূতকিমাকার বিকৃত চিত্র বিশ্বের জনগণের সম্মুখে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার সুযোগ পেলো। ক্রুশ্চেভের বয়ান সাধারণ মানুষের কাছে এই কথা প্রতিষ্ঠা করতে প্রাথমিক প্রমাণ হিসাবে কাজ করেছে যে, সমাজতন্ত্র যদিও একটি বৈষম্যহীনতার তত্ত্ব, কিন্তু বাস্তবে এটি আশাতীতভাবে কর্তৃত্ববাদী, মানুষের স্বাধীনতার প্রতিবন্ধক এবং এমনকি প্রাণনাশক। স্তালিনকে অত্যন্ত পরিকল্পিত ও উদ্দেশ্যমূলকভাবেই সমাজতন্ত্রের তথাকথিত বিপদ ও অত্যাচারের প্রতীক হিসেবে বুর্জোয়া-সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ফ্যাসিস্তদের বিরুদ্ধে লড়াই করে সভ্যতাকে রক্ষা করার নায়ক হিসাবে স্তালিন এবং বৈষম্যহীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভাবনা যে গৌরব অর্জন করেছিল তাকে ধূলিস্যাৎ করাই ছিল সাম্রাজ্যবাদীদের উদ্দেশ্য। নিঃসন্দেহে এই প্রচারণা মার্কিন সাম্রজ্যবাদীদের কাছে সেই উদ্দেশ্যপূরণে হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল। ফলস্বরূপ, লাল বিপদের ভয় লক্ষ লক্ষ আমেরিকান শ্রমিককে কমিউনিস্ট আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে এবং এইভাবে, তাদের নিজস্ব শ্রেণিস্বার্থের জন্য সম্মিলিতভাবে সংগ্রাম করা থেকে দূরে সরে গিয়ে ট্রেড ইউনিয়নের সংস্কারবাদী আন্দোলনের সীমার মধ্যে তাঁরা আটকে পড়েছিল এবং এখনো আছে।

১৯৬৩ সালে কমরেড মাও সেতুং বলেছিলেন, স্তালিনের ভুল-ত্রুটির সমালোচনা করা দরকার ছিল। কিন্তু বিংশতিতম কংগ্রেসে ক্রুশ্চেভ তার গোপন প্রতিবেদনে কমরেড স্তালিনকে সম্পূর্ণরূপে বাতিল করে দিয়েছিলেন এবং সেই হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে গিয়ে তিনি সর্বহারাশ্রেণির একনায়কত্বের বিকৃত চেহারা উপস্থিত করেছিলেন। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা হিসাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের অসামান্য অর্জন, নতুন ইতিহাস গড়ার ক্ষেত্রে সিপিএসইউ-র উজ্জ্বল ভূমিকা এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের মহত্ত্বকে তিনি ধূলায় মিশিয়ে দিয়েছেন। একটি বিপ্লবী সর্বহারা পার্টির পক্ষ থেকে সর্বহারা একনায়কত্বের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার মর্মবস্তু অনুধাবনের জন্য আন্তরিক ও গভীর বিশ্লেষণের স্বার্থে সমালোচনা এবং আত্মসমালোচনার প্রয়োজন যেমন আছে, তেমনি

মার্কসবাদসম্মত তার নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে। কিন্তু একটি বিপ্লবী পার্টির সমালোচনা এবং আত্মসমালোচনার সেই পদ্ধতি অনুসরণ করা দূরে থাক, তিনি স্তালিনকে শত্রু হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন এবং সমস্ত ভুলের জন্য একা স্তালিনের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে সমাজতন্ত্রের ধ্বংসের পথ নির্মাণ করেছেন।

সংশোধনবাদী নেতৃত্বে পুঁজিবাদের পথে হাঁটা

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি

বিংশতি কংগ্রেসের মূল রিপোর্টেই ক্রুশ্চেভ এবং তাঁর অনুসারীরা স্তালিনের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনার পাশাপাশি বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের অনেকগুলি স্বীকৃত অবস্থান থেকে সরে আসার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। এই ব্যাপারে কিছু কথা আমরা ইতিমধ্যেই উল্লেখ করেছি। মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন এবং স্তালিন সকলেরই অবস্থান ছিল যে বুর্জোয়ারা কখনোই স্বেচ্ছায় তাদের ক্ষমতা ত্যাগ করবে না। এই মার্কসবাদী অবস্থানের ঠিক বিপরীতে ক্রুশ্চেভ এসে জানালেন যে, এখন বিপ্লব সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়াই সংঘটিত হতে পারে। বিশ্ব শ্রমিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন এবং স্তালিন বলেছিলেন যে, বুর্জোয়ারা তাদের শোষণমূলক ব্যবস্থার স্বার্থেই শোষণকে অব্যাহত রাখতেই রাষ্ট্রযন্ত্র গড়ে তোলে এবং শ্রমিকশ্রেণি যদি বিপ্লবকে শেষ পর্যন্ত সফলতার দিকে নিয়ে যেতে চায় তবে এই যন্ত্রটিকে ভেঙে ফেলতে হবে। ক্রুশ্চেভ নতুন যে অবস্থান নিলেন তা হলো যে, পুঁজিবাদী সংসদীয় ব্যবস্থাকেই শান্তিপূর্ণভাবে সমাজতান্ত্রিক সংসদীয় ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করা সম্ভব। পুঁজিবাদের বিকাশের এক পর্যায়ে একচেটিয়া পুঁজির ও লগ্নি পুঁজির জন্ম হয়। লেনিন দেখান কীভাবে দেশে দেশে লগ্নি-পুঁজি রপ্তানির মাধ্যমে পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করেছে। ফলে পুঁজিবাদের বাজার সংকট এবং বাজার নিয়ে তীব্র প্রতিযোগিতা যুদ্ধের সম্ভাবনাকে বহুগুণ বৃদ্ধি করেছে। লেনিনের এই বিশ্লেষণের গুরুত্বকে উপেক্ষা করে ক্রুশ্চেভের নতুন লাইন বলল যে, শান্তির পক্ষের শক্তি এত শক্তিশালী হয়েছে যে, আগের মতো সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধের সম্ভাবনা আর নেই।

২০তম কংগ্রেসে বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদের শিরোমণি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'বিশ্বের পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে দৃঢ় বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন বিশ্ব শান্তি নিশ্চিত করতে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। আমরা মনে করি সোভিয়েত ও আমেরিকার মধ্যে সম্পর্ক শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সুপরিচিত পঞ্চশীল নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়া মানবজাতির জন্য বাস্তবিকই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এর ফলে সোভিয়েত জনগণ ও বিশ্ববাসীর চাইতে মার্কিন জনগণও কম উপকৃত হবে না।' মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে সহযোগিতার সম্পর্ককে সোভিয়েতের বৈদেশিক নীতি হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্কই প্রধান ও মৌলিক বিচার্য বিষয়। সাম্রাজ্যবাদ থাকলে যুদ্ধের বিপদ থাকবে, লেনিনীয় এই ধারণাকে সরাসরি নাকচ না করেও এর মূল বিচারধারা প্রসঙ্গে স্ব-বিরোধী ব্যাখ্যা উপস্থিত করে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছেন। তাঁরা যুক্তি উপস্থিত করলেন যে, যতদিন সাম্রাজ্যবাদ থাকবে

ততদিন যুদ্ধ অনিবার্য এই লেনিনবাদী উপলব্ধিটি এমন এক সময়ে বিকশিত হয়েছিল যখন ১) সাম্রাজ্যবাদ ছিল একটি সর্বব্যাপী বিশ্ব ব্যবস্থা এবং ২) যে সকল সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তি যারা যুদ্ধ চায় না তারা ছিল শক্তিহীন, দুর্বলভাবে সংগঠিত এবং সেই কারণে সাম্রাজ্যবাদীকে যুদ্ধ বর্জন করতে বাধ্য করতে অক্ষম। তাঁরা বললেন যে, সেই সময়ের জন্য এই ধারণাটি ছিল একেবারে সঠিক, কিন্তু বর্তমান সময়ে অবশ্য পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন হয়েছে। এই যুক্তিতে তাঁরা সিদ্ধান্ত করলেন যে 'সামরিক কারিগরি প্রযুক্তির বিবেচনায় যুদ্ধ জনগণের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি এবং ধ্বংস ডেকে আনবে, সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী শক্তিগুলির জনগণকে সেই নতুন যুদ্ধে নিক্ষেপ করার প্রচেষ্টাকে আধুনিক আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে প্রতিরোধ করার বাস্তব সম্ভাবনা রয়েছে।' (Resolution, ১৯৫৬, ১১) আবার তার পরের প্যারাগ্রাফেই বলছেন–'এই পরিস্থিতিতে, অবশ্যই, সেই লেনিনবাদী ধারণা বলবৎ থাকবে যে, যতদিন সাম্রাজ্যবাদ থাকবে, যুদ্ধের জন্মদানকারী অর্থনৈতিক ভিত্তিও কার্যকর থাকবে। এজন্য সর্বোচ্চ সতর্কতা প্রদর্শন করা প্রয়োজন।' একবার বলছেন লেনিন পরবর্তী সময়ে পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন হয়েছে, আবার একই সাথে বলছেন লেনিনবাদী ধারণা কার্যকর থাকবে। বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে এই নিয়ে প্রবল বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিল।

এইসব নীতিগত বিচ্যুতির কারণে একদিকে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর বিরুদ্ধে জনগণকে সম্পৃক্ত করে আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিরোধ আন্দোলনের গুরুত্ব নষ্ট হয়ে যায়, অন্যদিকে বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলন সংসদীয় রাজনীতির পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত হয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক তোগলিয়াত্তির নেতৃত্বে তাঁর দলের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, ক্রুশ্চেভের শান্তিপূর্ণ পথে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের ধারণা মার্কসবাদের সৃজনশীল প্রয়োগ। তাঁরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নীতি সংশোধন করে শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বকারী ভূমিকার কথাই অস্বীকার করে। যে কারণে তাঁরা নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা উচ্ছেদ করতে সশস্ত্র বিপ্লব অপরিহার্য পথ নয়। পার্লামেন্টের অভ্যন্তরে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দলগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করেই সরকার গঠন করতে পারলে নাকি রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করা যাবে এবং সংস্কারের মাধ্যমে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের চরিত্র পরিবর্তন করে সমাজতন্ত্র গঠন সম্ভব হবে। সোভিয়েত পার্টি মুখপত্র 'প্রাভদা'-তে ইতালিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির এই বক্তব্য সম্বলিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। শ্রমিকশ্রেণির দর্শনের মূল আদর্শকে পরিত্যাগ করে এইসব নীতি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মর্মবস্তুকে সংশোধনের মাধ্যমে শুধুমাত্র সোভিয়েত পার্টি ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামোকেই বিপন্ন করেনি, বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনকেও ক্রমাগতই দুর্বল করে ফেলে।

সংশোধনবাদীদের অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচি

এই প্রবন্ধের সূচনায় আমরা আলোচনা করেছি যে, মার্কস বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র বলতে কী বুঝিয়েছেন। আমরা আলোচনা করেছি যে, মার্কস কতকগুলো নির্দিষ্ট শর্ত উপস্থিত

করেছিলেন যার ভিত্তিতে সমাজতন্ত্রের কাঠামোগত রূপরেখা পরিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু কোন প্রক্রিয়ায় বা কীভাবে সেই কাঠামো গড়ে তোলা হবে তা নির্দিষ্ট করে ব্যাখ্যা করেননি, কারণ সেটা বলার মতো বস্তুগত উপাদান তখন ছিল না। সমাজতন্ত্র নির্মাণের এই কাজ করতে হয়েছে কমরেড লেনিন এবং কমরেড স্তালিনকে। বিপ্লবোত্তর পর্বে সমাজতন্ত্র নির্মাণে বলশেভিক পার্টির অর্থনৈতিক নীতি ও পদক্ষেপ আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখেছিলাম যে, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে তুলতে হলে এবং মার্কসের মতবাদকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে শ্রমিকশ্রেণির রাষ্ট্রকে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত করতে হবে। প্রথম, রাষ্ট্রের উপর সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা। দ্বিতীয়, উৎপাদনের হাতিয়ার ও অন্যান্য উপকরণগুলোর (means of production) উপর শ্রমিকশ্রেণির রাষ্ট্রের মালিকানা। তৃতীয়, পরিকল্পিত অর্থনীতির মাধ্যমে ধীরে ধীরে পণ্য-ব্যবস্থা, বাজার-ব্যবস্থা, মুনাফার সুযোগ বিলোপ করা। এককথায় পুঁজিবাদী অর্থনীতির 'Law of Value'-কে অকার্যকর করা। চতুর্থ, ক্রমান্বয়ে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে মুদ্রাকেই অকার্যকরী বা অপ্রয়োজনীয় করে তোলা। পঞ্চম, সামাজিক শ্রমে উৎপন্ন সম্পদের সমগ্র অংশ থেকে 'রিজার্ভ ফান্ড'-এর জন্য ব্যবস্থা রেখে অবশিষ্টাংশ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে যে যেমন শ্রম-ব্যয় করেছে তার অনুপাতে বণ্টন করার প্রক্রিয়া গড়ে তোলা। অর্থাৎ, অন্যের শ্রমের উপর আংশিকভাবে হোক বা সম্পূর্ণভাবে হোক বেঁচে থাকার প্রক্রিয়া নির্মূল করা।

প্রথমে লেনিনের নেতৃত্বে নিউ ইকনমিক পলিসি এবং তার পরবর্তী সময়ে স্তালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের পরিকল্পিত অর্থনীতি গড়ে তোলার পথেই সোভিয়েত চলেছিল। তার জন্য করণীয় কর্তব্য নির্ধারণ করেছিল, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য হিসাবে, যা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সঙ্গে মৌলিকভাবে ভিন্ন, কিছু কিছু অর্জন সম্ভব হয়েছিল। যেমন, (ক) শিল্প ও কৃষি ব্যবস্থায় যে সমস্ত উৎপাদনের হাতিয়ার বা যন্ত্র প্রয়োজন পড়ে সেইগুলোকে সম্পূর্ণভাবে পণ্য ব্যবস্থার বাইরে নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছিল। অর্থাৎ উৎপাদন যন্ত্রের বাজার বিলুপ্ত করা হয়েছিল। (খ) শিল্পক্ষেত্রে এবং কৃষিব্যবস্থার এক উল্লেখযোগ্য অংশে নিয়োজিত শ্রমশক্তিকে পরিকল্পনার অধীনে এনে শ্রমশক্তির বাজার-ব্যবস্থাকে অবলুপ্ত করা হয়েছিল এবং শ্রমের আর পণ্যের চরিত্র ছিল না। এই সব ক্ষেত্রগুলিতে (sectors) পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ককে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা হয়েছিল। এক কথায়, এই প্রক্রিয়ায় গড়ে উঠেছিল সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কাঠামোগত ভিত্তি (base)। আবার, মার্কসবাদ অনুসারে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তিকে (base) কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে তার পরিপূরক উপরিকাঠামো (super-structure) হিসাবে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল। সেই হিসাবে শিল্পকলা, সাহিত্যের গল্প-উপন্যাস, কবিতা-গান, নাটক-চলচিত্র ইত্যাদি সংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর (content) এবং আঙ্গিকের (form) ভাবনার এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসে।

১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ক্রুশ্চেভ নেতৃত্ব 'বিকেন্দ্রীকরণ' প্যাকেজ চালু করার নামে

একটি অর্থনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যার প্রভাব ছিল অকল্পনীয়। তারা রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন মেশিন এবং ট্রাক্টর স্টেশনগুলিকে (MTS) যৌথ খামারের কাছে বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেয়। অর্থাৎ, এখন থেকে যৌথ খামার হয়ে গেল সেই সব উৎপাদন হাতিয়ারের মালিক। এই সব হাতিয়ার ব্যবহার করে বা অন্যের কাছে ভাড়া খাটিয়ে, অর্থাৎ অন্যের শ্রমকে কাজে লাগিয়ে উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি ও যৌথ খামারের মুনাফা করার ব্যবস্থা শুরু হলো। ফলে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কেউ উৎপাদনের হাতিয়ার (means of production)-এর মালিক হতে পারবে না বলে যে অনন্য স্বাতন্ত্র্য বিশিষ্ট নীতি চালু ছিল তাকে ভেঙে ফেলা হলো। যৌথ খামারগুলো চলত ব্যক্তি পুঁজির ভিত্তিতে, তাদের উৎপাদিত দ্রব্যের একটা অংশ রাষ্ট্রীয় ভাণ্ডারে জমা করে নিজেদের দৈনিক প্রয়োজনের চাহিদা মেটানোর পর উদ্বৃত্ত অংশ তাঁরা ব্যক্তিগত চাহিদা মেটানোর জন্য বিক্রি করতে পারত। কিন্তু সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় খামারগুলোর উৎপাদনের হাতিয়ারগুলোর উপর নিজেদের মালিকানা ছিল না, খামারের সদস্যদের শ্রম ছাড়া বাইরে থেকে পরিকল্পনার বাইরে গিয়ে ইচ্ছেমতো শ্রমশক্তি ক্রয় করারও সুযোগ ছিল না। এই কারণে তাদের ব্যক্তি পুঁজি খাটিয়ে উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি ও অন্যের শ্রম আত্মসাৎ করে মুনাফা করার সুযোগ ছিল খুব সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত। এইবার খামারে নিয়োজিত ব্যক্তি-পুঁজি সর্বাংশে বাধাহীন স্বাধীনতার অধিকারী হয়ে উঠল এবং শুধু তাই নয়, পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের ভিত্তিতে খামার পরিচালনার নিয়ন্ত্রণহীন সুযোগ তাঁরা হাতে পেলো।

অথচ, স্তালিন 'Economic Problems of Socialism' (১৯৫২)-এ বলেছিলেন এই যৌথ-খামারগুলোকে রাষ্ট্রীয় খামারে ধীরে ধীরে না নিয়ে আসতে পারলে এদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও পুঁজি সমাজতন্ত্রের উৎপাদন সম্পর্কের জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠবে। স্তালিনের সময়েও এই দাবি উঠেছিল। তিনি তার উত্তরে কেন এই ব্যবস্থা পুঁজিবাদের পুনর্জন্ম দেবে তা ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন,

> 'এমটিএসগুলি (মেশিন এবং ট্র্যাক্টর স্টেশনগুলি) যৌথ খামারগুলির সম্পত্তি হিসাবে তাদের কাছে বিক্রি করে দেওয়া উচিত, এমন প্রস্তাব দিয়ে কমরেড সানিনা এবং কমরেড ভেনঝার (Venzher) পুরানো পশ্চাৎপদতার দিকে ফিরে যাওয়ার পদক্ষেপ নিতে পরামর্শ দিচ্ছেন এবং ইতিহাসের চাকা উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দিতে চেষ্টা করছেন ...
>
> ফলাফল হবে এই যে, প্রথমত, যৌথখামারগুলি উৎপাদনের প্রাথমিক সরঞ্জামগুলির মালিক হয়ে উঠবে; অর্থাৎ, তাদের মর্যাদা ব্যতিক্রমী হয়ে উঠবে, যা আমাদের দেশে অন্য কোনও উদ্যোগের সঙ্গে তুলনীয় হবে না, কারণ আমরা জানি, এমনকি রাষ্ট্রীয় উদ্যোগগুলিতেও উৎপাদন উপকরণগুলি তাদের মালিকানায় নেই ...।
>
> এমন মর্যাদা কেবলমাত্র যৌথ-খামারের সম্পত্তি এবং সরকারি সম্পত্তির মধ্যে পার্থক্যের গভীর খাদ খনন করবে এবং আমাদেরকে কমিউনিজমের আরও নিকটবর্তী করে তুলবে না, বরং, আমাদের

> তার থেকে আরও দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবে। দ্বিতীয় পরিণতি দাঁড়াবে যে পণ্য সঞ্চালনের ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করা হবে, কারণ এক বিশাল পরিমাণে উৎপাদনের যন্ত্রপাতি পণ্যের আওতায় চলে আসবে ....কমিউনিজমের দিকে আমাদের অগ্রযাত্রাকে ত্বরান্বিত করার উপযোগী হিসাবে কি পণ্য প্রচলনের ক্ষেত্রটির সম্প্রসারণকে বিবেচনা করা যায়?
>
> এর দ্বারা কমিউনিজমের দিকে আমাদের অগ্রগতি কেবল মন্থর হবে বললেই কি সত্য বলা হয় না? ... এঙ্গেলস তাঁর "অ্যান্টি-ড্যুরিং"-এ অত্যন্ত যৌক্তিকতার সাথে দেখিয়েছেন যে পণ্য সঞ্চালনের অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবীভাবে পুঁজিবাদের পুনর্জন্ম দিতে বাধ্য ...' (স্তালিন, ১৯৫২, পৃ-৯১)

স্তালিনের এই আলোচনা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মেশিন এবং ট্র্যাক্টর স্টেশনগুলি কেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছিল। এই MTS-গুলো খামারিদের কাছে বিক্রি করে দিলে স্তালিন এঙ্গেলসের ব্যাখ্যা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন যে, তার ফলশ্রুতিতে পণ্য সঞ্চালনের ক্ষেত্রটিকে প্রসারিত করা হবে যা কিনা অবশ্যম্ভাবীভাবে পুঁজিবাদের পুনর্জন্ম দিতে বাধ্য।

সংশোধনবাদী নেতৃত্ব স্তালিনের এই বুনিয়াদী মার্কসীয় ব্যাখ্যাকেই অস্বীকার করলেন। কয়েকজন সোভিয়েত অর্থনীতিবিদ (M. Atlas, L. Kadyshev, M. Makarova, G. Sorokin, ও P. Figurnov) সম্মিলিতভাবে সোভিয়েতের অর্থনীতির পত্রিকায় (Voprosy Ekonomiki) লিখলেন–'স্তালিন ব্যবহারিক কাজের পক্ষে বাধা সৃষ্টিকারী সম্পূর্ণ ত্রুটিপূর্ণ এমন একটি প্রস্তাব তুলে ধরেছিলেন যেখানে বলা হয়েছিল যে কমিউনিস্ট সমাজ নির্মাণের সময় পণ্য এবং অর্থ সম্পর্ক (commodity and money relations) নিজেদের বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করে যা কমিউনিজমের দিকে আমাদের অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করে এবং তাই পণ্য সঞ্চালনের ক্ষেত্রটি ক্রমাগত হ্রাস করা উচিত এবং বিপরীতে বিনিময়ের ক্ষেত্রটিকে ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত করা উচিত। সাম্যবাদে উত্তরণের সময় সামাজিক অগ্রগতি নিয়ন্ত্রণকারী নিয়মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা মেনে আমাদের পার্টি তার কর্মসূচিতে উল্লেখ করেছে যে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনে পণ্য ও অর্থের সম্পর্ক যে নতুন বস্তুগত রূপ অর্জন করে তাকে কমিউনিস্ট সমাজ গড়ার কাজে পূর্ণ ব্যবহার করা উচিত।' ('নিউ এজ', মে ১৯৬২) অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে 'পণ্য' ও 'অর্থ'-এর যদি অস্তিত্ব থাকে তবে সেইগুলো তাদের চরিত্র বৈশিষ্ট্য নিয়েই উপস্থিত থাকে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনে নতুন কোন বস্তুগত রূপ নিয়ে উপস্থিত হতে পারে না যা পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ক ভিন্ন অন্য কিছু বুঝায়। ক্রুশ্চেভ ও তার সংশোধনবাদী দোসরদের যে উপলব্ধি এবং ব্যাখ্যার কথা আমরা উদ্ধৃত করেছি তার সাথে মার্কসবাদের কোন সম্পর্ক নেই।

মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিনের তত্ত্ব এবং স্তালিনের ব্যাখ্যাকে বাতিল করে দিয়ে এবং নতুন উপলব্ধ তত্ত্ব অনুযায়ী সংশোধনবাদী সোভিয়েত নেতৃত্ব একের পর এক সংস্কারের

পথে হাঁটতে শুরু করলেন। লেনিন এবং স্তালিনের পরিকল্পনা অনুযায়ী, যত্নসহকারে ও সর্বপ্রকার প্রচেষ্টার মাধ্যমে শিল্পক্ষেত্রের জন্য নির্মিত কেন্দ্রীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়গুলিকে সংশোধনবাদী নেতৃত্ব এক ঝটকায় বিলুপ্তির কথা ঘোষণা করল। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়গুলির কার্যাবলি এবং ক্ষমতা শতাধিক আঞ্চলিক অর্থনৈতিক পরিষদের (sovnarkhozy) কাছে হস্তান্তর করে দেওয়া হলো। শুধুমাত্র শিথিল তত্ত্বাবধানের সুযোগ অবশিষ্ট থাকল কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়ের হাতে। এইভাবে ভারী শিল্পকেও ক্রুশ্চেভ ও তাঁর সংশোধনবাদী চক্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও পরিকল্পনার বাইরে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল। প্রথমে বেশ কয়েকটি সোভিয়েত মেশিন টুল এন্টারপ্রাইজের ক্ষেত্রে তাদের পরিচালকবর্গকে গ্রাহকদের সাথে সরাসরি ব্যবসায়িক কারবার করার অনুমতি দেওয়া হলো। উপরন্তু, নীতি হিসাবে গ্রহণ করা হলো যে কারখানার কর্মক্ষমতা ভবিষ্যতে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা পূরণের মাধ্যমে আর বিচার করা হবে না, যা এতদিন করা হতো, তার পরিবর্তে মূল্যায়ন করা হবে মুনাফার ভিত্তিতে। শিল্প প্রতিষ্ঠানের সরাসরি ব্যবসায়িক লেনদেন এবং মুনাফার অর্থ কী? অর্থ এই যে, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে পুঁজির স্বাধীন ভূমিকাকে মেনে নেওয়া; উদ্বৃত্তমূল্য সৃষ্টি করে শোষণকে স্বীকৃতি দেওয়া। যে যে ক্ষেত্রে পণ্য বাজার অবলুপ্ত হয়েছিল সেখানে নতুন করে পণ্য বাজার চালু করে পণ্য বিনিময়ের পুঁজিবাদী প্রথাকে ফিরিয়ে আনা, অর্থনীতির নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে মুনাফাকে মানদণ্ড হিসাবে ফিরিয়ে আনা-এক কথায় সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির নিয়ম বিরুদ্ধ কাজ করা। এই প্রক্রিয়া চলতে চলতে ১৯৬৫ সালে এসে সংস্কারের নামে পুরো ব্যবস্থাটিকেই উল্টে ফেলা হলো। অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মৌলিক শর্ত হিসাবে যে মুনাফাকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিলোপ করে দেওয়া হয়েছিল, শিল্প সংস্থার উৎপাদন মাত্রা বা দক্ষতা বিচারের ক্ষেত্রে মাপকাঠি হিসাবে পরিত্যাগ করা হয়েছিল, মুনাফার ধারণাকে সমাজ থেকে দূর করে দেওয়া হয়েছিল, তাকেই ফিরিয়ে আনা হলো। নতুন এই নীতি অনুযায়ী বলা হলো রাষ্ট্র আর উৎপাদনের হাতিয়ার সরবরাহ করবে না। তার পরিবর্তে যে কোন রাষ্ট্রীয় সংস্থা হোক এবং অন্য যে সমস্ত ক্ষুদ্র ব্যক্তি উদ্যোগপতি তখনও ছিল তাদের প্রয়োজনীয় উৎপাদনের মেশিন যন্ত্রপাতি সরাসরি বিভিন্ন সংস্থা থেকে কিনে নিতে হবে। কার্যত পুঁজির স্বাধীন ভূমিকা ও মুনাফাভিত্তিক বাজার ব্যবস্থাকে ফিরিয়ে আনা হলো। এর দ্বারা বাস্তবে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ককে পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কে রূপান্তরিত করে ফেলা হলো।

কিন্তু, উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় মেশিন-যন্ত্রপাতি কোথা থেকে পাবে? এতদিন তো এই সব বাজারে বিক্রি হতো না বা উৎপাদনের হাতিয়ারের কোন বাজার-ব্যবস্থা ছিল না। তাহলে এইগুলোর বাজার তৈরি হলো। রাষ্ট্রীয় কারখানায় যে সমস্ত ভারী যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উৎপাদন সামগ্রী উৎপাদিত হতো সেইগুলো দেশের নানাপ্রান্তে বণ্টন কেন্দ্রে রাখা হলো যার প্রয়োজন কিনে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এইগুলো এতদিন পণ্য ছিল না, এবার সেইগুলো পণ্যের চরিত্র অর্জন করল। পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের সাথে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূল পার্থক্য এই যে পুঁজিবাদে মার্কসের তত্ত্ব অনুযায়ী 'ল অব ভ্যাল্যু' কার্যকর

থাকে আর এই নিয়ম কার্যকর হয় বাজারে পণ্য বিনিময় প্রথার মাধ্যমেই শ্রমের উদ্বৃত্ত মূল্য পুঁজির মালিক আত্মসাৎ করে। মার্কস বলেছিলেন অর্থনীতিতে সমাজতান্ত্রিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে হলে এই 'Law of value'-কে ক্রমান্বয়ে অকার্যকর করতে হবে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার সর্বক্ষেত্র থেকে তাকে বিলুপ্ত করতে হবে। তার জন্য যা প্রয়োজন তা হলো সমাজ থেকে পণ্য-বাজার ব্যবস্থাকে তুলে দেওয়া। কিন্তু সেটা একদিনের কাজ নয়। যেহেতু দৈনন্দিন জীবনযাপনে মানুষের অসংখ্য তুচ্ছাতিতুচ্ছ জিনিসেরও প্রয়োজন পড়ে, তাই রাতারাতি একসাথে সমস্ত পণ্যকে পরিকল্পনার অধীনে এনে উৎপাদন ও বণ্টনের ব্যবস্থাকে নিশ্চিত করার মতো পরিকাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব হয় না। প্রতিটি পণ্যের ক্ষেত্রেই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করার আগে উপযুক্ত ও বাস্তবসম্মত কাঠামো গড়ে তুলতে হয়। এর জন্য প্রথমেই সমস্ত পণ্যের ক্ষেত্রে একই ব্যবস্থা গ্রহণ না করে ধাপে ধাপে সেটা করার পরিকল্পনা ছিল সোভিয়েত নেতৃত্বের। যত এই পরিকাঠামো গড়ে উঠবে, তত ধীরে ধীরে নতুন নতুন পণ্যকে বাজার ব্যবস্থার বাইরে নিয়ে আসা যাবে। সেই অনুসারে মুনাফাভিত্তিক বাজারকেন্দ্রিক পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ক সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হতে থাকবে। এটাই সমাজতন্ত্র নির্মাণের পথ। সোভিয়েতে যতদূর পর্যন্ত ব্যক্তি-পুঁজির ক্ষেত্রকে সংকুচিত করা গিয়েছিল, স্তালিন পরবর্তী সময়ে প্রয়োজন ছিল তাকে অধিকতর সংকুচিত করা। উৎপাদিত সামগ্রীর যেগুলোকে বাজার ব্যবস্থার বাইরে নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছিল, আরও নতুন নতুন পণ্যকে সেই ব্যবস্থার অন্তর্গত করার পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করাই হওয়া উচিত ছিল মূল লক্ষ্য।

কিন্তু, সংস্কারের নামে ক্রুশ্চেভ ঠিক তাই করলেন যা ছিল সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিকে ভেঙে ফেলে পুঁজিবাদী অর্থনীতির মুনাফাভিত্তিক বাজার ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠা করার পথ। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মধ্যে যে ক্ষুদ্র ব্যক্তিপুঁজির অস্তিত্ব ছিল তাকে অধিকতর মুনাফা লাভের মাধ্যমে পুঁজি সঞ্চয়ের সুযোগ করে দেওয়ার পথ। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক সম্পর্ক (production relation) প্রতিষ্ঠা করার পথ। এক কথায় সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ভিত্তিকে (base) ভেঙে ফেলার ব্যবস্থা হলো। এই সিদ্ধান্তের পরিণাম সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের জন্য হয়েছিল মারাত্মক। উৎপাদনের হাতিয়ারের ক্ষেত্রে শুধু পণ্য বাজার চালু হয়ে গেল তাই নয়, তার সাথে আরও দুটো ঘটনা ঘটল (১) সমাজতান্ত্রিক উদ্যোগগুলোর উৎপাদনশীলতা কমে গেল এবং (২) উৎপাদিত দ্রব্যের গুণগত মান নিম্নমুখী হতে থাকলো। কারণ, যে কোন শিল্পেই যন্ত্রপাতি ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং প্রত্যেকটি উৎপাদন যন্ত্রের কার্যকারিতার একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা (life span) থাকে। এই কারণে সেই মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার পরে, অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর সেইগুলোকে নতুন যন্ত্র দিয়ে প্রতিস্থাপিত করতে হয়। না হলে যন্ত্রপাতি যতই পুরনো হতে থাকে ততই কারখানার উৎপাদনশীলতার হ্রাস ঘটতে থাকে, উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পেতে থাকে, উৎপাদিত সামগ্রীর গুণমানও হ্রাস পেতে থাকে, যন্ত্রপাতি মেরামতির ব্যয় বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং উৎপাদন ক্ষেত্রটির অদক্ষতা (inefficiency) সংকট ডেকে আনে। এতদিন এই প্রতিস্থাপনের কোন অসুবিধা ছিল না, যেহেতু পরিকল্পনা অনুযায়ী

নির্দিষ্ট সময়ে সমস্ত যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হতো রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে। নতুন নিয়মে রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলোকে বাজার থেকে যন্ত্রপাতি কিনে নিতে হবে। অথচ, তখনো পর্যন্ত নিয়ম অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় উদ্যোগগুলোর কাছে নিজেদের রিজার্ভ ফান্ড রাখার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। সেইহেতু নতুন কোন যন্ত্রের প্রয়োজন হলে বা কোন পুরনো যন্ত্রকে তার মেয়াদ শেষে নতুন যন্ত্র দিয়ে প্রতিস্থাপনের প্রয়োজন পড়লে অর্থের জন্য তাদেরকে রাষ্ট্রীয় বরাদ্দের জন্য আবেদন করতে হতো। অপেক্ষা করতে হতো সেই বরাদ্দের জন্য। এই প্রক্রিয়ায় বিলম্ব ঘটত, অনেক সময় বরাদ্দ পাওয়াই যেতো না বা যা বরাদ্দ আসত তা সমস্ত অকেজো যন্ত্র প্রতিস্থাপনের জন্য যথেষ্ট হতো না। সেই কারণে ক্ষয়প্রাপ্ত পুরনো যন্ত্রপাতির অর্থাৎ উৎপাদনের হাতিয়ারের প্রয়োজনীয় প্রতিস্থাপন রাষ্ট্রীয় উদ্যোগগুলোতে সম্ভব হচ্ছিল না। প্রযুক্তির দিক থেকে অধিকতর আধুনিক যন্ত্রপাতিও এইসব রাষ্ট্রীয় উদ্যোগগুলো উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত করতে পারছিল না। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগকে তাই পুরনো অকেজো, অদক্ষ যন্ত্র সারাই করে উৎপাদন প্রক্রিয়াকে সচল রাখার চেষ্টা করতে হতো।

অথচ, সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার উৎকর্ষ বজায় রাখার জন্য আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ও পুরনো মেশিনের প্রতিস্থাপন ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় প্রযুক্তিগত রূপান্তরের সাথে তাল মিলিয়ে চলার বা ক্ষয়প্রাপ্ত উৎপাদন যন্ত্রগুলোকে যথা সময়ে প্রতিস্থাপনের গুরুত্বের কথা মার্কস উল্লেখ করেছিলেন। 'দাস ক্যাপিটাল'-এ তিনি বলেছিলেন যে-

> 'প্রতি বছর শ্রম-উপকরণ হিসাবে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত এই যন্ত্রগুলির একটি অংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় বা তার উৎপাদনশীল কার্য-ক্ষমতার সীমাতে পৌঁছে যায়। সুতরাং, সেই বছরে, এটির কালক্রমিক পুনরুৎপাদনের সময় এসে যায়, অর্থাৎ একই ধরণের নতুন যন্ত্র দ্বারা এটির প্রতিস্থাপনের সময় উপস্থিত হয়। শ্রম-উপকরণ হিসাবে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত এইসব যন্ত্রগুলির ক্ষয়প্রাপ্ত হবার কালে শ্রমের উৎপাদনশীলতা যদি ইতিমধ্যেই বৃদ্ধি পেয়ে থাকে (এবং এটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নিরবচ্ছিন্ন অগ্রযাত্রার সাথে ক্রমাগত বিকাশ ঘটে), তাহলে আরও নিপুণ এবং-তাদের বর্ধিত নৈপুণ্যের সাপেক্ষে-আরও ব্যয়-সংকোচনের উপযুক্ত মেশিন, সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি দ্বারা পুরানোগুলোকে প্রতিস্থাপন করার প্রয়োজন হয়।' (রচনাবলি, ৩৫, ৬০০)

সংশোধনবাদীদের সিদ্ধান্তের কারণে সেই সময় থেকেই সোভিয়েতের কারখানাগুলোতে উৎপাদন যন্ত্রের (স্থির উৎপাদনশীল মূলধন) অবসর গ্রহণের হার ক্রমাগত কমতে থাকে। ক্রমাগত কম হারে পুরনো উৎপাদনশীল মূলধনের প্রতিস্থাপন নিশ্চিতভাবে সেটাই প্রমাণ করে যে, সোভিয়েত অর্থনীতিতে মার্কসের বলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেই রূপান্তর প্রক্রিয়া পিছিয়ে পড়তে শুরু করেছিল বা অনুপস্থিত হতে শুরু করেছিল। কমতে কমতে ১৯৬৫ সালে যা হয়েছিল ২.১ শতাংশ, ক্রমাগত কমতে কমতে সেটাই

১৯৮৪ সালে এসে ঠেকেছিল মাত্র ১.৩ শতাংশে। (চট্টোপাধ্যায়, ১৯৯৪, ৭২) স্থির মূলধনের অর্থাৎ উৎপাদনশীল যন্ত্রপাতির প্রয়োজন অনুযায়ী প্রতিস্থাপন না হওয়ার কারণের অনুষঙ্গ হিসাবে মূলধন স্টকের গড় বয়স বৃদ্ধি পায়। যেমন, শিল্পের মোট উৎপাদনশীল যন্ত্রের পাঁচ বছরের কম বয়সী স্থির মূলধনের অংশটি ১৯৭০ সালে এসে দাঁড়ায় ৪১.৪ শতাংশ, ১৯৮৯ সালে সেটা আরও কমে দাঁড়ায় ৩১.৫ শতাংশ। উল্টোদিকে, ১৯৭০ সালে বিশ বছরেরও বেশি বয়সের যন্ত্রের পরিমাণ ছিল যেখানে ৮ শতাংশ, ১৯৮৯ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৪ শতাংশে। সোভিয়েতে স্তালিন আমলে আদর্শ হিসাবে যন্ত্রের গড় আয়ু ছিল ১৩ বছর, নতুন নীতি গ্রহণের কয়েক বছর পরে তা হয়ে দাঁড়ায় ২৬ বছর, অর্থাৎ সোভিয়েত আদর্শের দ্বিগুণ। এর ফলস্বরূপ যন্ত্রপাতির মেরামতের ব্যয় বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেতে থাকল। কোন কোন পরিসংখ্যান বলছে যে, আয়রন এবং স্টিলের মতো কিছু শিল্পে যন্ত্র (fixed capital) মেরামতের ব্যয় দাঁড়িয়েছিল তাদের ঐ শিল্পে মোট বিনিয়োগের পরিমাণের সমান। মেরামতের কাজ বৃদ্ধি পেলে যা হয় তা হলো মেরামতের জন্য যে সমস্ত সরঞ্জাম (tools) লাগে তার বহরও বাড়তে থাকে। একটা হিসাব বলছে যে ১৯৮০ এর দশকের মাঝামাঝি সোভিয়েত মেরামত শিল্পে যে সরঞ্জাম (tools) ছিল তা জাপানের পুরো ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের হাতে থাকা উৎপাদনে নিযুক্ত মেশিনের সমান পরিমাণ। ভয়ঙ্কর বিষয় হলো সোভিয়েতে যন্ত্রের বার্ষিক মেরামত ব্যয় এত পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, তা সোভিয়েত রাষ্ট্রের কয়লা, তেল এবং গ্যাস শিল্পের সম্মিলিত উৎপাদনের সমান। (চট্টোপাধ্যায়, ১৯৯৪, ৭৩) এককথায়, সোভিয়েতের রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনাধীন সমস্ত শিল্প-কলকারখানা অদক্ষ হয়ে উঠতে থাকল, উৎপাদিত দ্রব্যের গুণগত মানের অবনতি ঘটতে থাকল এবং শ্রমের উৎপাদনশীলতা ক্রমাগতই কমতে থাকল। আমরা আগে উল্লেখ করেছি যে, সংশধনবাদীদের নীতির ফলে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কেই বদল নিয়ে এসেছিল। কিন্তু তার সাথে কার্যত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ উৎপাদন ব্যবস্থাকেই এমনভাবে চূড়ান্ত অদক্ষ ও ভঙ্গুর করে ফেলা হলো যে, ব্যবস্থাটিকে আর সচল রাখাই হয়ে উঠল দুরূহ কাজ।

পাশাপাশি, সোভিয়েতের অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তি পুঁজির এই অসুবিধা ছিল না। বরং ক্রমেই তারা আরও সংহত হয়ে উঠতে থাকল। সমাজতন্ত্রের বিপদ যে ক্ষুদ্র-পুঁজির মধ্যে নিহিত থাকে সেই কথা লেনিন-স্তালিন বারংবার উল্লেখ করেছেন। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মধ্যেও যে সংশোধনবাদের জন্ম নেওয়ার বিপদ লুকিয়ে থাকে সে কথা লেনিন ও স্তালিন অনেক লেখায় উল্লেখ করেছেন এবং কমরেডদের হুঁশিয়ার করেছেন। তাঁরা এই সংশোধনাদ জন্ম নেওয়ার উৎস ও সামাজিক ভিত্তির কথা নির্দিষ্ট করে বলেছেন। সেই প্রবণতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথাও বলেছেন। লেনিন স্পষ্ট করে বলেছিলেন- 'সংশোধনবাদের অবশ্যম্ভাবীতা নির্ণিত হয় আধুনিক সমাজে প্রোথিত তার শ্রেণিগত শিকড়ের দ্বারা।' সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের মধ্যে এই শ্রেণির শিকড় ছিল ব্যক্তি-পুঁজির মধ্যে, যা ক্ষুদ্র পুঁজির আকারে সমাজে টিকে ছিল। সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী

শিবিরের বিরোধিতা এবং নানা প্রকারের চক্রান্তমূলক কার্যক্রম তো ছিলই, তবে সেই সব ছিল জ্ঞাত শত্রু এবং আক্রমণ ছিল বাইরের থেকে। কিন্তু ক্রুশ্চেভ-কোসিগিন-ব্রেজনেভ ইত্যাদির নেতৃত্বে সোভিয়েত সংশোধনবাদের আক্রমণ ছিল একেবারেই ভেতর থেকে। এই শিকড়ের কথা ব্যাখ্যা করে বিপ্লবের আগেই এক প্রবন্ধে বলেছিলেন–

> 'ক্ষুদ্র উৎপাদন থেকেই পুঁজির উৎপত্তি হয়েছে এবং প্রতিনিয়ত তার উৎপত্তি হয়ে চলেছে।...কাজেই, এটা বেশ স্বাভাবিক যে, সাধারণভাবে শ্রমিকশ্রেণির দলগুলির নানাস্তরের কর্মীবাহিনীর মধ্যে পাঁতিবুর্জোয়া বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী বারবার জন্ম নেবে। এটাও অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, সর্বহারা বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ভাগ্যাবস্থার পরিবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত এই রকমই হওয়ার কথা এবং সর্বদা সেইরকমই হবে।' (রচনাসমগ্র, ১৫, ৩৯)

আবার, বিপ্লবের পরে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে তোলার সূচনাতেও যখন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে তখনও তিনি সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন–

> 'সর্বহারা একনায়কত্বের অর্থ হলো সেই বুর্জোয়া, যারা অপেক্ষাকৃতভাবে অধিকতর শক্তিশালী শত্রু, তাদের বিরুদ্ধে নতুন শ্রেণির সবচেয়ে দৃঢ়চেতা এবং সবচেয়ে নির্মম যুদ্ধের সূচনা। উৎখাত করার কারণে যে বুর্জোয়াদের প্রতিরোধ দশগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে (যদিও তা শুধুমাত্র একটা দেশে) এবং যাদের ক্ষমতা শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক পুঁজির শক্তি বা আন্তর্জাতিক সংযোগ সামর্থ্য এবং স্থায়িত্বের মধ্যেই নিহিত নেই, নিহিত আছে অভ্যাসের দাসত্ব ও ক্ষুদ্র উৎপাদনের শক্তির মধ্যে।' (রচনাসমগ্র, ৩১, ২৩-২৪)

কমরেড লেনিনের শিক্ষা হলো অভ্যাসের দাসত্ব ও ক্ষুদ্র উৎপাদনের শক্তির মধ্যেই বুর্জোয়াদের প্রতিরোধ ক্ষমতা লুকিয়ে থাকে। স্তালিন এঙ্গেলসকে উল্লেখ করে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন, '... এঙ্গেলস তার এন্টি ড্যুরিং এ অত্যন্ত যৌক্তিকতার সাথে দেখিয়েছেন যে পণ্য সঞ্চালনের অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবীভাবে পুঁজিবাদের পুনর্জন্ম দিতে বাধ্য।' অথচ, বিংশতি কংগ্রেসের পরে উৎপাদনের হাতিয়ারের ক্ষেত্রে পণ্য ব্যবস্থাকেই ফিরিয়ে আনা হলো, যার ফলে ক্ষুদ্র পুঁজির বিকাশের রাস্তাকে মসৃণ করে তোলা হলো। পরিকল্পনার মাধ্যমে দ্রুতহারে শিল্পের বিকাশ ঘটতে থাকলে ধীরে ধীরে ক্ষুদ্র পুঁজির টিঁকে থাকার বাস্তবতা (objective condition) লোপ পেতে থাকে ঠিকই, তবে ক্ষুদ্র পুঁজির ভূমিকাকে ক্রমাগত নিঃশেষ করার সচেতন কার্যক্রম থেকে সরে এলে সেই ক্ষুদ্র পুঁজি সমাজের মধ্যে তার শক্তি সংহত করতে থাকে এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পক্ষে সংকটের উৎস হয়ে দাঁড়ায়। ক্ষুদ্র পুঁজির স্বার্থ রক্ষা করাকে কেন্দ্র করেই সংশোধনবাদী ঝোঁক এমনকি পার্টির সদস্যদের মধ্যেও দেখা দেয়। কমরেড স্তালিন তাঁর জীবদ্দশার শেষ লগ্নে উনবিংশ কংগ্রেসের পার্টি রিপোর্টে ক্ষুদ্র পুঁজি সমাজ অভ্যন্তরে কীভাবে শক্তিকে সংহত করে এবং সমাজতন্ত্রের পক্ষে বিপদ ডেকে আনে তা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন।

> ‘আমাদের মধ্যে এখনো বুর্জোয়া ভাবাদর্শের অবশেষ, ব্যক্তিসম্পত্তিকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা মানসিকতা ও নৈতিকবোধের ধ্বংসাবশেষ রয়ে গেছে। এই ধ্বংসাবশেষ নিজে থেকে দূর হবে না; এইগুলো অত্যন্ত অনমনীয় এবং তাদের অধিকারকে শক্তিশালী করে তুলতে পারে এবং এদের বিরুদ্ধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সংগ্রাম চালাতে হবে। আমরা বাইরে থেকে, পুঁজিবাদী দেশগুলো থেকে, অথবা ভেতর থেকে, সোভিয়েত রাষ্ট্রের উপর ক্ষিপ্ত গোষ্ঠীগুলো যাদেরকে সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষ করা যায়নি তাদের থেকে আজব ধারণা, মতাদর্শ এবং মনোভাব অনুপ্রবেশ করবে না তার নিশ্চয়তাও দিতে পারি না। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে আমাদের সমাজের ভেতর যে সমস্ত আস্থার-অযোগ্য উপাদান আছে তাদেরকে আদর্শগতভাবে নষ্ট করার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের শত্রুরা অস্বাস্থ্যকর মনোভাবকে লালন-পালন করা, উসকে দেওয়া এবং বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য কাজ করে যাচ্ছে।’ (কংগ্রেস রিপোর্ট, ১৯৫২, ১২৭)

সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের ভেঙে পড়ার কারণ অনুধাবনের জন্য স্তালিনের প্রজাতন্ত্র গড়ে ওঠার বাস্তবতার বস্তুগত উপাদানের বিশ্লেষণ কী ছিল তা স্মরণ করা যেতে পারে। সোভিয়েত ইউনিয়নের দশম কংগ্রেসের ইউনিয়নের সংযুক্তির উপর রিপোর্ট পেশ করেছিলেন কমরেড স্তালিন। এই রিপোর্ট প্রকৃতপক্ষে ইউনিয়নগুলির সংযুক্তির যে বাস্তবতা তার মার্কসীয় তাত্ত্বিক কাঠামো। তিনি ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছিলেন যে, তিনটি পরিস্থিতি সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের ঐক্যকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছিল। তার প্রথমটা অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, দ্বিতীয়টা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং সর্বশেষ পরিস্থিতি হিসাবে তিনি যেটি উল্লেখ করেছিলেন তা ছিল সোভিয়েত শাসনের শ্রেণিবিন্যাসের সাথে জড়িত। সেই সময়ের পরিস্থিতি এবং তার প্রেক্ষিতে আশু কর্তব্য নির্ধারণে মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী ব্যাখ্যার অসাধারণ দলিল স্তালিনের সেই বক্তৃতা। বস্তুত, সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত যতকাল সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের ঐক্য (U. S. S. R.) হিসাবে টিকে ছিল তার বস্তুগত কারণ যেমন পাওয়া যাবে স্তালিনের ঐ তৃতীয় পরিস্থিতির তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায়, তেমনি যখন তার পতন হয়েছিল তার বস্তুগত অনিবার্যতাও খুঁজে পাওয়া যাবে সেই বিশ্লেষণ থেকে। অর্থাৎ স্তালিনের সেই বিশ্লেষণ যেমন সেদিনের প্রজাতন্ত্রগুলোর ঐক্যের বাস্তবতা ব্যাখ্যা করেছিল, তেমনি আজ ঐক্য বিনষ্টের কারণও সেই বিশ্লেষণের মধ্যেই পাওয়া যাবে।

সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের ঐক্যের কারণের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন যে,

> ‘সোভিয়েত শাসন ভাবনা, যার অন্তর্নিহিত চরিত্রই হলো আন্তর্জাতিক, এমনভাবেই নির্মিত হয়েছে যে, এটি সমস্ত দিক থেকে জনগণের মধ্যে মিলনের ধারণাকে লালন করে এবং নিজেই প্রজাতন্ত্রগুলোকে ইউনিয়নের পথে পরিচালিত করতে প্ররোচিত করে।... এই কারণে আমি বলি, এখানে, সোভিয়েত বিশ্বে, যেখানে শাসন মূলধন বা পুঁজিকে ভিত্তি করে নয়, শ্রমের উপর ভিত্তি করে, যেখানে শাসন বেসরকারি

> সম্পত্তির উপর ভিত্তি করে নয়, কিন্তু যৌথ সম্পত্তির উপর ভিত্তি করে, যেখানে শাসনব্যবস্থা মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের ভিত্তিতে নয়, বরং এই ধরনের শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ভিত্তিতে, এখানে শাসনের স্বাভাবিক চারিত্রিক প্রবণতা হলো শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে একক সমাজতান্ত্রিক পরিবার গড়ে তোলার দিকে আকাঙ্ক্ষা লালনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।' (ওয়ার্কস - ৫, পৃ-১৫২-১৫৩)

স্তালিন ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন যে, ব্যক্তিসম্পত্তি ও পুঁজির শোষণের পরিবর্তে যৌথ সম্পত্তি, যৌথ উদ্যোগ ও শ্রমে অংশগ্রহণের ভিত্তিতে একই রকম শাসন ব্যবস্থা প্রজাতন্ত্রগুলোর মধ্যে স্বাভাবিক ঐক্য গড়ে ওঠার বস্তুগত শর্ত তৈরি হয়েছে।

একদিকে যখন সংস্কার নীতির কারণে সোভিয়েতের ভারী ও অন্যান্য উপকরণ উৎপাদনের রাষ্ট্রীয় শিল্প ক্রমেই অদক্ষ হয়ে উঠছে, অন্যদিকে এই সুযোগে বিভিন্ন প্রজাতন্ত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তি পুঁজি শক্তি সঞ্চয় করতে শুরু করে। ব্যক্তি পুঁজির মালিকরা তাদের উদ্বৃত্ত-মূল্যের সঞ্চিত ভান্ডার ব্যবহার করে নতুন নতুন যন্ত্র বাজার থেকে কিনতে থাকে, পুরোনোগুলোকে প্রতিস্থাপিত করে উৎপাদন ব্যবস্থাকে দক্ষ ও আধুনিক করে তুলতে থাকে। ব্যক্তি-পুঁজির ক্ষেত্রটি শুধু সম্প্রসারিত হতে থাকে তাই নয়, সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন কুশলতার তুলনায় অধিকতর দক্ষতার কারণে পুঁজির সঞ্চয়ন প্রক্রিয়াও গতি লাভ করে। এই প্রক্রিয়ায় প্রতিটি প্রজাতন্ত্রেই স্থানীয়ভাবে ব্যক্তিপুঁজির উন্মেষ হতে থাকল এবং ক্রমশই পরিকল্পনার বাইরে ব্যক্তিমালিকানাধীন পুঁজির প্রভাব সমাজ ও অর্থনীতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকল। সংশোধনবাদীদের সংস্কার নীতির কারণে শুধুমাত্র উৎপাদনের হাতিয়ারের বাজারে পণ্য হিসাবে বিনিময় ব্যবস্থা গড়ে উঠল না। তার সাথে ক্ষুদ্র পুঁজি যে সমস্ত সামগ্রী উৎপাদন করতে শুরু করল সেই পণ্যেরও বাজার গড়ে উঠতে থাকল।

এই সময় ১৯৬০ সাল থেকে সোভিয়েত রাশিয়ার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতেও এই সব ক্ষুদ্র পুঁজি, তাদের মালিকের দুর্নীতি, মুনাফা, বে-আইনিভাবে শ্রমিক খাটানো ইত্যাদি নানা ঘটনা উল্লেখ করে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। আমরা কয়েকটি মাত্র উদাহরণ এখানে উল্লেখ করছি।

১৯৬০ সালের ১৮ অক্টোবর 'ইজভেস্তিয়া' লিখেছে—

'গোমেল রিজিয়নের একজন বেসরকারি শিল্পোদ্যোগী "শ্রমিক এবং কারিগর" নিয়োগ করেছে এবং দুই বছরের মধ্যেই ১২টা কারখানায় অত্যন্ত উচ্চ মূল্যে চুল্লি তৈরি ও সারাইয়ের কন্ট্রাক্ট পেয়েছে।'

১৯৬১ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি 'প্রাভদা' লিখছে—

'বেলারুশিয়ার একটি কালেক্টিভ ফার্মের চেয়ারম্যান নিজেকে মনে করে যেন একজন সামন্তপ্রভু, সে ফার্মে তার রাজত্ব চালাচ্ছে এবং সব বিষয়ে "ব্যক্তিগতভাবে" ("personally") কাজ করে। সে ফার্মে না থেকে শহরে বা তাঁর নিজের অপরূপ বাংলোতে থাকে এবং সবসময় "নানাবিধ বাণিজ্যিক প্যাচঁ" এবং "বে-আইনি আদান-

প্রদান"-এ ব্যস্ত থাকে। সে বাইরে থেকে পশু কিনে আনে, সেইগুলোকে কালেক্টিভ ফার্মের তৈরি বলে দেখায় এবং উৎপাদনের পরিসংখ্যান (output figures) জাল করে। এবং তথাপি তাঁর সম্পর্কে সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রশংসাসূচক প্রতিবেদনের সংখ্যা নেহাত ফেলনা নয় এবং তাঁকে "অনুসরণীয় নেতা" হিসাবে আখ্যায়িত করা হচ্ছে।'

১৯৬২ সালের ১৪ জানুয়ারি 'প্রাভদা' জানাচ্ছে—

'আলমা-আটা রিজিয়নের একটি কালেক্টিভ ফার্মের চেয়ারম্যান বাণিজ্যিক ফাটকা পূর্বাভাসের একজন বিশেষজ্ঞ। সে ইউক্রেন বা উজবেকিস্তান থেকে ফলের রস এবং জামবুল (djambul) থেকে চিনি আর এ্যালকোহল কিনে প্রক্রিয়াজাত করে অত্যন্ত বেশি মূল্যে বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্রি করে। বছরে ১০ লক্ষ লিটারের অধিক উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন একটা মদের ভাটিখানা এই ফার্মে সে তৈরি করেছে। এর বাণিজ্যিক ফটকা কারবারের জাল গোটা কিরঘিজ সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র জুড়ে বিস্তৃত এবং বাণিজ্যিক ফটকা এই ফার্মের আয়ের মূল উৎস।'

১৯৬৩ সালের ৮ অক্টোবর 'প্রাভদা ভোস্তকা' পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে জানা যাচ্ছে যে-

'উজবেকিস্তানের একটি সিল্ক-বয়ন কারখানার যে পরিচালক, সে মুখ্য প্রকৌশলী, মুখ্য হিসাবরক্ষক, সরবরাহ ও বিপণনের মুখ্য অধিকর্তা, ওয়ার্কসপের বিভাগীয় প্রধান ইত্যাদির সাথে জোটবদ্ধ হয়ে সকলে মিলে "নবজন্ম নেওয়া উদ্যোগপতি" ("new-born entrepreneurs") হয়েছে। হিসাবের আওতায় না এনে দ্রব্য উৎপাদনের জন্য তারা বিভিন্ন বে-আইনি রাস্তায় দশ টনেরও বেশি কৃত্রিম ও শুদ্ধ রেশম কিনেছে। আইনানুগ পদ্ধতির মধ্য দিয়ে না গিয়েই তারা শ্রমিকদের নিয়োগ করেছে এবং "দিনে ১২ ঘণ্টা কাজ" করতে বাধ্য করছে।'

১৯৬৩ সালের ৯ এপ্রিল 'ইজভেস্তিয়া' জানাচ্ছে—

'লেনিনগ্রাদের একজন "সোভিয়েত নারী পুঁজিপতি" নাইলনের ব্লাউজ তৈরি করে বিক্রি করার জন্য শ্রমিক নিযুক্ত করেছে এবং তাঁর দৈনিক আয় ৭০০ রুবলের চেয়েও বেশি।'

বিভিন্ন প্রজাতন্ত্রে গজিয়ে ওঠা এই রকম অসংখ্য ক্ষুদ্র উদ্যোগের খবর সেই সময় সোভিয়েতের সমস্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এখন, পুঁজি যদি থাকে, বাজার যদি থাকে তবে বাজারের দখল নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও দ্বন্দ্বও স্বাভাবিক। স্বাভাবিক নিয়মেই বাজার দখলের প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হলো। এই প্রতিযোগিতায় ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতন্ত্রের স্থানীয় পুঁজির আপেক্ষিক এগিয়ে থাকা পিছিয়ে থাকা নিয়ে প্রজাতন্ত্রগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব রূপ নেয় উপ-জাতীয়তাবাদের লড়াইতে। সেই পুঁজির স্বার্থসংশ্লিষ্ট বাকবিতণ্ডা, পারস্পরিক অসহযোগিতা এবং মারামারি মানুষের কাছে বুর্জোয়া দুনিয়ার মিডিয়া প্রচার করতে থাকে অবদমিত জাতির মুক্তির লড়াই হিসাবে। স্তালিন যখন প্রজাতন্ত্রের ঐক্যের বাস্তবতা ব্যাখ্যা করেছিলেন তখন বলেছিলেন যে, এর ভিত্তি হলো শ্রমে অংশগ্রহণ, যৌথ সম্পত্তি, শোষণবিরোধী সংগ্রাম এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে শ্রমজীবী

জনগণের ঐক্যের আকাঙ্ক্ষা। এর পরিবর্তে যখন প্রজাতন্ত্রে পুঁজির ব্যক্তি মালিকানা, মুনাফা, ব্যক্তি পুঁজির শোষণ, বাজার দখলের প্রতিযোগিতা ফিরে এলো তখন সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের মৌলিক আকাঙ্ক্ষা নষ্ট হয়ে গেল। অর্থাৎ ঐক্যের ভিত্তিই বা বাস্তবতা (objective condition) দুর্বল হতে থাকল। এই প্রক্রিয়াই এক সময় এই 'ইউনিয়ন অব সোভিয়েত রিপাবলিক' ভেঙে পড়ার অন্যতম কারণ হয়ে ওঠে।

সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও প্রজাতন্ত্র ভেঙে পড়ার এটাই আমাদের বিচারে বস্তুগত ব্যাখ্যা। কেউ কেউ বস্তুগত বাস্তবতা বিবেচনা না করে বা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ভিত্তিমূলে (base) যে সংস্কারের নামে পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত হয়েছিল সেই তথ্যকে অস্বীকার করে বা না জেনে মনগড়া তথাকথিত 'সমাজতান্ত্রিক ব্যক্তিবাদ'-এর কারণে সমাজতন্ত্রের পতন হয়েছে বলে ব্যাখ্যা উপস্থিত করেন যা সম্পূর্ণ ভাববাদী ব্যাখ্যা। এই ব্যাখ্যার সাথে যেমন তথ্য ও বাস্তবতার সামঞ্জস্য নেই, তেমনি বিচার-বিশ্লেষণের মার্কসবাদী বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিরও কোন সংযোগ নেই। বস্তুত, আমরা আমাদের আগের অনেক আলোচনায় দেখিয়েছি যে 'সমাজতান্ত্রিক ব্যক্তিবাদ' বলে কিছু হয় না, ব্যক্তিবাদ বা তার সাথে সংশ্লিষ্ট ভোগবাদ সবসময়ই ব্যক্তি-পুঁজি সৃষ্ট এবং তারই মানসিক বা সাংস্কৃতিক প্রতিফলন। তাই ব্যক্তিবাদ মানেই 'বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদ'। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রাথমিক অবস্থায় যে ব্যক্তি-পুঁজি থাকে সেই শ্রেণির চিন্তারই প্রতিফলন ঘটে এই ব্যক্তিবাদের মধ্যে।

বলশেভিক দলের অভ্যন্তরে সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে লড়াই

আমরা তথ্য সহকারে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি যে ১৯৫৬ সালের পর থেকে একের পর এক ভুল সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে সোভিয়েত নেতৃত্ব যে পথে হাঁটছিলেন তাতে ক্ষুদ্র পুঁজি ক্রমাগত শক্তি সঞ্চয় করেছে, ব্যক্তি পুঁজি দিনে দিনে প্রসারিত হয়েছে। অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগগুলো ক্রমশই অদক্ষ হয়ে উঠেছে। যত এই সমস্ত রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের উৎপাদনশীলতা হ্রাস পেয়েছে, কারখানা ও উৎপাদন প্রক্রিয়া অদক্ষ হয়ে উঠেছে, ততই সংশোধনবাদী নেতৃত্ব ভেবেছেন যে, ব্যক্তিগত প্রণোদনা বৃদ্ধি করলেই বুঝি সমস্যার সমাধান হবে। কিন্তু সমস্যা আরও গভীরতর হয়েছে, অর্থনীতিতে সংকট ডেকে এনেছে, পরিকল্পনার রূপায়ণ অসম্ভব হয়ে উঠেছে। সোভিয়েতের আর্কাইভ উন্মোচনের পর এই বিষয়ের উপর অসংখ্য গবেষণার ফল প্রকাশিত হয়েছে, আমরা যার কিছু কিছু উল্লেখ করেছি। মার্কসের মৌলিক চিন্তার বিরোধী নীতি যত গ্রহণ করা হয়েছে, লেনিন-স্তালিনের ক্ষুদ্র-পুঁজির বিপদ সম্পর্কে হুঁশিয়ারিকে যত উপেক্ষা করা হয়েছে, ততই উদারবাদের ছাতার তলায় বিভিন্ন প্রজাতন্ত্রে ক্ষুদ্র ব্যক্তি-পুঁজি ক্রমাগত সংহত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে, ক্রমাগত পুঁজির প্রসারণ ঘটেছে এবং সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের টিকে থাকার বস্তুগত শর্ত (material condition) ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হয়েছে। সমাজতন্ত্রের পতনের এক দশক আগে থেকেই বিশ্বের কোন কোন দেশের কমিউনিস্ট পার্টি এবং আমরাও এই বিপর্যয়ের আশঙ্কা প্রকাশ করে এসেছি। তাই সোভিয়েত ব্যবস্থার বিপর্যয় ঘটলে অনেকের কাছে

অভাবিত মনে হলেও আমাদের দলের কাছে তেমনটা মনে হয়নি। সে জন্য সোভিয়েত সমাজতন্ত্র পতনের ঘোষণা ও ক্রেমলিন থেকে লাল পতাকা অপসারণের পর পরই আমরা ঢাকায় লাল পতাকা উচিয়ে সমাজতন্ত্রের পক্ষে প্রকাশ্যে জনসভা করতে পেরেছিলাম। এ প্রসঙ্গে কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন যে ক্রুশ্চেভ এবং ঐ সময়ের নেতৃত্ব যখন এই সমস্ত ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তখন দলের মধ্যে কেন প্রতিরোধ গড়ে উঠলো না? এইটি একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এই আলোচনার শুরুর দিকে আমরা দেখিয়েছি যে, বিরোধিতা হয়েছিল এবং বেশ কয়েক বছর ধরেই দলের অভ্যন্তরে তা জারি ছিল। কিন্তু দলের অভ্যন্তরে নেতৃত্বের স্তরে সেই বিরোধ নিস্পত্তির পথে হাঁটতে গিয়ে কোন পক্ষই বিষয়গুলো সাধারণ সদস্য বা জনগণের স্তরে নিয়ে যায়নি, বিতর্কে তাদের সংযুক্ত করেননি। এই পদ্ধতি অবশ্যই ভুল ছিল। ঐতিহাসিক তথ্য বলছে যে, দলের মধ্যে কেউ বুঝতে পারেননি সে কথা সত্য নয়। এইসব সিদ্ধান্ত যে মার্কসবাদসম্মত হচ্ছে না এমন চিন্তা দলের মধ্যে ছিল না, বিষয়টা তেমনও নয়। সংশোধনবাদী সিদ্ধান্তের বিরোধী সঠিক চিন্তাও ছিল। কিন্তু তাঁরা সকলেই ভেবেছিলেন দেশের অভ্যন্তরের এই বিবাদ প্রকাশ্যে এলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তার সুযোগ নেবে এবং এই আশঙ্কাও ঠান্ডা যুদ্ধের আবহে একেবারে অমূলক ছিল তাও নয়। তবু পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে এমন ভাবনা ত্যাগ করে তাঁরা যদি বিতর্কের বিষয়গুলো সাধারণ সদস্য ও জনগণের স্তরে নিয়ে যেতেন তাহলে দলের সাধারণ সদস্যদের মধ্যে স্তালিনের যে ভাবমূর্তি ছিল, তাঁর নীতির প্রতি যে সমর্থন ছিল সেটাই সংশোধনবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জিততে সাহায্য করত। তেমনটা হলে হয়ত ইতিহাস অন্যরকম হতে পারত।

এই আলোচনার শুরুতেই আমরা দীর্ঘ আলোচনা করে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি বা দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গির একটি মৌলিক অবস্থান ব্যাখ্যা করেছি। বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ বলে যে কোন ঘটনাকে বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করা ঠিক হয় না। তাকে পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলির সাথে সম্পর্ক বিবেচনায় নিয়ে বিশ্লেষণ করতে হয়। গত শতাব্দীর ৩০ ও ৪০ দশকে সদ্য গঠিত সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রকে যে অবস্থা মোকাবিলা করতে হয়েছে পরবর্তী ঘটনার প্রেক্ষিতে তাকে বিবেচনায় রাখতে হবে। সোভিয়েতের অষ্টাদশ কংগ্রেস হয়েছিল ১৯৩৯ সালে তারপর থেকে ১৯৫২ সালে অনুষ্ঠিত ঊনবিংশ কংগ্রেসের মাঝে দল যুদ্ধ ও যুদ্ধ পরবর্তী সংকট মোকাবিলার ব্যস্ততায় আর কোন কংগ্রেস আহ্বান করতে পারেনি। যুদ্ধে আক্ষরিক অর্থেই লাখ লাখ এমন সব কমরেড শহিদ হয়েছেন, যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে পার্টির রাজনীতি ও মার্কসবাদ প্রয়োগের অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ ছিলেন। তাদের মৃত্যু দলের অভ্যন্তরে বিরাট শুন্যতা সৃষ্টি করেছিল। ঊনবিংশ কংগ্রেসে প্রতিনিধিদের মধ্যে মাত্র ১২ জন ছিলেন যারা বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেছিলেন, আর মাত্র ৭ শতাংশ ছিলেন যারা বিপ্লবে অংশ নেননি কিন্তু বিপ্লবের পর যে গৃহযুদ্ধ চলছিল সেই সময় দলের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন। অর্থাৎ প্রতিনিধিদের এক বড় অংশ প্রায় ৯৩ শতাংশ যাদের দলের কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা কম এবং মার্কসীয় রাজনৈতিক আদর্শগত ভাবধারায় সুশিক্ষিত ছিলেন না। ঊনবিংশ কংগ্রেসের রিপোর্টে উল্লেখ আছে যে যুদ্ধের সমাপ্তির পরে যে

সমস্ত নতুন কমরেড দলের সাথে সদস্য হিসাবে যুক্ত হয়েছিলেন তাদের সংখ্যা ১৬ লাখ। স্বাভাবিকভাবেই দলের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতার মান নেমে এসেছিল, যে কারণে স্তালিন ১৯তম কংগ্রেসে কমরেডেদের শ্রেণি সচেতনতা ও শ্রেণি-সংস্কৃতি অর্জনের কর্মসূচি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার কথা এত গুরুত্ব সহকারে বলেছিলেন। আমরা জানি সমাজতন্ত্রের অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখতে সমাজ অভ্যন্তরে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রতিনিয়ত সমাজতান্ত্রিক ভাবনা-চিন্তা, মানসিকতা, সংস্কৃতি নিয়ে যেতে হয়। এই কাজে শ্রমিকশ্রেণির দলের হাতিয়ার হিসাবে গণসংগঠন, পেশাজীবী গণসংগঠন, সাংস্কৃতিক গণসংগঠন ইত্যাদিকে ক্রিয়াশীল রাখতে হয়। তবে এক্ষেত্রেও দলের সঠিক ভূমিকা পালন নির্ভর করে দলের সর্বস্তরে শ্রেণি সচেতনতা ও আদর্শগত রাজনৈতিক মানের উপর। দলের আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র, জনগণকে সম্পৃক্ত করে সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার পরিবেশ, ক্ষুদ্র পুঁজির দাসত্ব থেকে মুক্তি, পুঁজিবাদী সমাজের অভ্যাস, সংস্কৃতি, আচার-আচরণের যা অবশিষ্ট থাকে তার পরিবর্তনের লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই দলের সদস্যদের রাজনৈতিক মান নির্মাণ হয়।

একটি কমিউনিস্ট দলের ক্ষেত্রে কংগ্রেস হলো সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব। যেখানে দলের পক্ষ থেকে নেতৃত্ব সদস্যদের কাছে দলের সাফল্য ব্যর্থতার বিবরণ পেশ করেন। দলের অভ্যন্তরে যত বিভিন্ন মত থাকে সেগুলি উপস্থিত করে দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় নিষ্পন্ন করে কেন্দ্রীভূত যৌথ মতামতে উপনীত হয়ে ভবিষ্যত কর্মপন্থা প্রণয়ন করেন। সোভিয়েতে দীর্ঘ ১৩/১৪ বছর দলের কংগ্রেস না হওয়ায় সংগঠনের মধ্যে নানা সীমাবদ্ধতা ও ক্ষতিকর প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। ঊনবিংশ কংগ্রেসের রিপোর্টে সেই সব সীমাবদ্ধতা ও ক্ষতিকর প্রবণতার কথা তুলে ধরা হয়েছিল। রিপোর্ট থেকে সেগুলি জানা যায়। সেখানে বলা হয়েছিল,

> ‘আমাদের অবশ্যই আত্মতৃপ্তির উদ্দীপনা, অর্জনের মোহাচ্ছন্নতা, সাফল্যের সারগর্ভহীন প্রদর্শন এবং আমাদের দলের সর্বস্তরে আত্মতুষ্টির প্রবণতার অবসান ঘটাতে হবে-এইগুলো সব আমাদের উদ্দেশ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং বিপজ্জনক। আমাদের সাহসের সাথে এবং দৃঢ়তার সাথে কাজের ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতার প্রতি আলোকপাত করতে হবে এবং সেইগুলো দূর করতে হবে। আমাদের অবশ্যই অভ্যন্তরীণ দলীয় গণতন্ত্রের চর্চা করতে হবে, আরও বিস্তৃতভাবে আত্মসমালোচনা এবং নিচের থেকে সমালোচনাকে উৎসাহ জোগাতে হবে, সমস্ত সৎ-মনের সোভিয়েত নাগরিকদের সাহসের সাথে এবং নির্ভয়ে আমাদের সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠানের কাজের ধারার ত্রুটিগুলির সমালোচনা করার জন্য এগিয়ে আসতে হবে; সমালোচনাকে দমন করার বা প্রতিশোধমূলক নিপীড়নের মাধ্যমে চুপ করিয়ে দেওয়ার সমস্ত প্রচেষ্টাকে আমাদের নির্মমভাবে মোকাবিলা করতে হবে।’

কংগ্রেসের রিপোর্টে দলের কমরেডদের রাজনৈতিক মান নেমে যাওয়া সম্পর্কে

গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছিল। উল্লেখ করা হয়েছিল যে সংগঠনের কাজের মধ্যে আমলাতান্ত্রিক প্রবণতা তৈরি হয়েছে, বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্বের পদ অযোগ্য, অনুপযুক্ত, অপ্রগতিশীল এবং অবিবেচক কমরেড (incompetent, unsuitable, unprogressive and unconscientious) দখল করে আছে এবং তাদেরকে অপসারিত করে সংগঠনের নেতৃত্বকে সর্বোচ্চ স্তরে থেকে নিম্নতম স্তর পর্যন্ত যথাযথভাবে গড়ে তুলতে হবে (We must substantially perfect control and verification of fulfilment throughout the whole system of leadership from top to bottom)। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন দলের সদস্যদের দ্রুত মার্কসবাদে শিক্ষিত করে তোলা এবং সেই কাজ শুরু করার আহ্বান জানানো হয়েছিল। কিন্তু এইসব সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করার আগেই কংগ্রেসের কয়েক মাস পরেই কমরেড স্তালিন মারা যান। কাজেই ক্রুশ্চেভদের সংশোধনবাদী সিদ্ধান্ত কেন দলের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে প্রতিরোধের সম্মুখীন হলো না সেটা বিচারের সময় এই ঐতিহাসিক বাস্তবতাকেও মাথায় রাখতে হবে।

স্তালিন জীবিত থাকলে যে একটা সর্বব্যাপক সংগ্রাম তিনি নিশ্চিতভাবেই করতেন। দলের অভ্যন্তরে নানা রকম ত্রুটি-বিচ্যুতির উপস্থিতি কখনোই স্তালিনের চোখ এড়িয়ে যায়নি। দলের অভ্যন্তরে সারা জীবনই তিনি এইবিষয়ে সোচ্চার থেকেছেন, দূর করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছেন। বিশ্বজুড়ে শত্রু পরিবেষ্টিত অত্যন্ত প্রতিকূল পরিবেশ এবং সমাজতন্ত্র নির্মাণের বিপুল দায়িত্ব পালন করার সাথে সেই কাজে তিনি কখনো সফল হয়েছেন, কখনো বা যতটা করা সম্ভব ছিল ততটা করে উঠতে পারেননি। কিন্তু ত্রুটি চিহ্নিত করতে এবং মার্কসীয় দৃষ্টভঙ্গিতে তাকে বিশ্লেষণ করতে তিনি সর্বদাই প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন। স্তালিন আমলের আমলাতন্ত্র নিয়ে বহু অভিযোগ আছে। কিন্তু বিষয়টা এমন নয় যে স্তালিন তাঁর ব্যক্তিস্বার্থে এই আমলাতন্ত্রের জন্ম দিয়েছিলেন বা লালন-পালন করেছেন, যেমনটা ট্রটস্কিপন্থিরা চতুর্থ আন্তর্জাতিকের জন্মাবধি বলে আসছে। বরং সত্য ঘটনা হলো অনেক আগে থেকেই এই আমলাতন্ত্রের কু-ফলের কথা স্তালিন বলে এসেছেন এবং তার বিরুদ্ধে লড়াই সংগঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। ১৯২৮ সালে দলের ৮ম কংগ্রেসে তিনি দল ও অঙ্গ-সংগঠনের অভ্যন্তরের এই প্রবণতাকে কীভাবে মোকাবিলা করা যাবে তার দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন। তাঁর সেই মূল্যবান বক্তৃতার কিছু অংশ আমরা এখানে উল্লেখ করছি। উদ্ধৃতিটি সামান্য দীর্ঘ হলেও, স্তালিন নিজের স্বার্থ বজায় রাখতে আমলাতান্ত্রিকতাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন বলে ট্রটস্কিপন্থিদের হীন প্রচারের স্বরূপ এবং স্তালিনের দৃঢ়-চরিত্রকে বুঝতে সাহায্য করবে। তিনি বলেছিলেন,

> ‘আমলাতন্ত্র আমাদের উন্নতির অন্যতম শত্রু। এটা আমাদের সকল সংগঠনে বিদ্যমান-পার্টি, যুব কমিউনিস্ট লীগ (YCL), ট্রেড-ইউনিয়ন এবং অর্থনৈতিক সংগঠন। লোকেরা যখন আমলাদের কথা বলে, তারা সাধারণত পুরানো অ-দলীয় কর্মকর্তাদের দিকে ইঙ্গিত করে, যাদেরকে আমাদের কার্টুনে চশমা পরা পুরুষ হিসাবে চিত্রিত করা একটি নিয়ম হয়ে উঠেছে। এটা পুরোপুরি সত্য নয়, কমরেডস।

এটা যদি শুধুমাত্র পুরানো আমলাদের প্রশ্ন হতো, তবে আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করা খুব সহজ হতো। সমস্যা হল এটা পুরানো আমলাদের ব্যাপার না। এটা নতুন আমলাদের ব্যাপার। এদের মধ্যে একদল যারা সোভিয়েত সরকারের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং তাদের বাদে অন্যরা হলো কমিউনিস্ট আমলারা। কমিউনিস্ট আমলা সবচেয়ে বিপজ্জনক ধরনের আমলা। কেন? কারণ তিনি পার্টির সদস্য কার্ডের মুখোশ পরে তার আমলাতন্ত্রকে আড়াল করেন এবং দুর্ভাগ্যবশত, আমাদের মধ্যে অনেক সংখ্যায় এই ধরনের কমিউনিস্ট আমলা আছেন।' (ওয়ার্কস, ১১, ৭৫)

দুর্নীতি ও পার্টি আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রহীনতা নিয়ে সেই বক্তৃতায় স্তালিন বলেছিলেন,

'আমাদের পার্টি সংগঠনের কথা ধরুন। আমার কোন সন্দেহ নেই যে আপনারা স্মোলেনস্কের ঘটনা, আর্টিওমভস্কের ঘটনা বা এই রকম আরও অনেক ঘটনা সম্পর্কে পড়েছেন। আপনারা কি মনে করেন, এইগুলো হঠাৎ করে ঘটেছে? আমাদের পার্টির কোন কোন সংগঠনের মধ্যে এই রকম লজ্জাজনক দুর্নীতি ও নৈতিক অবক্ষয়ের উদাহরণের ব্যাখ্যা কী? ঘটনা এই যে পার্টির একচেটিয়া একাধিপত্য অযৌক্তিকভাবে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে, তৃণমূল স্তরের সাধারণ কর্মীদের কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করে দেওয়া হয়েছে, অভ্যন্তরীণ-দলীয় গণতন্ত্রকে বিলুপ্ত করা হয়েছে এবং আমলাতন্ত্র ব্যাপক হয়ে উঠেছে। কীভাবে এই বালাইয়ের মোকাবিলা করা হবে? আমি মনে করি যে অভ্যন্তরীণ-দলীয় গণতন্ত্র চালু করার মাধ্যমে তৃণমূল স্তর থেকে দলের সাধারণ সভ্যদের সংগঠিত করে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ছাড়া এই বালাইকে মোকাবিলা করার ভিন্ন অন্য কোন উপায় নেই এবং অন্য কোন উপায় থাকতে পারে না। এসব দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে পার্টির সাধারণ সদস্যদের মধ্যে ক্ষোভ জাগিয়ে তুলতে এবং দুর্নীতিবাজদের পাততাড়ি গুটিয়ে ফেরত পাঠাতে সদস্যদের সুযোগ দেওয়ার কি আপত্তি থাকতে পারে? এই ব্যাপারে কোন আপত্তি থাকতে পারে না।' (ওয়ার্কস, ১১, ৭৫-৭৬)

ট্রেড ইউনিয়ন, যুব লীগ এবং অর্থনৈতিক সংগঠনের মধ্যে যে আমলাতান্ত্রিকতা বাসা বেঁধেছিল তাকে উন্মোচিত করে তীব্র সমালোচনা করেছিলেন কমরেড স্তালিন। বক্তৃতায় বলেছিলেন,

'বা উদাহরণস্বরূপ, যুব কমিউনিস্ট লীগের কথা ধরুন। আপনারা অবশ্যই অস্বীকার করবেন না যে যুব কমিউনিস্ট লীগের মধ্যে এখানে সেখানে চূড়ান্তরূপে দুর্নীতিগ্রস্ত লোকজন আছে যাদের বিরুদ্ধে নির্মম সংগ্রাম সূচনা করা একান্তভাবে অপরিহার্য। তবে দুর্নীতিবাজদের কথা না হয় বাদ দেওয়া যাক। তরুণ কমিউনিস্টদের

মধ্যে যে সমস্ত গোষ্ঠী ('Kosarevites' এবং Sobolevites') যুব কমিউনিস্ট লীগের পরিবেশ বিষাক্ত করে তুলছে তাদের আপনি নেতৃত্বে সহজেই খুঁজে পান, কিন্তু সেখানে একজন মার্কসবাদীকে কেন মোমবাতি দিয়ে খুঁজতে হয়? এটা যদি Y.C.L এর শীর্ষ নেতৃত্বের একাংশে মধ্যে আমলাতান্ত্রিকতার জমাট বাধার ঘটনা নির্দেশ না করে, তবে সেটা কী নির্দেশ করে?

আর ট্রেড ইউনিয়ন? কে অস্বীকার করবে যে আমাদের ট্রেড ইউনিয়নের ভেতরে পর্যাপ্ত পরিমাণে আমলাতান্ত্রিকতা আছে? আমাদের কারখানায় উৎপাদন সম্মেলন হচ্ছে। আমাদের ট্রেড ইউনিয়নে অস্থায়ী নিয়ন্ত্রণ কমিশন আছে। জনসাধারণকে উজ্জীবিত করে তোলা এইসব সংগঠনগুলোর কাজ, আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো সম্মুখে নিয়ে আসা এবং আমাদের গঠনমূলক কাজের উন্নতিসাধনের জন্য দিক-নির্দেশনা ও উপায় নির্দেশ করা এদের কাজ। এইসব সংগঠন কেন বিকশিত হচ্ছে না? কেন তারা কর্মতৎপরতা নিয়ে চিন্তিত হয় না? এটা কি স্পষ্ট নয় যে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের অভ্যন্তরে আমলাতন্ত্র, পার্টির আমলাতন্ত্রের সাথে যুক্ত হয়ে, শ্রমিকশ্রেণির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই সংগঠনগুলোকে বিকশিত হতে বাধা দিচ্ছে?

সবশেষে, আমাদের অর্থনৈতিক সংগঠন। আমাদের অর্থনৈতিক সংগঠন যে আমলাতন্ত্রের শিকার সেই কথা কে অস্বীকার করবে? একটি উদাহরণ হিসাবে শাখটির ঘটনাটি[৩] বিবেচনা করুন। শাখটির ঘটনা কি এই ইঙ্গিত বহন করে না যে আমাদের অর্থনৈতিক সংস্থা দ্রুত অগ্রসর হতে পারছে না, পা টেনে টেনে হামাগুড়ি দিচ্ছে? এইসব সংগঠনের অভ্যন্তরের আমলাতন্ত্রের অবসান ঘটাবো কীভাবে?

এটি করার একটিই মাত্র উপায় রয়েছে এবং তা হল নিচ থেকে নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা, শ্রমিকশ্রেণির বিশাল জনতাকে যুক্ত করে তাদের দিয়ে আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলির অভ্যন্তরের আমলাতন্ত্র, তাদের দুর্বলতার কথা এবং তাদের ভুলের সমালোচনা সংগঠিত করা।' (ওয়ার্কস, ১১, ৭৬-৭৭)

গতশতাব্দীর বিশের দশকে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র নির্মাণের সূচনাকালে দল ও প্রশাসনের অভ্যন্তরে উল্লিখিত ত্রুটি-দুর্বলতা, বিশেষত আমলতান্ত্রিকতা প্রবলভাবে উপস্থিত ছিল। প্রচলিত বুর্জোয়া রাষ্ট্রের ধ্যান-ধারণার সাথে মৌলিকভাবে ভিন্ন এক রাষ্ট্রের শাসন প্রণালী বা প্রশাসন কেমন হওয়া উচিত সে সম্পর্কে নেতৃত্ব ছিল সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। ঘরে-

৩. কয়লা খনির প্রাক্তন মালিকদের সাথে সোভিয়েত অর্থনীতিতে নাশকতার ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে ১৯২৮ সালে উত্তর ককেশাসের শহর শাখটি থেকে ৫৩ জন প্রকৌশলী এবং ব্যবস্থাপককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ১৯২৮ সালের মে মাসের ১৮ তারিখে হাউস অফ ট্রেড ইউনিয়ন, মস্কোতে এদের বিচার করা হয়েছিল।

বাইরে অসংখ্য শত্রু। এমন প্রবল প্রতিকুলতাকে সর্বস্তরের নেতা, কর্মী ও জনগণকে যুক্ত করে কতো সফলতার সাথে তিনি মোকাবিলা করেছিলেন তা আমরা সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের গড়ে তোলার ইতিহাসে প্রত্যক্ষ করেছি। এইসব ত্রুটি দূর করে তিনি দলকে এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিকে দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছিলেন বলেই পরবর্তী সময়ে ফ্যাসিস্টদের পরাস্ত করে সমাজতন্ত্রকে তিনি রক্ষা করতে পেরেছিলেন।

দেশের সমস্ত খেটে-খাওয়া শ্রমজীবী মানুষ যে শিশু রাষ্ট্র ও তাঁর নেতৃত্বের উপর আস্থা রেখেছিলেন তার কারণ আছে। কেননা রাষ্ট্রও মানুষকে আস্থায় নিয়ে আইন প্রণয়নে ও কর্মসূচি রূপায়ণে অগ্রসর হয়েছে। স্তালিন আমলে যখন সংবিধান রচিত হয় তখন সেই সংবিধানের ৬ কোটি কপি জনগণের মধ্যে বিলি করে সর্বস্তরের জনগণের মতামত গ্রহণ করা হয়েছিল। দুনিয়ার কোন বুর্জোয়া দেশে এমন গণতান্ত্রিক দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে না। পরবর্তী কালে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও ফ্যাসিস্টবিরোধী লড়াই শেষে, যখন স্তালিন সময় পেলেন, তখন দল ও দেশের অভ্যন্তরে যে সমস্ত দুর্বলতা-ত্রুটি জন্ম নিয়েছে সেইগুলো দূর করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। ঊনবিংশ কংগ্রেসের রিপোর্টে সেইসব ত্রুটি-বিচ্যুতিকে চিহ্নিত করে সেইগুলোর বিরুদ্ধে আদর্শগত রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক লড়াইয়ের রূপরেখা ও দিক-নির্দেশনা তিনি দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিয়ে সমাজতন্ত্রকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি পাননি। কিন্তু, দলের সদস্যদের রাজনৈতিক মানের অনুপযুক্ততা, দলের মধ্যে সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার পরিবেশের অভাব, রাজনৈতিক কর্মসূচি বাস্তবায়নে জনগণকে সম্পৃক্ত না করতে পারা, দলের নেতৃত্বের সমালোচনাকে প্রতিশোধমূলক নিপীড়নের মুখে চুপ করিয়ে দেয়ার প্রবণতা, নেতৃত্বের আমলতান্ত্রিক আচরণ ইত্যাদি সমস্ত অসুখ যে সংগঠনে বাসা বেঁধেছিল তার উল্লেখ খুব স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করেছিলেন। পরবর্তী নেতৃত্বের দায়িত্ব ছিল এ সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু হয়েছে তার বিপরীত।

লেনিনবাদকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া

বিংশতি কংগ্রেসের সংশোধনবাদী নেতৃত্বের সিদ্ধান্তের কারণে স্বাভাবিকভাবেই যা হওয়ার কথা সেই প্রত্যাশিত পথেই ঘটনা প্রবাহিত হতে থাকল। বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনে স্তালিনের প্রজ্ঞা এবং সোভিয়েতের অর্জন সম্পর্কে দেখা দিল সংশয়, বিপ্লবের পথ নিয়ে দেখা দিল চূড়ান্ত বিভ্রান্তি ও মতবিরোধ এবং সর্বশেষে সাম্যবাদী শিবিরের আন্দোলনই দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে কমিউনিস্টদের অকুতোভয় ভূমিকা, ফ্যাসিবাদকে পরাস্ত করতে কোটি কোটি কমিউনিস্টের নিঃস্বার্থে আত্মবলিদান, বিশ্বের এক তৃতীয়াংশ ভূমিতে সগৌরবে উড্ডীন সমাজতন্ত্রের লাল পতাকা ইত্যাদি ঘটনাবলি যখন বিশ্বের সমস্ত খেটে-খাওয়া মানুষের ঐক্যকে সংহত করছিল, মুক্তি সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করছিল, নব-আদর্শের স্পর্শে উজ্জীবিত করে তুলছিল-ঠিক তখনই বিংশতি কংগ্রেসের এই ঘটনা কমিউনিস্টদের মধ্যে চরম মতবিরোধ, বিভ্রান্তি, সংশয়ের জন্ম দিয়ে দেশে দেশে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে ভেতর থেকেই দুর্বল করে দিল। উল্টোদিকে, ঠিক সেই

মুহূর্তে, যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে, বিশ্বের রাজনৈতিক অঙ্গনের সমস্ত প্রান্তে সমাজতন্ত্রের জয়যাত্রায় সাম্রাজ্যবাদীরা কোনঠাসা হয়ে পড়েছিল। শ্রমিকশ্রেণির লড়াইয়ের পাশে তখন বুদ্ধিজীবী, শিল্পী-সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিকসহ সমাজের অন্যান্য শ্রেণি-উপশ্রেণির মানুষ জড়ো হতে শুরু করেছিল। সাধারণ মানুষের চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল যে, কল্যাণকর ব্যবস্থা হিসাবে সমাজতন্ত্রের দাবি অমূলক নয়, তা বাস্তব। এমনকি, সমাজতন্ত্রের এইভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠায় দেশে দেশে ভীত-সন্ত্রস্ত সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী রাষ্ট্র নানা জনমুখী অর্থনীতি গ্রহণ করে দেখাতে চাইতে শুরু করল যে, পুঁজিবাদের পক্ষেও কল্যাণকর সমাজ (welfare state) গঠন সম্ভব। শ্রমিক আন্দোলনের পক্ষে এমন একটি অনুকূল বিশ্ব পরিবেশে বিংশতি কংগ্রেসে শোধনবাদী ক্রুশ্চেভ চক্রের হঠাৎ করেই স্তালিনকে আক্রমণ করার মূল উদ্দেশ্য কী ছিল বা তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব কী হতে পারে তা সেইদিন অনেকেই বুঝতে পারেননি। সেই পরিস্থিতিতে ১৯৫৬ সালের নভেম্বর মাসে কমরেড মাও মার্কসবাদের অগ্রযাত্রার প্রেক্ষিতে কমরেড স্তালিনের গুরুত্ব ও অবস্থানকে তুলে ধরেছিলেন। তিনি ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন,

> 'আমরা মনে করি দুটি "তলোয়ার" রয়েছে: একটি হলো লেনিন এবং অন্যটি স্তালিন। স্তালিন তলোয়ারটি এখন রাশিয়ানরা বাতিল করে দিয়েছে। গোমুলকা[৪] এবং হাঙ্গেরির কিছু লোক সোভিয়েত ইউনিয়নকে ছুরিকাঘাত করতে এবং তথাকথিত স্ট্যালিনিজমের বিরোধিতা করার জন্য তা হাতে তুলে নিয়েছে। অনেক ইউরোপীয় দেশের কমিউনিস্ট দলগুলিও সোভিয়েত ইউনিয়নের সমালোচনা করছে এবং তাদের নেতা হলেন তোগলিয়াত্তি[৫]। সাম্রাজ্যবাদীরাও মানুষকে সংহার করার জন্য এই তলোয়ার ব্যবহার করে। যেমন, উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ডালেস[৬] কিছু সময়ের জন্য এটিকে হাতে নিয়ে আন্দোলিত করেছে। এই তলোয়ারটি কর্জ হিসাবে দেওয়া হয়নি, একেবারে ফেলে দেওয়া হয়েছে। আমরা চাইনিজরা তা ফেলে দেইনি। প্রথমত, আমরা স্তালিনকে রক্ষা করছি এবং দ্বিতীয়, আমরা একই সময় তাঁর ভুলগুলির সমালোচনা করছি এবং আমরা "সর্বহারা একনায়ত্বের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে" (On the Historical Experience of the Dictatorship of the Proletariat) নিবন্ধটি প্রকাশ করেছি। কিছু লোক যাঁরা স্তালিনকে অপমান ও ধ্বংস করার চেষ্টা করছে,

৪. ওয়ালাডিস্ল গোমুলকা (Władysław Gomułka) পোল্যান্ডের কমিউনিস্ট নেতা যাকে ১৯৪৮ সালে দক্ষিণপন্থি জাতীয়তাবাদী বিচ্যুতির জন্য দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। ১৯৫৬ সালে ক্রুশ্চেভের স্তালিনবিরোধী অবস্থানের কারণে আবার পোল্যান্ডের পার্টির নেতৃত্ব ফিরে আসে।

৫. পালমিরো তোগলিয়াত্তি (Palmiro Togliatti) ইতালিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক

৬. জন ফস্টার ডালেস (John Foster Dulles) ছিলেন একজন আমেরিকান কূটনীতিক, আইনজীবী এবং রিপাবলিকান রাজনীতিবিদ। তিনি ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি আইজেনহাওয়ারের পররাষ্ট্র মন্ত্রী (সেক্রেটারি অফ স্টেট) ছিলেন। বিশ্বব্যাপী কমিউনিজমের বিরুদ্ধে আগ্রাসী অবস্থানের গুরুত্বপূর্ণ ফেরিওয়ালা।

আমরা ঠিক তার বিপরীতে বস্তুনিষ্ঠ বাস্তবতা অনুসারে কাজ করছি।

লেনিন তলোয়ারটি সম্পর্কেও কি বলা চলে না যে কতক অর্থে কিছু সোভিয়েত নেতাদের দ্বারা এটিও পরিত্যক্ত হয়েছে? আমার ধারণায় এটিও যথেষ্ট পরিমাণে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। অক্টোবর বিপ্লব কি এখনও শিক্ষণীয় নয়? এটি কি এখনও সব দেশের বিপ্লবের ক্ষেত্রেই উদাহরণ হিসাবে কাজ করতে পারে? সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতি কংগ্রেসে ক্রুশ্চেভের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে সংসদীয় রাস্তা দিয়ে ক্ষমতা দখল করা সম্ভব, অর্থাৎ, অক্টোবরের বিপ্লব থেকে এখন আর সব দেশের শেখার প্রয়োজন হয় না।

একবার এই দুয়ার খুলে দিলে মুখ্যত লেনিনবাদকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়।' (মাও, ১৯৫৬, পৃ- ৩৪১)

কয়েক দশক পরেই আমরা দেখতে পেলাম কমরেড মাও-এর সেই কথা সত্যে পরিণত হলো। স্তালিন দিয়ে শুরু হলেও কয়েক দশক পরেই লেনিনকে, মার্কসকে, সমাজতন্ত্রকে– সমস্ত কিছুকেই ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হলো। প্রজাতন্ত্রকে ভেঙে দিল, নিজেরাই কমিউনিস্ট পার্টিকে বিলোপ করার সিদ্ধান্ত নিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সোভিয়েত ইউনিয়নে কমরেড স্তালিন ও চীন বিপ্লবের নেতা কমরেড মাও সেতুং এর মতো আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলন পরিচালনার যোগ্য নেতৃত্ব থাকা সত্ত্বেও কেন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র থেকে সমাজতান্ত্রিক ইউনিয়নে উত্তরণ সম্ভব হলো না? বাস্তবে রাশিয়া এবং চীন যদি স্তালিন ও মাও-এর চিন্তা অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ পেতো তবে হয়তো সমাজতন্ত্রের পতনের বদলে সোভিয়েত ও চীন ইউনিয়নে অন্তর্ভুক্ত হয়ে সমাজতান্ত্রিক ইউনিয়ন তথা সাম্যবাদের পথে অগ্রযাত্রা বিশ্ববাসী দেখতে পেত। কমরেড স্তালিন ১৯৩১ সালে জার্মান গ্রন্থকার এমিল লুডউইক এর সঙ্গে সাক্ষাতে বলেছিলেন,

'যে কাজে আমি আমার জীবন উৎসর্গ করেছি তা হল একটি শ্রেণি- অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণির উন্নতিসাধন করা। সেই কাজটি এটা নয় যে কিছু "জাতীয়" রাষ্ট্রের একত্রীকরণ নয়, বরং কাজটি হলো একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের গঠন, এবং এর অর্থ হলো একটি আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র গঠন; এবং এই কাজ বলতে রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করে এমন যা কিছু কাজ যা সমগ্র আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণিকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করবে। শ্রমজীবীশ্রেণিকে উচ্চস্তরে তুলে ধরার এবং এই শ্রেণির সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করার জন্য আমার প্রচেষ্টার প্রতিটি পদক্ষেপ যদি শ্রমিকশ্রেণির অবস্থানকে শক্তিশালী ও উন্নত করার দিকে পরিচালিত না হয় তবে আমার উচিত আমার জীবনকে নিরর্থক মনে করা।' (ওয়ার্কস, ১৩, ১০৭)

এ বক্তব্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি তাদের পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট

বিষয়ে করণীয় কর্মসূচি নির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণির আন্তর্জাতিকতাবাদের মার্কসীয় দর্শনের রূপটি কেমন হবে স্তালিনের এই বক্তব্যের মধ্যে তারই প্রকাশ ঘটেছে। স্তালিন সোভিয়েত রাষ্ট্রের কাজ বলতে সেইসব কাজ বুঝিয়েছিলেন যা আন্তর্জাতিক স্তরে শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলনকে শক্তিশালী করবে এবং যা পরিণামে আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র গঠন করবে। এইটি সকল অর্থেই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর জন্য আন্তর্জাতিক দায়-দায়িত্বের মার্কসবাদসম্মত দিক-নির্দেশনা। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি কমরেড মাও-এর নেতৃত্ব বিপ্লব সম্পন্ন করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে ১ অক্টোবর ১৯৪৯ সালে। তারপর কমরেড স্তালিন বেশিদিন বেঁচে ছিলেন না–মাত্র তিন বছর পাঁচ মাস পরেই ১৯৫৩ সালের ৫ মার্চ তিনি মারা যান। চীন বিপ্লবের পর থেকে স্তালিনের উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করেই চীন-রাশিয়া পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে অগ্রসর হচ্ছিল। এই দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতার যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল সেটা সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার অভ্যন্তরে দুই বুর্জোয়া রাষ্ট্রের পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতার সম্পর্ক ছিল না, চরিত্রগত দিক থেকে তা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। সর্বহারাশ্রেণির আদর্শের ভিত্তিতে এই দুই দেশের সহযোগিতার মধ্যে শ্রেণিগত ঐক্য গড়ে তোলা, ভাতৃত্ববোধ সম্প্রসারিত করা এবং বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণির মুক্তি আন্দোলনকে বেগবান করার আকাঙ্ক্ষা ছিল। কিন্তু সোভিয়েতে শোধনবাদী নেতৃত্বের উত্থানে গত শতাব্দীর ষাটের দশকে এসে তার প্রকৃতিই বদলে গেল। চীনের নেতৃত্বের সাথে কোন কোন বিষয়ে আদর্শগত ও নীতিগত মতপার্থক্য দেখা দিয়েছিল যা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। সোভিয়েতের সংশোধনবাদী নেতৃত্ব সেই মতবাদিক বিতর্ককে আন্তর্জাতিকতাবাদের দৃষ্টিতে গ্রহণ করতে পারল না।[৭] তাঁরা আদর্শগত প্রশ্নে বিরোধকে কেন্দ্র করে চীনের সাথে অসহযোগিতার পথে গেল। চীনের সমাজতন্ত্র নির্মাণের বিভিন্ন প্রকল্পে যে কারিগরি সহযোগিতা তাঁরা করছিল সেটা বন্ধ করে দিল। চীনে কর্মরত সমস্ত সোভিয়েত প্রযুক্তিবিদদের ফেরত নিয়ে চীনকে বিপদে ফেলে দিল। এমনটা সম্ভব হয়েছিল কারণ সোভিয়েতের নেতৃত্ব তখন আর কমিউনিজমের আদর্শে পরিচালিত হচ্ছিল না, তখন তাঁরা চূড়ান্তভাবে সংশোধনবাদী পথে হাঁটছে। এই কারণে দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে, সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের যে বিপুল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল তা অনেকাংশে দুর্বল হয়ে পড়ল।

সোভিয়েত বলশেভিক পার্টির ঊনিশতম পার্টি কংগ্রেসই ছিল স্তালিনের জীবদ্দশায় শেষ পার্টি কংগ্রেস যা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৫২ সালে। কংগ্রেসে কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্ট পেশ করেছিলেন ম্যালেনকভ। ১৯২৫ সাল থেকে পার্টি কংগ্রেসে এই রিপোর্ট সাধারণ সম্পাদক হিসেবে পেশ করে এসেছেন কমরেড স্তালিন। এই ব্যতিক্রমের ঘটনা তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এখান থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, স্তালিনের উপস্থিতিতে কেন্দ্রীয় কমিটি পরবর্তী যোগ্য নেতা হিসাবে হয়ত ম্যালেনকভকেই বিবেচনা করেছিল, যদিও দলের অভ্যন্তরে

৭. From 1956 the rapidly deteriorating relations with the USSR, which ended in the clamorous breach between the two communist powers in 1960, led to the withdrawal of the important technical and other material aid from Moscow.", Hobsbawm, 'The Age of Extremes', ABACUS, London, p-466

মলোটোভকেই স্তালিনের পরে দ্বিতীয় নির্ভরযোগ্য নেতা বলে মনে করা হতো। এই কংগ্রেসেই আরও একটি সাংগঠনিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এতদিন পর্যন্ত চলে আসা ১১ সদস্যের পলিটব্যুরো ব্যবস্থা পরিবর্তন করে ২৫ সদস্যের 'Presidium of the Central Committee'-র নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এই ২৫ সদস্যের প্রেসিডিয়ামের কয়েকজনকে নিয়ে একটি সেক্রেটারিয়েট তৈরি করা হয়। স্তালিন হয়ত তাঁর পরবর্তী সময়ে যৌথ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রটিকে প্রসারিত করতে এবং নেতৃত্বের স্তরে নবীনদের উচ্চতর দায়িত্বের পর্যায়ে নিয়ে আসার জন্য এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকবেন। অন্যান্যদের সাথে ক্রুশ্চেভ এই প্রেসিডিয়ামের এবং সেক্রেটারিয়েটের সদস্য নির্বাচিত হন। স্তালিনের মৃত্যুর পরেই তিনি মস্কো প্রভিন্সের ফার্স্ট সেক্রেটারির পদ পরিত্যাগ করে সংগঠনে ম্যালেনকভের স্থলাভিষিক্ত হন অর্থাৎ সিপিএসইউ, রাশিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির, ফার্স্ট সেক্রেটারির দায়িত্ব পান। স্তালিনের মৃত্যুর পর প্রেসিডিয়ামের অন্যান্য সদস্যরা নানা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকলেও, ক্রুশ্চেভই একমাত্র যিনি প্রেসিডিয়াম সদস্য এবং একই সাথে সার্বক্ষণিক পার্টির সাংগঠনিক দায়িত্বে ছিলেন। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে তিনি দলের কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক নানা স্তরে ধীরে ধীরে স্তালিনের মতানুসারীদের সরিয়ে দিতে থাকেন। উল্লেখযোগ্য যে ক্রুশ্চেভ স্তালিনের আমলের প্রেসিডিয়ামের সম্পাদকমণ্ডলীর ১১ জন সদস্যের মধ্যে ৯ জনকেই সরিয়ে নতুন সদস্যদের নিয়ে আসেন। কিন্তু তারপরও ক্রুশ্চেভের নানা উদারনৈতিক নীতি গ্রহণের বিরুদ্ধে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন ম্যালেনকভ। ১৯৫৫ সালের শুরুতে, ক্রুশ্চেভ ম্যালেনকভকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। নিকোলাই বুলগানিনকে মন্ত্রী পরিষদের সভাপতি করার জন্য ম্যালেনকভকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেন। ধূর্ত ক্রুশ্চেভ ম্যালেনকভের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে বিভিন্ন বিষয়ে-অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক- ম্যালেনকভ স্তালিনের নীতি থেকে সরে গিয়ে উদারপন্থি অবস্থান নিয়েছেন। কিন্তু ম্যালেনকভকে সরিয়ে বুলগানিনকে সেই পদে বসাতে সফল হওয়ার পরে ক্রুশ্চেভ নিজেই একটার পর একটা উদারনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়া শুরু করলেন যা এতদিন তিনি ম্যালেনকভের বাধায় নিতে পারছিলেন না এবং ১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে নির্ধারিত বিংশতিতম কংগ্রেসে স্তালিনবিরোধী যুদ্ধ ঘোষণার জন্য ভিত্তির কাজ শুরু করে দেন। (ড্যানিয়েলস, ২০০৭, ২৮৯)

ক্রুশ্চেভ বিংশতি কংগ্রেসের পর কী কী সংশোধনবাদী নীতি গ্রহণ করেছিলেন এবং কীভাবে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের অর্থনীতিতে ধীরে ধীরে ব্যক্তিপুঁজি সংহত হয়েছে তা আমরা পূর্বেই বিস্তৃত আলোচনা করেছি। মূলত, সেইসময় থেকেই শুরু হয়েছিল অর্থনীতির ক্ষেত্রে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের পতনের শুরু। কিন্তু ক্রুশ্চেভের এই মতাদর্শগত রূপান্তর শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় প্রতিফলিত হয়েছিল তা নয়, প্রতিফলন দেখা দিল পার্টি সংগঠনের ক্ষেত্রেও। ১৯৬১ সালে তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, যেহেতু ইউএসএসআর-এ বিরোধী (hostile) শ্রেণি আর বিদ্যমান নেই (এখানে তিনি স্তলিনের একটি ভুলকেই অবলম্বন করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন), বুর্জোয়াদের

উপর সর্বহারাশ্রেণির একনায়কত্বের আর প্রয়োজন নেই। তদনুসারে, সোভিয়েত রাষ্ট্রকে 'সমগ্র জনগণের রাষ্ট্র' হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল। ফলস্বরূপ, সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টিকে সর্বহারাশ্রেণির পার্টির পরিবর্তে 'সমগ্র জনগণের দল' হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল। পার্টির অভ্যন্তরে শ্রেণি প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে এই নতুন মতবাদের অর্থ হলো পার্টিতে আইনত বুর্জোয়া ব্যাকগ্রাউন্ড বা সেই সময়ের শ্রেণিগতভাবে বুর্জোয়া অবস্থানের ব্যক্তিদের প্রবেশের কার্যকর বাধাগুলি সরিয়ে ফেলা। সোভিয়েতে সর্বহারা ভিন্ন অন্য কোন শ্রেণির অস্তিত্ব নেই বলে যে সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল তা ছিল মারাত্মক ভুল।

এই সিদ্ধান্তের পাশাপাশি পার্টির সদস্যদের ভূমিকার একটি নতুন সংজ্ঞা নিয়ে আসা হয়, ক্রুশ্চেভ যাকে 'উৎপাদন নীতি' (production principle) বলেছেন। প্রাথমিক পর্যায়ে নেপের সময়ে লেনিনের লেখার কিছু উদ্ধৃতি অপ্রাসঙ্গিকভাবে ব্যবহার করে ক্রুশ্চেভ সিদ্ধান্ত করেন যে, পার্টি ক্যাডারকে অবশ্যই রাজনৈতিক নেতৃত্ব বা আদর্শিক বিতর্কের চেয়ে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা এবং উৎপাদনের প্রচারের কাজটিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। (লিনডেন, ১৯৬৬, ১৪৯-৫২) এর ফলে পার্টির ভিতর সুস্পষ্টভাবে পরিচালকদের একটি দল, যারা নিজস্ব ক্ষমতা ইতিমধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করে নিয়েছিল, তাদের রাজনৈতিক চেতনার মান বা বিশ্বাসকে বিবেচনা ব্যতিরেকেই প্রাধান্য বেড়ে যায়। পার্টির নেতৃত্বের শীর্ষ পর্যায় ছাড়া 'উৎপাদন নীতি'-কে তার যৌক্তিক সিদ্ধান্তে নিয়ে যাওয়ার জন্য, ক্রুশ্চেভ পার্টিকে শিল্প ও কৃষি এই দুই ভাগে বিভক্ত করেন। প্রস্তাব করেন যে, স্থানীয় পার্টি কর্মকর্তাদের বেতন খামারের এবং তাদের কর্তৃত্বাধীন কারখানার 'অর্থনৈতিক সাফল্যের সূচক' এর সাথে সংযুক্ত করা হবে। (নোভ, ১৯৬৪, ৯৩) এই সিদ্ধান্তের অন্য অর্থ হলো পার্টির সদস্যদের উদ্যোগ কতটা মুনাফা সৃষ্টি করতে পারে, করে সেই অনুযায়ী তাদের অর্থ প্রদান করা হবে। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হয়েছিল যে, লেনিন এবং স্তালিনের সময় থেকে পার্টিতে শ্রমিক এবং কৃষকশ্রেণির মধ্যে যে ঐক্যের নীতি পার্টি অনুসরণ করে আসছিল তাতে বিভেদ সৃষ্টি করা। (মার্টিন, ১৯৭৫, ৭৬)

স্তালিনের বিরুদ্ধে অপবাদের নতুন নতুন প্রচারণা এবং স্তালিনের নীতির অনুসারী মোলোটভ এবং তার সহযোগীদের 'গোঁড়ামিবাদ' এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নাম করে রাজনীতি ও অর্থনীতিতে এই সমস্ত পদক্ষেপগুলি নেওয়া হচ্ছিল। স্তালিন বিরোধী প্রচারণাকে এমন তুঙ্গ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয় যে একসময়, ১৯৬১ সালে, স্তালিনের দেহকে রেড স্কোয়ারের সমাধিস্থান (mausoleum in Red Square) থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এমন মনে করার কারণ নেই যে, এই সমস্ত পদক্ষেপ সবাই চুপ করে মেনে নিয়েছে এবং কোন প্রতিবাদ হয়নি। আমরা সেই সব প্রতিবাদ বা প্রতিরোধের খবর সেই সময় পাইনি। কিন্তু আজ জানা যাচ্ছে যে, এইসব পদক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ শ্রমিক ও অন্যান্য শ্রেণি থেকে উঠেছিল। 'ইউএসএসআর-এ শিল্প শ্রমিক' (১৯৬৭) বইয়ের লেখক রবার্ট কনকুয়েস্ট (Robert Conquest)-এর সূত্র উল্লেখ করে মার্টিন লিখেছেন যে, ক্রুশ্চেভের প্রতিটি পদক্ষেপেই সোভিয়েত শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে অস্থিরতা এবং প্রতিরোধের ঘটনা

ঘটেছে। রবার্ট কনকুয়েস্ট কিন্তু কোনোভাবেই স্তালিনের সমর্থক নন। তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, স্তালিনের নীতির বিরুদ্ধে প্রতিটি নতুন অভিযানের বিরুদ্ধেই শ্রমিকশ্রেণি হয় ধর্মঘট, নয়তো অন্য কোনভাবে প্রতিবাদ করেছে। কারখানায় কারখানায় প্রতিবাদের ঝড় (stormy meetings in the factories) উঠেছে। নেতাদের, এমনকি প্রেসিডিয়াম সদস্যকেও, চিৎকার করে মঞ্চ থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে ধনীদের প্রতিনিধি (even members of the Presidium were howled down as representative of the new wealthy 'They')। ১৯৬২ সালে নভোচেরকাসের মতো জায়গায় শ্রমিক অসন্তোষ 'দাঙ্গা' এর মতো ঘটনায় পর্যবসিত হয়েছিল। যখনই এই রকম প্রতিরোধের কোন ঘটনা ঘটেছে, তখনই ক্রুশ্চেভ নেতৃত্ব যে কৌশল অবলম্বন করেছিল তা হলো, সাময়িকভাবে পিছু হটে আসা, কোন কোন প্রস্তাব থেকে সরে আসা, স্তালিনের প্রশংসা করা এবং সময়-সুযোগ বুঝে তাদের মূল লক্ষ্যপূরণের দিকে অগ্রসর হওয়া। (মার্টিন, ১৯৭৫, ৭৫-৭৬)

ক্রুশ্চেভের অপসারণের পর এসেছিলেন দলের 'ফার্স্ট সেক্রেটারি' হিসাবে ব্রেজনেভ এবং প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন কোসিগিন। উৎপাদন ক্ষেত্রগুলোতে শ্রমিকদের প্রতিরোধ ভাঙতে উৎপাদন সম্পর্কের ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী সম্পর্ক স্থাপন করাকেই কোসিগিন হাতিয়ার করেছিলেন। ১৯৬৫ সালে আলেক্সি কোসিগিন নতুন করে যে সংস্কারের কথা বললেন তা আসলে সমাজতন্ত্রকে দৃঢ় করার পরিবর্তে উৎপাদনের উপায় বা হাতিয়ার এবং শ্রমশক্তিকে পণ্যে পরিণত করতে সাহায্য করেছিল। সংস্কারের জন্য তিনি বললেন 'শিল্পের ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা এবং উৎসাহদানের বিদ্যমান রূপগুলি আর আধুনিক প্রযুক্তিগত অবস্থা, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং উৎপাদনশীল শক্তির বর্তমান স্তরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।' যে সোভিয়েতে শ্রমিকরা কারখানায় কারখানায় উৎপাদনশীলতায় রেকর্ড সৃষ্টি করত, নির্ধারিত সময়ের আগেই সমস্ত প্রকল্প সম্পুর্ণ করার উদাহরণ সৃষ্টি করত, সেই শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য তাঁরা সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও সচেতনা বৃদ্ধির উপর জোর না দিয়ে মনে করলেন যে 'মুনাফা' অর্জনকে লক্ষ্য হিসাবে স্থির করলে এবং সেই অনুযায়ী ইনসেনটিভ দিলেই কারখানাগুলোতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে। ক্রুশ্চেভের পথ অনুসরণ করেই কোসিগিন সিদ্ধান্ত নিলেন যে, 'মুনাফার' ভিত্তিতেই কারখানার দক্ষতা পরিমাপ করা হবে। অর্থাৎ, পরিকল্পনার নির্দিষ্ট লক্ষ্য (target) অর্জনের মধ্যে যে যৌথতার আদর্শ থাকে, সামাজিক দায়বদ্ধতা থাকে, সমাজতন্ত্র নির্মাণের আকাঙ্ক্ষা ও ভাবনার প্রতিফলন থাকে, শ্রেণি-সচেতনতা লালন-পালনের প্রকাশ থাকে-তার পরিবর্তে 'মুনাফা'-কে সূচক হিসাবে গ্রহণ করলে ব্যক্তি স্বার্থের মানসিকতাই মূল বিষয় হয়ে ওঠে– যা নিশ্চিতভাবে বুর্জোয়া সংস্কৃতি। ঘোষণা করা হলো-'এন্টারপ্রাইজকে দক্ষতা বাড়ানোর দিকে অভিমুখী করার জন্য "মুনাফা" হবে সূচক। সূচক হিসাবে "মুনাফা" ব্যবহার করাই সর্বোত্তম। দেশের নেট-আয়ে (net income) একটি এন্টারপ্রাইজের মুনাফার পরিমাণ কতটা অবদান রাখছে তার প্রেক্ষিতেই সেই এন্টারপ্রাইজকে চিহ্নিত করা হবে।' এই কারণে, রাষ্ট্রীয় কারখানাগুলোতে 'মুনাফা' বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা শুরু হলো। ফলে

কোসিগিন ক্ষমতায় আসায় তাঁর সংস্কারের মাধ্যমে পুঁজিবাদের দিকে সোভিয়েত আরও বেশি জোর কদমে অগ্রসর হতে থাকল। সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির পরিবর্তে শ্রমিকদের মধ্যে ব্যক্তিগত স্বার্থবোধকেন্দ্রিক বুর্জোয়া সংস্কৃতি বিস্তার করতে শুরু করল।

১৯৬৯ সাল থেকে ব্রেজনেভ ধীরে ধীরে পার্টির প্রধান কর্তৃত্বকারী ব্যক্তি হিসাবে উঠে আসতে থাকেন এবং ১৯৭১ সালে সিপিএসইউ-এর চব্বিশতম পার্টি কংগ্রেসের পর পার্টির সাধারণ সম্পাদক হিসাবে সোভিয়েত রাজনৈতিক ব্যবস্থার নেতৃত্বে আসীন হন। এই সময় দল, রাষ্ট্র, অর্থনীতি এবং পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে যে সমস্ত চ্যালেঞ্জ এসেছিল, সবগুলোর ক্ষেত্রেই মার্কসীয় বিবেচনাসম্মত পরিকল্পনার নীতি গ্রহণে ব্যর্থ হওয়ায় প্রজাতন্ত্রের পতন ত্বরান্বিত করার জন্য ব্রেজনেভের পর্বটি চিহ্নিত হয়ে থাকবে। অর্থনীতি পরিকল্পনার ক্ষেত্রে একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার করে বুঝা সম্ভব। সোভিয়েত রাষ্ট্রে এতদিন পর্যন্ত পরিবহন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে গণপরিবহনের উপর নির্ভর করাকেই সঠিক মনে করা হয়ে এসেছে। অত্যাবশ্যক ক্ষেত্র ছাড়া কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত গাড়ি কেনা ও ব্যবহারের কোন সুযোগ ছিল না, সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের সাপেক্ষে প্রয়োজনও ছিল না। পরিকল্পনার সময় সর্বদা মনে রাখতে হয় যে, রাষ্ট্রের সম্পদ অসীম নয়। সেইকারণে পরিকল্পনার রূপরেখা নির্মাণের সময় সম্পদ ব্যবহার ও বণ্টনের অগ্রাধিকারের নীতি নির্ণয় যথেষ্ট জটিল এবং একই সাথে অতি গুরুত্বপূর্ণ। সীমিত সম্পদ একজনের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য গাড়ি উৎপাদন খাতে ব্যবহার করা অপেক্ষা সেইসব খাতই এতদিন অগ্রাধিকার পেয়েছে যা সামাজিকভাবে সমষ্টির চাহিদা পূরণের সহায়ক। বিশেষত, যেখানে গণপরিবহনের মাধ্যমে একই পরিষেবা অনেক বেশি মানুষের চাহিদা পূরণ করতে পারে। ক্রুশ্চেভের সময় যখন ভোগ্য পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে অধিকতর বিনিয়োগের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তখনও তার মধ্যে ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যবহারের কথা ভাবা হয়নি। বিশেষ জনসেবামূলক কিংবা জরুরি তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে যানবাহনের ব্যক্তিগত ব্যবহার ব্যবস্থা থাকতে পারে, কিন্তু তা কোন অবস্থাতেই ব্যক্তিগত মালিকানাকে অনুমোদন করে না। কিন্তু ব্রেজনেভ এসে এই নীতির পরিবর্তন করেন।

'এবং প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন গাড়ি উৎপাদনের নীতি গ্রহণের সাথে বড় পরিণতি-সামাজিক ও তার পাশাপাশি অর্থনৈতিক পরিণতি, বহন করে নিয়ে এসেছিল এবং বিশ্ব বিপ্লবে আগ্রহী একটি কমিউনিস্ট দেশের ভাবমূর্তির সাথে যা ছিল সম্পূর্ণ বেমানান। নিঃসন্দেহে সমাজের একটি উচ্চ শ্রেণি-যারা একটি গাড়ির অধিকারী হওয়ার জন্য অত্যন্ত আগ্রহী ছিল-সেই শ্রেণির চাপে ব্রেজনেভ নীতির পরিবর্তন করেছিলেন। অবশ্য ভবিষ্যতের জন্য তখনও রাষ্ট্রীয় মালিকানায় গণপরিহনকেই ভাবা হচ্ছিল কিন্তু ইতালি থেকে কেনা একটি ফিয়াট কারখানার নির্মাণের সাথে ব্যক্তিগত ব্যবহারের গাড়ির উৎপাদন ব্যাপকভাবে বেড়ে গেল এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল এমন কারখানা আরও আসবে।' (নোভ, ১৯৭৫, ১৬৪-১৬৫) নিশ্চিতভাবে এই কারণে সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার ভারসাম্য কীভাবে বিনষ্ট হয়েছিল সেটা অনুধাবন করা জরুরি।

১৯৭১ সালে অনুষ্ঠিত সিপিএসইউ-এর ২৪তম কংগ্রেসেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল যে কৃষি, ভোগ্যপণ্য ও পরিষেবা ক্ষেত্রকে পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার দেওয়া হবে এবং ১৯৭১ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রূপরেখা রচিত হয় তা এই নীতির ভিত্তিতেই তৈরি হয়। সেই অনুসারে ব্রেজনেভের আমলে (১৯৮৪ সাল পর্যন্ত) বিপুল পরিমাণ সম্পদ বিনিয়োগ করা হয় কৃষি ক্ষেত্রে। কিন্তু ১৯৫৮ সাল থেকেই MTSগুলো তুলে দেওয়াসহ অন্যান্য সমস্ত সংস্কারের কারণে কৃষিক্ষেত্রে ব্যক্তি সিদ্ধান্তের পরিসর ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছিল। ফসলের উপর ব্যক্তি মালিকানা, ব্যক্তি পুঁজির অবিরত সঞ্চয়ন, কৃষিপণ্যের বাজার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, মুনাফার অধিকারের নীতিকে উৎসাহিত করা ইত্যাদির কারণে কৃষি উৎপাদনের লক্ষ্যপূরণে পরিকল্পনার ব্যবস্থাপনা কার্যকরী হয়ে ওঠেনি। ফলে এই সম্পদ বিনিয়োগের কোন ফলই পাওয়া যায়নি। পরিবর্তে খাদ্যশস্য ও মাংস উৎপাদনে বিপুল ঘাটতি ঘটতে থাকে। এই ঘাটতি পূরণের উদ্দেশ্যে সরকার বাধ্য হয় পশ্চিমের দেশগুলো থেকে অধিক হারে খাদ্যসহ অন্যান্য ভোগ্য পণ্য আমদানি করতে।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় এই ভারসাম্যহীনতা প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং তা হলো সোভিয়েতের সামরিক শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অস্ত্রসহ অন্যান্য সামরিক প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা ও উৎপাদনের বিপুল ব্যয়। একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের হাত থেকে রাষ্ট্রকে রক্ষা করার জন্য সামরিক প্রস্তুতিকে একটি মাত্রা পর্যন্ত অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। স্তালিনের সময় সেই মাত্রাটিকে নির্দেশ করা হয়েছিল 'ন্যূনতম প্রতিরোধ' (minimal deterrence) ব্যবস্থা হিসাবে। অর্থাৎ, এমন একটি মাত্রায় সেই ব্যবস্থা থাকবে যখন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কোন আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিলে তাদেরও কী পরিমাণ ক্ষয়-ক্ষতি (cost-benefit analyses) হবে তা বিচার করতে বাধ্য হবে এবং দেশের সম্পদ ও জনগণের সেই পরিমাণ ক্ষয়-ক্ষতির সম্ভাবনাই তাদের আক্রমণ থেকে বিরত রাখবে। কিন্তু, আমেরিকার সাথে যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণের প্রতিযোগিতায় যাওয়া কখনও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নীতি হতে পারে না, যেখানে যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণ এবং যুদ্ধ জারি রাখা সাম্রাজ্যবাদীদের অর্থনীতিকে বাঁচিয়ে রাখার অন্যতম উপায়। বর্তমান সময়ে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে মিসাইল নির্মাণ ও নৌ-বাহিনীর প্রস্তুতির দিক থেকে রাশিয়া আমেরিকার পেছনে থাকলেও ১৯৬৪ সালেই তাদের সমকক্ষ হয়ে ওঠে। (নোভ, ১৯৭৫, ১৬৫) ক্রুশ্চেভের আমলে ব্রেজনেভই ছিলেন এই দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত এবং তিনি আমেরিকাকে ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েন। দল ও দেশের প্রধান হয়ে তিনি সামরিক প্রযুক্তিকে ক্রমাগত আধুনিকীকরণের (field of advanced military technology) নীতি থেকে সরে আসেনি।

এমন সিদ্ধান্তের পেছনে বিশ্ব-সাম্যবাদী শিবিরে মতাদর্শগত লড়াইকে সঠিক পথে চালিত করতে না পারার জন্য পূর্ব-ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে যে আভ্যন্তরীণ সমস্যা ও অস্থিরতা দেখা দিয়েছিল তাও প্রত্যক্ষভাবে কারণ হয়ে উঠেছিল। হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড, রুমানিয়া, পূর্ব-জার্মানি এবং চেকোস্লোভাকিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন দেশে নানা রকম চিন্তাকে

কেন্দ্র করে আভ্যন্তরীণ নানা শক্তি মাথা চাড়া দিতে থাকে। সমাজতান্ত্রিক চীনের সাথেও সোভিয়েত রাশিয়া বিরোধ এই পর্যায়ে নিয়ে যায় যে দুই সমাজতান্ত্রিক দেশের মধ্যে সীমান্ত সংঘর্ষ ঘটে এবং চীনের সীমান্ত বরাবর বিপুল সংখ্যক সৈন্যকে মোতায়েন করে রাখতে হয়। চেকোস্লোভাকিয়ার পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে ৬ লক্ষ সৈন্য প্রেরণ করা হয়েছিল, যা আমরা এখন সকলেই জানি যে, সারা বিশ্বেই বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। এমনকি বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট দলগুলোর মধ্যেও অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল। এই প্রত্যেকটি দেশের বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতি, চিন্তার উন্মেষ ও প্রবণতার উৎসগুলি আলোচনা করার অবকাশ এখানে নেই বা আমাদের বর্তমান বিষয় অনুধাবনের জন্য প্রয়োজনও নেই। ইউরোপের পুঁজিবাদী দেশগুলো আমেরিকার নেতৃত্বাধীন ন্যাটো জোটের অন্তর্ভুক্ত থাকায় রাশিয়ার ঘাড়ের কাছে আমেরিকার বিপজ্জনক উপস্থিতি ছিল বাস্তবতা। পূর্ব-ইউরোপের যে কোন দেশের আভ্যন্তরীণ গোলযোগকে কেন্দ্র করে আমেরিকা সামরিক হস্তক্ষেপের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ ছিল। এই ভীতি থেকেই আমেরিকাকে সামরিকভাবে মোকাবিলা করার সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সামরিক খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করাকে তাঁরা যৌক্তিক মনে করেছেন, কিন্তু সেই ব্যয় ছিল মাত্রাতিরিক্ত।

একদিকে, দশ বছর (১৯৭৪-১৯৮৪) ধরে কৃষি ক্ষেত্রে বিপুল বিনিয়োগ সত্ত্বেও উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যর্থতা এবং অন্যদিকে, আমেরিকার সাথে পাল্লা দিয়ে ক্রমাগত সামরিক খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করে যাওয়ার নীতির পরিণতি হয়েছিল ভয়ঙ্কর। কৃষিজাত দ্রব্যের ঘাটতির কারণে ভোগ্যপণ্য সংগ্রহে রাষ্ট্রের আমদানি খাতে আরও বেশি বেশি সম্পদ ব্যয়িত হয়। ভোগ্যপণ্য উৎপাদনে ও সংগ্রহে অধিক সম্পদের ব্যবহারের অর্থ নতুন সম্পদ উৎপাদনের উপাদানের (output of producer goods) খাতের জন্য-যার মধ্যে উৎপাদনের হাতিয়ার উৎপাদনও (production of 'means of production') অন্তর্ভুক্ত-সীমিত সম্পদ অবশিষ্ট থাকা। অর্থাৎ, সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই ভারসাম্যহীনতা শুধুমাত্র স্বল্পমেয়াদে নয়, দীর্ঘমেয়াদে নতুন সম্পদ উৎপাদনে রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে সীমিত করে ফেলে। এর পরিণাম আমরা দেখেছি সোভিয়েতের শেষের দিকে, যখন মানুষকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দোকানের সামনে অপেক্ষা করতে হয়েছে তাদের রেশন পাওয়ার জন্য, অথবা দোকানে কিছু কিনতে গিয়ে সারি সারি ফাঁকা শেলফ দেখে বাড়ি ফিরতে হয়েছে।

স্তালিনের মৃত্যুর পর, ক্রুশ্চেভের সময় থেকে সোভিয়েত নেতৃত্ব পররাষ্ট্র নীতি এবং বৈদেশিক রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে এমন কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে যা বিশ্বের জনমানসে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করে। ১৯৫৬ সালে হাঙ্গেরি এবং ১৯৬৮ সালে চেকোস্লোভাকিয়ার রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ গোলযোগে সমাজতান্ত্রিক সরকারকে সহযোগিতা করার জন্য সৈন্য পাঠানো সেই সমস্ত দেশের সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জাতীয়তাবাদী অহংকারে আঘাত লাগে। একই সাথে পুঁজিপতি-সাম্রাজ্যবাদী শিবির এই ঘটনাকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কর্তৃক অন্য রাষ্ট্রের স্বাধীনতা হরণের আগ্রাসী মনোভাবের উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরে বিশ্বজনমনে বিভ্রান্তি ছড়াতে সফল হয়। কিন্তু ১৯৭৯ সালে

ব্রেজনেভের আফগানিস্তানে সৈন্য পাঠানো ছিল সবদিক থেকে অবিবেচনাপ্রসূত হঠকারি সিদ্ধান্ত, যার কারণে সোভিয়েত রাশিয়াকে অর্থনৈতিক, আদর্শিক এবং ভূ-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনেক নেতিবাচক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। বিশ্ব জনমানসে সমাজতান্ত্রিক ভাবমূর্তি মারাত্মকভাবে ক্ষুন্ন হয়েছিল। স্তালিনের মৃত্যুর পর আমেরিকা সোভিয়েত রাশিয়াকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলার উদ্দেশ্যে (containment policy) তুরস্ক, ইরাক, ইরান এবং পাকিস্তানের সামরিক জোট তৈরি করতে সেনটো (CENTO) এবং সিয়াটো (SEATO) চুক্তি সম্পাদন করে। এই পরিস্থিতিতে কৌশলগত কারণে আফগানিস্তানের সাথে মৈত্রীর সম্পর্ক দৃঢ় করা নিঃসন্দেহে সঠিক পদক্ষেপই ছিল। কিন্তু, তারজন্য সরকারের পতন ঘটিয়ে সামরিক বাহিনী পাঠিয়ে কমিউনিস্ট পার্টিকে ক্ষমতায় নিয়ে আসা ছিল মার্কসবাদবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ। মার্কসবাদ অনুযায়ী আমরা জানি কোনদেশে বিপ্লব রপ্তানি করা যায় না। কোন বিশেষ জরুরি পরিস্থিতিতে কোন কারণে সামরিক বাহিনী অন্য দেশে পাঠানোর এমন সিদ্ধান্ত নিতে হলেও সেই সিদ্ধান্ত নিতান্তই স্বল্পকালীন সময়ের জন্য প্রযোজ্য। কিন্তু দীর্ঘকালের জন্য সেই দেশের জনগণের সমর্থনের উপর নির্ভর না করে নিজেদের পছন্দমতো সরকার বজায় রাখতে সামরিকবাহিনীকে রাখা নিতান্তই মূর্খতা। এই সিদ্ধান্তের কারণে একদিকে যেমন সংশোধনবাদী ব্রেজনেভের সরকারের অর্থনীতির উপর প্রবল বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল এবং অন্যদিকে, সোভিয়েত জনগণের দৈনন্দিন জীবনযাপনের স্বাচ্ছন্দ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছিল। ব্রেজনেভের আফগানিস্তান নীতি সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের পতনকে ত্বরান্বিত করতে পরোক্ষ কারণ হয়েছিল।

আসলে কোন একটি রাষ্ট্র যদি সমাজতান্ত্রিক বলে দাবি করে, অথচ পুঁজিবাদী সূচকগুলো দিয়ে বিকাশ ও উন্নয়নের পরিকল্পনা রূপায়নের চেষ্টা করে, তাহলে নিশ্চিতভাবেই দ্বন্দ্ব দেখা দিতে বাধ্য। এই দ্বন্দ্বের কারণে না হয় অর্থনৈতিক বিকাশ, না হয় জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, না হয় সাংস্কৃতিক মানের উন্নয়ন। ১৯৮২ সালের নভেম্বরে ব্রেজনেভ মারা যান এবং আন্দ্রোপভ তার স্থলাভিষিক্ত হন। ১৯৮৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আন্দ্রোপভ মারা যান এবং চেরনেঙ্কো তার স্থলাভিষিক্ত হন। ১৯৮৫ সালের মার্চ মাসে চেরনেঙ্কো মারা যান এবং গর্বাচেভ তার স্থলাভিষিক্ত হন। কিন্তু কারোর পক্ষেই আর সোভিয়েত অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ব্যবস্থাকে পুঁজিবাদী পথের বিপরীত দিকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। এদের কারোর মধ্যেই শ্রমিকশ্রেণির দর্শন, মার্কসবাদের দৃষ্টিভঙ্গি, লেনিনের প্রজ্ঞা এবং স্তালিনের দৃঢ় প্রত্যয়–কোনটাই ছিল না। গর্বাচেভের সময়েই 'গ্লাসনস্ত' (openness) এবং 'পেরেস্ত্রৈকা' (restructuring) সূচনা ঘটে, যদিও ব্রেজনেভের সময় থেকেই পেরেস্ত্রৈকার ডঙ্কা বেজেছিল।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রতি শ্রমিকশ্রেণির দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিষয়টিকে গুরুত্ব না দিলে এবং সেই উদ্দেশ্যে দেশের শ্রমিকশ্রেণিকে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বোধে শিক্ষিত, সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করতে না পারলে সংকীর্ণ ও উগ্র জাতীয়তাবাদী চিন্তা দলকে

গ্রাস করার সম্ভাবনা থাকে। উগ্র জাতীয়তাবাদ প্রকৃতপক্ষে ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদের সংকীর্ণ চিন্তা-চেতনা এবং সেই চিন্তার প্রভাব এমনকি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যেও শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি-আকাঙ্ক্ষা ও ব্যক্তি পুঁজির বিকাশের অনুকূল ক্ষেত্র তৈরি করে। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সমাজতন্ত্র নির্মাণের প্রক্রিয়ায় তা লক্ষণীয়। বিপ্লবের পর একসময় চীন সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক স্থাপনে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছিল। কিন্তু, আজ বিশ্বের সকলেই জানেন যে, সেই চীন মার্কসবাদ ও সমাজতন্ত্রের নাম নিয়েই 'সমাজতান্ত্রিক বাজার অর্থনীতি'-র নতুন এক ধারণা নিয়ে এসেছে এবং ঘোষণা করেছে যে তাদের এই তত্ত্ব হলো নতুন যুগে চৈনিক বিশেষত্বের প্রেক্ষিতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার তত্ত্ব ('the theoretical system of socialism with Chinese characteristics for a New Era')। চৈনিক সমাজতন্ত্রের ধারণার মধ্যে আন্তর্জাতিকতাবাদকে অবহেলা করা ও জাতীয়তাবাদকে গুরুত্ব দেওয়ার চিহ্ন সুস্পষ্ট। এই পথ বেয়েই ধীরে ধীরে এর আওতায় একে একে শেয়ার বাজারের প্রবর্তন, ব্যক্তি-পুঁজি বিনিয়োগের অধিকার, কমিউন ব্যবস্থাকে বাতিল করে চুক্তি ও লিজ প্রথা চালু করা, এসইজেড (Specilaised Econimic Zone) চালু করে বিদেশি পুঁজির জন্য চীনের দরজা খুলে দেওয়া ইত্যাদি পুঁজিবাদী বিকাশ প্রণোদনাকে উৎসাহিত করার কাজ শুরু হয়। সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে ব্যক্তি মালিকানা ও ব্যক্তি সম্পত্তি রক্ষা রাষ্ট্রের অলঙ্ঘনীয় দায়িত্ব বলে ঘোষণা করা হয়েছে ('Citizens' lawful private property is inviolable'–Article 13 of the Constitution of PRC)। এই নিশ্চয়তা দানের মধ্য দিয়ে শ্রম শোষণকে বৈধতা দেওয়া হয়েছে এবং পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের প্রসারের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। উগ্র জাতীয়তাবাদকে প্রতিহত করতে হলে আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রতি শ্রমিকশ্রেণির দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধকে উপযুক্ত গুরুত্ব না দেওয়ার এই হলো বিপদ। সোভিয়েত সংশোধনবাদীরা কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকতার বদলে বৃহৎ শক্তির আধিপত্যবাদের চর্চা করছে। আর তার বিপরীতে চীনের জাতীয় বৈশিষ্টের প্রতি অতিজোর দিয়ে সংকীর্ণ জাতিয়তাবাদের জলাশয়ে সাঁতার কেটে চলেছে।

স্তালিন আমলের ত্রুটি কি কিছু ছিল না?

এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, বিংশতি কংগ্রেসের মধ্য দিয়ে ক্রুশ্চেভ চক্র ক্ষমতায় এসে সরাসরি সংশোধনবাদী নীতি গ্রহণের ফলে বুর্জোয়া ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার কাজ ত্বরান্বিত হয়েছে। তবে যদি আমরা বলি এই বিচ্যুতির কোন বস্তুগত উপাদানের বীজ পূর্বের সময়ে সুপ্ত ছিল না, বা অনেকের অজ্ঞাতসারে বা অসচেতনভাবেই গড়ে উঠছিল না, তাহলে তা প্রকৃতপক্ষে মার্কসবাদী বিচার হয় না। বিংশতি কংগ্রেসের পর কমরেড মাও স্তালিনের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখে, তাকে নেতৃত্বের প্রাপ্য মর্যাদা দিয়ে এবং স্তালিন-চর্চার প্রয়োজনীয়তার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার সাথে সাথে তাঁর কিছু ভুলের কথা উল্লেখ করেছিলেন। বলেছিলেন স্তালিনের সমগ্র জীবনের যে কর্মকাণ্ড তার ৭০ শতাংশ সঠিক, কিন্তু তাঁর কাজে কিছু কিছু ভুল ত্রুটি ঘটেছে এবং সমগ্রের বিচারে তার পরিমাণ ৩০ শতাংশ। ৩০ শতাংশ ভুল কিন্তু খুব সহজ কথা নয়। স্তালিনের আমলে গড়ে ওঠা

সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক নানা সংস্কৃতি কিন্তু পরবর্তী সময়ে বুমেরাং হয়ে সংশোধনবাদীদের হাতে মহা-অস্ত্র হিসাবে ফিরে এসেছে।

সোভিয়েত ব্যবস্থায় প্রথম থেকেই সমাজতান্ত্রিক আইনি কাঠামো গড়ে তোলার ব্যর্থতাকেই ফিদেল কাস্ত্রো সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা হিসাবে উল্লেখ করেছিলেন। স্তালিন যুগের ইতিহাস পর্যালোচনা প্রসঙ্গে ফিদেল কাস্ত্রোর এই কথা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমরা স্মরণ করতে পারি যে কার্ল মার্কস উল্লেখ করেছিলেন আইনি ব্যবস্থা হলো সামাজিক সম্পর্কের আইনি প্রতিফলন। আমরা মনে করি স্তালিনের আমলের ঘটে যাওয়া নানা দুঃখজনক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মার্কসবাদী মহলে এই বিষয়ে গভীর পর্যালোচনার প্রয়োজন আছে। আগে মার্কিনীদের মিথ্যা, বিকৃত প্রচার ব্যতীত সোভিয়েত রাশিয়া সম্পর্কে সঠিক তথ্য সহজলভ্য ছিল না। আজকে রাশিয়ার আর্কাইভস যেহেতু উন্মুক্ত হয়েছে, অতএব সঠিক তথ্য, দলিল ইত্যাদি পাওয়া অনেক সহজ হয়েছে। দ্বিতীয়ত, এমন একটা ধারণা আগে প্রচলিত ছিল এবং সেই ধারণা খুব বেশি অমূলক ছিল না, যে নেতৃত্বের সমালোচনা করলে শ্রমিক আন্দোলন বা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে দুর্বল করতে সাম্রাজ্যবাদীরা তার সুযোগ নেবে এবং মানুষকে বিভ্রান্ত করতে সেই সমালোচনাকে হাতিয়ার করবে। অতএব, প্রকাশ্যে সমালোচনা করা কেউ সমীচীন মনে করত না। আজকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা নেই এবং সাম্যবাদী আন্দোলনের নেতৃত্বকারী ভূমিকায় কোন কর্তৃত্বের প্রশ্ন নেই। সেই কারণে, আমরা প্রকাশ্যেই পূর্বের শ্রমিক আন্দোলনের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা ও নেতৃত্বের প্রতি মর্যাদা অক্ষুন্ন রেখেই অনেক বেশি গভীরভাবে আত্ম-অন্বেষণ করতে পারি।

সর্বহারা একনায়কত্বের সফল প্রয়োগের জন্য গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি হলো মূল প্রাণ শক্তি। সেই নীতি অনুশীলনে সমস্ত স্তরের কমিটির নিয়মিত সভা অনুষ্ঠিত হওয়া যেমন জরুরি, তেমনি পলিটব্যুরো বা প্রেসিডিয়ামের সভার ক্ষেত্রেও সেই কথা প্রযোজ্য। যেহেতু যে কোন সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে পলিটব্যুরো ছিল সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী, সেই কারণে রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি নির্ধারণ ও সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়ে পলিটব্যুরোর সভার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা অনুশীলনের জন্য পলিটব্যুরোর নিয়মিত সভা করা শুধুমাত্র নিয়মরক্ষার বিষয় নয়, তা ছিল দলের অভ্যন্তরে দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় যৌথ চিন্তা গড়ে তোলার অন্যতম হাতিয়ার।

একটা কথা উল্লেখ্য যে, লেনিনের সময় থেকেই বলশেভিক পার্টির পলিটব্যুরোতে বা কেন্দ্রীয় কমিটিতে একেকটা ইস্যুতে ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপ তৈরি হতো। এইগুলো কোনটাই গোপন নয় এবং কোনটাই স্থায়ী গ্রুপ নয়। লেনিন, স্তালিন, ট্রটস্কি, বুখারিন প্রমুখের কংগ্রেসে বা প্লেনামে প্রদত্ত ভাষণে তাদের মতের বিরোধী কোন মত বুঝাতে সেই গ্রুপের নাম ব্যবহার করার উদাহরণ তাদের রচনাবলিতেই আছে। হয়ত দেখা গেল কোন একটা ইস্যুতে যিনি স্তালিনের মতের সাথে দ্বিমত পোষণ করে একটা গ্রুপে আছেন, অন্য আর একটা ইস্যুতে হয়ত তিনি আবার স্তালিনের গ্রুপে আছেন। ইস্যুর সাথে মিলিয়ে এই গ্রুপগুলোর আবার বিভিন্ন নাম হতো–'অটজোভিস্ট' (Otzovists)

'লিকুইডেশনিস্ট', 'লেফট অপজিশন', 'রাইট অপজিশন', 'ইউনাইটেড অপজিশন', 'লেনিনগ্রাড অপজিশন'ইত্যাদি। (Relatively free of constraints, members of the Politburo were allowed to migrate from one ad hoc alignment to another, depending on the issue at hand) আমাদের মনে হয়েছে যে বিতর্কের বিষয়টিকে সহজে উপস্থাপিত করতে এবং উত্থাপিত যুক্তিধারা নির্দিষ্ট করে বুঝাতে এইরকম গ্রুপের নামে উল্লেখ করলে সুবিধা হয় ঠিকই, তবে তার মধ্য দিয়ে দলের অভ্যন্তরে গ্রুপ মানসিকতার এক রকমের গ্রাহ্যতাও তৈরি হয়। লেনিনের মতো ব্যক্তিত্বের উপস্থিতিতে এমন ধারা হয়ত গ্রুপ মানসিকতাকে মাথা তুলতে দেয় না, তবে তাঁর অনুপস্থিতিতে এমন প্রচলন বন্ধ হওয়াই হয়তো কাম্য ছিল।

সোভিয়েত রাশিয়ায় প্রোটোকল ছিল প্রতি বৃহস্পতিবার সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরোর সভা বসার। বর্তমানে প্রাপ্ত তথ্য থেকে আমরা ১৯২৮ থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত পলিটব্যুরোর সভার সংখ্যা নিচে দিয়েছি। তথ্য অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত এই ব্যবস্থার বিশেষ হেরফের হয়নি-বৈঠক হয়েছিল ৫৭টি। কিন্তু পরের বছরই সেই সভার সংখ্যা কমে এসে দাঁড়ায় মাত্র ৪৩-এ এবং ১৯৩৩ সালে মাত্র ২৪ বার। এইভাবে ক্রমেই পলিটব্যুরোর সভা কমতে কমতে ১৯৩৬ সালের পর কোন কোন বছরে মাত্র দুইবার অনুষ্ঠিত হয়েছে। (রিস, ১৯৯৫, পৃ-১০৬) রাষ্ট্র ও সংগঠনের ক্ষেত্রে পলিটব্যুরো যদি সভা করে সিদ্ধান্ত না নেয়, তাহলে সিদ্ধান্ত হয়েছে কীভাবে? ৩০ দশকের শেষ দিকে দলের ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে এবং সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। সে সব সিদ্ধান্ত কে নিয়েছিল, কীভাবেই বা নেওয়া হয়েছিল?

সাল	কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনাম	পলিটব্যুরোর সভা
১৯২৮	৩	৫৩
১৯২৯	২	৫১
১৯৩০	১	৩৮
১৯৩১	২	৫৭
১৯৩২	১	৪৩
১৯৩৩	১	২৪
১৯৩৪	২	১৮
১৯৩৫	৩	১৫
১৯৩৬	২	৯
১৯৩৭	৩	৬
১৯৩৮	১	৪
১৯৩৯	১	২
১৯৪০	২	২

আর্কাভাইসের তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৩৫-৩৬ সাল পর্যন্ত স্তালিন যা বলছেন পলিটব্যুরো তাই মেনে নিচ্ছেন তেমন পরিস্থিতি ছিল না এবং পলিটব্যুরোতে স্তালিনের

অনেক প্রস্তাবই তর্ক-বিতর্কের পর নাকচ হয়েছে। পলিটব্যুরোর সভায় বিতর্ক হতো, অনেকেই স্তালিনের প্রস্তাবের বিরোধীতা করতেন এবং তাঁর মতের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গৃহীত হতো। ১৯৩৪ সালে কিরভ হত্যার পর একটি আইন পাশ হয়, যে আইন অনুযায়ী কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যদি সোভিয়েতের শত্রু হিসাবে অভিযোগ আনা হয়, তবে তাঁকে আর আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ দেওয়া হবে না। এই ধারায় অভিযুক্ত সকলের বিচার করবে প্রশাসন, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ এবং শাস্তির রায় পড়ে শোনানো হবে মাত্র। রুতিনের ক্ষেত্রে যে আইন প্রয়োগ করে বিচার করা হয়েছিল। এটা কী ধরনের আইনি ব্যবস্থা? এটা কি সমাজতান্ত্রিক আইনি শাসন?

শুধু তাই নয়। এই আইনের বিধান অনুযায়ী যারা 'সোভিয়েতের শত্রু' বলে ঘোষিত হবেন তাদের পরিবারের সবাইকে গ্রেপ্তার করার বিধান ছিল। সেই কারণে রুতিনের স্ত্রী এভদোকিয়াকে (Evdokia), যিনি ছিলেন অক্ষরজ্ঞানহীন কৃষক রমণী, গ্রেপ্তার করে সারা জীবনের জন্য কারাগোন্ডা জেলে পাঠানো হয়। ১৯৪৭ সালে তিনি সেখানেই মারা যান। তাঁর দুই ছেলে ২২ বছরের ভ্যাসিলি এবং ১৯ বছরের ভ্যাসারিও (Vissarion)-কে গ্রেপ্তার করা হয়। ছোট ছেলেকে ১৯৩৭ সালে জার্মানির ষড়যন্ত্রের সাথে যুক্ত থাকার অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। বড় ছেলে ১৯৩৯ সালে জেলেই মারা যায়। সোভিয়েতের শত্রু হিসাবে ঘোষিত হওয়া প্রত্যেকের নিকটাত্মীয়র ক্ষেত্রে এই ঘটনা ঘটেছে, যেমন বুখারিনের স্ত্রীকেও সারাজীবন সাইবেরিয়াতে বন্দি জীবন কাটাতে হয় এবং শেষ জীবনে, মৃত্যুর দুই/তিন বছর আগে ছাড়া পান।

সমস্ত তথ্য, দলিল বিচার করে এই কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, স্তালিনের আমলের এক সময়ে দলের মধ্যে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা অনুসরণ করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পদ্ধতি প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে দলে ও রাষ্ট্রে আমলাতন্ত্র অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ১৯৩৫ পরবর্তী সময়ে রাশিয়াতে তেমনই ঘটেছিল বলে অনুমান করা যেতে পারে। এতে ক্ষতি হয়েছে অনেক। তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা অন্য কোনদিন করা যেতে পারে।

সমাজতন্ত্রের বিজয় অবশ্যম্ভাবী

আমরা মার্কসবাদ অনুসরণ করে বিপ্লবের কথা বলি, দুনিয়ার মজদুরকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কথা বলি। বিপ্লব দেশে দেশে রূপগতভাবে জাতীয় হলেও মর্মগতভাবে আন্তর্জাতিক চরিত্রের। সেজন্য বিপ্লব পূর্বকালীন সময়ে জাতীয় বৈশিষ্ট্যের সকল উপাদান ও আবেদনকে যেমন গুরুত্বে রাখতে হয়, তেমনি বিপ্লব পরবর্তীকালে সমাজতন্ত্র রক্ষা ও বিকাশের প্রয়োজনে জাতীয়তাবাদী ভাবমানস থেকে জনগণকে মুক্ত করতে হয়, আন্তর্জাতিকতাবাদী ভাবচেতনাসমৃদ্ধ সংস্কৃতির স্তরে উন্নত করার কঠিন কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয়। এ সংগ্রাম লেনিন-স্তালিনের সময় যথার্থভাবেই ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে অনিবার্যভাবে যে জাতীয় বৈশিষ্ট্য মাথা চাড়া দিয়েছিল, পরবর্তী

সময়ে আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক দায়িত্ব পালনের নানাবিধ প্রয়োজনের অগ্রাধিকার, যুদ্ধের অস্বাভাবিক ক্ষতিপূরণের তাগিদ ইত্যাদির কারণে ততটা মনোযোগ দেওয়া যায়নি, যদিও তার প্রয়োজনীয়তাকে কখনোই উপেক্ষা করা হয়নি।

মার্কসের কমিউনিস্ট ইশতেহার প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে কমিউনিস্ট আন্দোলনে অনেক বড় বড় সাফল্য এসেছে, ব্যর্থতাও এসেছে। কখনো শ্রমিক আন্দোলন জনগণের বিপুল সমর্থনে এগিয়ে গেছে, কখনো প্রতিক্রিয়ার বিপুল ঝঞ্ঝায় দিশেহারা হয়েছে। প্রবল অনুকূল পরিবেশে হাজারে হাজারে মানুষ শ্রমিকশ্রেণির রাষ্ট্র তৈরির আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণে এগিয়ে এসেছে, কখনো প্রতিকূল পরিবেশের হতাশায় নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে। এটাই স্বাভাবিক, এটাই ইতিহাসের গতির স্বরূপ। এই জন্যই পরিবেশ, পরিস্থিতি, বাস্তবতার প্রেক্ষিতে বিচার না করে বড় সাফল্য এবং বড় ব্যর্থতা, সমর্থন এবং বিরোধিতা কিংবা সক্রিয়তা ও নিষ্ক্রিয়তাকে একই সমানুপাতে ভাগ করা যায় না। ১৮৪৮ সাল থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত মার্কসবাদী তত্ত্ব বা সমাজতন্ত্রের যৌক্তিকতাকে আদর্শিকভাবে খণ্ডন করার মতো শক্তিশালী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী ছিল না বললেই চলে। তার পরও সমাজতন্ত্রের পক্ষে দৃঢ় সমর্থনকারীর সংখ্যা বিশ্বজুড়ে ছিল হাতে গোনা। কিন্তু রুশ বিপ্লবের সফলতার প্রভাব এত ব্যাপক হয়েছিল যে, বিশ্বের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ মানুষকে–শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সাহিত্যিক, ছাত্র, যুব, মহিলা-সবাইকে উজ্জীবিত করে সমাজতন্ত্রের পক্ষে নিয়ে আসে। ফলে স্বাভাবিক কারণেই ১৯৯১ সালের প্রতিবিপ্লবের ফলে পুঁজিবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার ঘটনাও একইভাবে বিশ্বের বিশাল অংশের মানুষকে হতাশ করেছে এবং তাদের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। সোভিয়েত শোধনবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াইতে কমরেড মাও-এর নেতৃত্বে চীন একসময় আশা জাগিয়ে তুলতে পেরেছিল। মাও পরবর্তী নেতৃত্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর মতো নিজেরাই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে ভেঙে দিয়ে, কমিউনিস্ট পার্টিকে তুলে দিয়ে বুর্জোয়া ব্যবস্থাকে ডেকে আনেনি বটে, যথা সময়ে পার্টি কংগ্রেস করে এবং সিদ্ধান্ত নেয়, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-অর্থনীতির অনেক ক্ষেত্রে অগ্রগতি প্রদর্শন করতে পেরেছে সেটাও ঠিক, কিন্তু এই মুহূর্তে সমাজতন্ত্র-সাম্যবাদের পথে চীন আছে বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় না। বাকি ৪টি সমাজতান্ত্রিক হিসাবে দাবি করা রাষ্ট্রের (ভিয়েতনাম, উত্তর কোরিয়া, লাওস ও কিউবা) আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনে দৃশ্যমান কোন অবদান নেই। বরং নানা বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে বিভেদ আছে। কিউবা একটা ব্যতিক্রম ভাবমূর্তি ধরে রাখতে পারলেও সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার হুমকির মুখে একক শক্তি সামর্থ্যের জোরে তার অস্তিত্ব রক্ষা করাই সঙ্কটের মুখে। আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের ঐক্যের ক্ষেত্রে এই করুণ অবস্থার জন্য স্তালিন পরবর্তী সোভিয়েত নেতৃত্বের দায় সবচেয়ে বেশি। স্তালিন পরবর্তী সময়ে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমতাভিত্তিক আন্তর্জাতিকতাবাদী সহযোগিতার পরিবর্তে সোভিয়েত ইউনিয়ন নিজেকে আন্তর্জাতিক কর্তৃত্বমূলক অবস্থানে দেখতে চেয়েছিল। ক্রুশ্চেভসহ সোভিয়েতের সকল সংশোধনবাদী নেতৃত্বের এহেন আচরণ মানবসভ্যতার

জন্য সার্বিক অমঙ্গল ডেকে এনেছে। সমাজতন্ত্রের বিজয় যেহেতু অবশ্যম্ভাবী, মঙ্গলের জন্য আমাদের পথ চলা এখান থেকেই শুরু।

একসময়ে কমিউনিস্ট মতাদর্শের পথ চলা শুরু হয়েছিল কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক স্থাপনের মধ্য দিয়ে। তখনও দেশে দেশে কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়নি, সেই কারণে শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলনকে সংগঠিত করা ও দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্য তেমন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন মার্কস-এঙ্গেলস এবং সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই এই সংগঠনের আকার, নীতি, নিয়ম-কানুন, ইশতেহার ইত্যাদি তৈরি হয়েছিল। একটা পর্যায়ে যখন বিভিন্ন দেশে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে উঠতে থাকল, তখন মার্কস দেখলেন যে, ঐ পুরনো কাঠামোর আন্তর্জাতিক সংগঠন দিয়ে কাজ চলবে না। প্রথম আন্তর্জাতিক ভেঙে দেওয়া হলো। একটা সময়ে গিয়ে আবার নতুন পরিস্থিতির উপযোগী দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক গড়ে তোলা হলো। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যখন আসন্ন, সেই সময়ে এই দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের কংগ্রেসে গৃহীত সিদ্ধান্তকে অগ্রাহ্য করে কোনো কোনো দেশের কমিউনিস্ট দলগুলো জাতীয়তাবাদের বন্যায় ভেসে গিয়ে যুদ্ধকে সমর্থন করে বসল। লেনিন নভেম্বর বিপ্লবের আগে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ভেঙে দিলেন। কিন্তু নভেম্বর বিপ্লবের পর যখন সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া একা, একমাত্র শ্রমিকশ্রেণির রাষ্ট্র, চারিদিকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো সমাজতান্ত্রিক রাশিয়াকে চারিদিক থেকে ঘিরে ধরেছে, তখন নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হলো। লেনিন বুঝতে পারলেন বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণির বৃহত্তর সংহতি একমাত্র রাশিয়াকে বাঁচাতে পারে। আবার তৈরি হলো আন্তর্জাতিক লেনিনের নেতৃত্ব, শুরু হলো তৃতীয় আন্তর্জাতিকের পথ চলা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের এক পর্যায়ে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের সাংগঠনিক আকার ও চরিত্রও হয়ে উঠল অকার্যকারী এবং সেই কারণে আন্তর্জাতিকের নেতৃত্ব সেটাকে ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। পরিবর্তনশীল জগতে, চলমান সমাজজীবনে চিন্তা, সম্পর্ক, সংগ্রাম সবকিছুকেই নবায়ন করতে হয়। বিপ্লবের প্রয়োজনে একটি দেশে একটি বিপ্লবী পার্টির প্রয়োজন হয়। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে আমরা বুঝতে পারি যেভাবে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ বৈশ্বিক চরিত্র ধারণ করেছে, লগ্নিপুঁজি জাতি-রাষ্ট্রের চরিত্রকে উপেক্ষা করে আন্তর্জাতিক হয়ে উঠছে, শ্রমকে যেভাবে শুধুমাত্র জাতীয় বাজার নয়, আন্তর্জাতিক বাজারের পণ্যে পরিণত করা হয়েছে, তেমন পরিস্থিতিতে দেশে দেশে ভিন্ন ভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টি থাকলেও শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলন এখন আর শুধু কোন একটি নির্দিষ্ট দেশের ভৌগলিক সীমায় আবদ্ধ শ্রমিকশ্রেণির সংহতির উপর নির্ভর করে বেশি দূর অগ্রসর হতে পারবে না। আজকের দিনে সর্বহারা বিপ্লবের প্রয়োজনে এবং শ্রমিকশ্রেণির স্বার্থ রক্ষার্থে আন্তর্জাতিক বিপ্লবী সংহতিসংস্থা বা সংগঠনের প্রয়োজন। আজকের দিনে বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট দলগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক নিবিড় হওয়ার তাগিদে এমন একটি সংগঠন অত্যন্ত প্রয়োজন। এ বিষয়ে আমাদের দলের প্রথম কংগ্রেসের আন্তর্জাতিক দলিলে নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে।

সমাজ বিকাশের ইতিহাস নিশ্চিত করে যে, পুঁজিবাদ পরবর্তী সভ্যতাই সমাজতন্ত্র।

ইতিহাসের অনিবার্য পরিণতিকে সাময়িক বিপর্যয় দেখিয়ে নস্যাৎ করা যায় না। একটা দুইটা দশটা বিপর্যয় হলেও না। কোন দুর্ঘটনা যেমন ঘটনা প্রবাহকে আটকাতে পারে না, তেমনি। তবে শিক্ষা গ্রহণ জরুরি। তাতে সফলতা অর্জনের পথকে আপেক্ষিক অর্থে মসৃণ করে। পুঁজিবাদ তার উত্থানকালে অতীতের যত প্রতিক্রিয়াশীলতার আবর্জনা ছিল তার অধিকাংশকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল। আবার আজকে সেই পুঁজিবাদ প্রগতির পথ রোধ করার জন্য ফেলে দেওয়া আবর্জনার স্তুপ এনে জড়ো করছে মানুষের মাঝে। ধর্মীয় অন্ধতা, স্বৈরতন্ত্র, সাম্প্রদায়িকতা, আঞ্চলিকতা, বর্ণবাদ, জাতিভেদ প্রথা, উগ্র জাতীয়তাবাদ সব কিছুকেই নতুন করে মহিমান্বিত করে তোলা হচ্ছে। কিন্তু কোনভাবেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সংকটের অবসান হচ্ছে না এবং কোন বড় বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদও সংকট মোচনের কোন পথ বাতলাতে পারছেন না। বরং যতই তাঁরা সংকটের হাত থেকে বাঁচার জন্য গবেষণা করছেন ততই মার্কসের ব্যাখ্যা সত্যি বলে প্রমাণিত হচ্ছে। অতি সম্প্রতি ফ্রান্সের অর্থনীতিবিদ থমাস পিকেটির সাড়া জাগানো বই–'একবিংশ শতাব্দীতে পুঁজি'-তার প্রমাণ।

ভিন্ন ভিন্ন ২০টি দেশ, যেগুলো পুঁজিবাদের বিকাশের স্তরের প্রেক্ষিতে অগ্রসর গোষ্ঠীর দেশ, তাদের কয়েক শতাব্দীর স্তূপীকৃত পরিসংখ্যান এবং তথ্য নিয়ে কাজ করেছেন থমাস পিকেটি। তিনি কী পেয়েছেন? তিনি কি এমন কিছু পেয়েছেন যা ক্রমাগত বৈষম্য সৃষ্টিকারী পুঁজিবাদের শোষণমূলক চরিত্র সম্পর্কে মার্কসের বিশ্লেষণের বিপরীত বা তার বিরোধী? মার্কস দেখেছিলেন যে, পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে পুঁজি শ্রম দ্বারা উৎপাদিত সম্পদের একাংশ উদ্বৃত্ত মূল্য হিসাবে আত্মসাৎ করে, এই উদ্বৃত্ত মূল্যের ক্রমাগত সঞ্চয়ন ঘটতে থাকে এবং সমাজে বৈষম্যের মাত্রা অবশ্যম্ভাবীরূপে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই ক্রমাগত সঞ্চিত পুঁজি বাজারের অভাবে নতুন করে বিনিয়োগ সুযোগ না পেলে অর্থনীতি সংকট তৈরি করে। পুঁজিবাদের চরিত্র হিসাবে মার্কসের এই অনন্ত পুঁজি সঞ্চয়নের (infinite accumulation of Capital) তত্ত্ব থমাস পিকেটির খুব পছন্দ হয়নি, কারণ এই চরিত্রের মধ্যেই পুঁজিবাদের ধ্বংসের কারণ লুকিয়ে আছে। মার্কস যা বলেছিলেন পিকেটি তার সত্যতা যাচাই করতে গিয়েছিলেন। তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে, মার্কসের এই সিদ্ধান্তের পেছনে যথেষ্ট তথ্য ছিল না এবং অন্ধবিশ্বাস ও বদ্ধ সংস্কারের ভিত্তিতে মার্কস সেই সিদ্ধান্ত করেছিলেন। তার বিপরীতে তিনি তিন শতাব্দীর পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে সেই সত্যটি খুঁজে পাবেন যে, কেন বৈষম্য বৃদ্ধি পায় এবং সেটা বন্ধ করতে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যায় তাই ছিল তাঁর গবেষণার বিষয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কালে বৈষম্যের হার কিছুটা কমেছিল দেখে অনেক বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদই খুশি হয়ে উঠেছিলেন। পিকেটি শতাব্দীর অধিক কালের পরিসংখ্যান নিয়ে সংখ্যাতত্ত্ব শাস্ত্রের সাহায্যে অনেক বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখলেন যে, বৈষম্য যে তুলনামূলকভাবে কমেছিল, সেটা পুঁজিবাদের স্বাভাবিক চরিত্র বৈশিষ্ট্য নয়। বরং পাওয়া গেল যে, পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী উদ্বৃত্ত-মূল্য একশ্রেণির হাতে পুঞ্জীভূত

হয় এবং সেইকারণে আয় ও সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য সৃষ্টি হওয়াটাই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া–যা মার্কস বলেছিলেন। পিকেটি লিখেছেন–'যেখানে কোন কাঠামোগত প্রবৃদ্ধি নেই, অর্থাৎ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির হার এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সমষ্টি যখন শূন্য, তখন তাহলে আমাদের এমন একটি যৌক্তিক অসঙ্গতির সম্মুখীন হতে হয় যা মার্কসের বর্ণনার খুব কাছাকাছি। যদি সঞ্চয়ের হার ধনাত্মক হয়, যার অর্থ পুঁজিপতিরা তাদের ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য এবং তাদের সুবিধাগুলি স্থায়ী করার জন্য বা কেবল তাদের জীবনযাত্রার মান ইতিমধ্যে এত বেশি হওয়ার জন্য প্রতি বছর আরও বেশি বেশি পুঁজি সঞ্চয় করার উপর জোর দেয়, তাহলে পুঁজি এবং আয়ের অনুপাত অনির্দিষ্ট হারে বেড়েই চলবে। আরও সাধারণভাবে বললে, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির হার এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সমষ্টি শূন্যের কাছাকাছি হলে, দীর্ঘমেয়াদী পুঁজি এবং আয়ের অনুপাত হবে অসীম এবং যদি এই হার অত্যন্ত বড় হয়, তাহলে পুঁজি থেকে আয়ের হারকে অবশ্যই ছোট থেকে আরও ছোট হতে হবে এবং শূন্যের কাছাকাছি হতে হবে, অন্যথায় জাতীয় আয়ের পুঁজির অংশ হিসাবে শেষ পর্যন্ত সমস্ত জাতীয় আয়কেই পুঁজি গ্রাস করবে।' (পিকেটি, ২০১৪, ২৮৬-৮৭) মার্কস তো যৌক্তিক বিশ্লেষণে পুঁজিবাদের এই অন্তর্নিহিত এবং অনিরসনীয় দ্বন্দ্বের অস্তিত্বের সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন এবং ক্রমাগত মুনাফার হারের পতনের প্রবণতার কথা বলেছিলেন।

এরপর পিকেটি সিদ্ধান্ত করেছেন যে, 'মার্কস এইভাবে যে গতিশীল আত্মবিরোধকে নির্দেশ করেছিলেন তা বাস্তব সংকটের সাথে মিলে যাচ্ছে, যেখান থেকে যৌক্তিকভাবে নিষ্ক্রমণের একমাত্র পথ হলো কাঠামোগত প্রবৃদ্ধি, যা পুঁজি সঞ্চয়ের প্রক্রিয়ার ভারসাম্য বজায় রাখার একমাত্র উপায় (কিছুটা পরিমাণে)। শুধুমাত্র উৎপাদনশীলতা এবং জনসংখ্যার নিরন্তর প্রবৃদ্ধিই পুঁজির নতুন সংস্থানের স্থায়ী সংযোজনের পরিপূরক প্রতিষেধক হতে পারে। যেমনটি সূত্র থেকে স্পষ্ট হয়। অন্যথায়, পুঁজিপতিরা প্রকৃতপক্ষে নিজেরাই নিজেদের কবর খুঁড়বে: হয় তাঁরা মুনাফার ক্রমহ্রাসমান হারের প্রবণতার বিরুদ্ধে লড়াই করে বেঁচে থাকার মরিয়া প্রচেষ্টায় একে অপরকে ছিঁড়ে ফেলবে (উদাহরণস্বরূপ, যেমনভাবে জার্মানি এবং ফ্রান্স ১৯০৫ এবং ১৯১১ সালের মরক্কোর সংকটের সময় সেরা ঔপনিবেশিক বিনিয়োগের জন্য যুদ্ধ করেছিল) অথবা তাঁরা মজুরকে ক্রমাগত জাতীয় আয়ের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর অংশ গ্রহণ করতে বাধ্য করতে চাইবে, যা শেষ পর্যন্ত সর্বহারা বিপ্লব এবং সাধারণভাবে সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণের দিকে নিয়ে যাবে। যে কোনো ক্ষেত্রে, পুঁজির অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বই পুঁজিকে ধ্বংস করবে।' (পিকেটি, ২০১৪, ২৮৭)

কাজেই সোভিয়েত রাষ্ট্রের পতন দেখে মার্কসবাদকেই যাঁরা অচল বলে ঘোষণা করেছেন, তা হচ্ছে চূড়ান্ত অবৈজ্ঞানিক বিচারবোধের ধারক। মার্কসের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র যে মানব সভ্যতাকে রক্ষা করার একমাত্র পথ তা পিকেটি প্রকারন্তরে স্বীকার করেছেন। সত্য সময় বিশেষে হয়ত চাপা পড়ে, কিন্তু চিরকালের জন্য বিনাশ হয়ে যায় না। একটা অসম্পূর্ণ সত্য সব সময়েই পূর্ণতার দিকে ধাবিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত সত্যরূপে উদ্ভাসিত

হয়। সাম্রাজ্যবাদের যুগে পুঁজিবাদের পথ যে সর্বনাশা পথ তা মানুষ নিজেদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝতে পারে। এই সমাজ-জীবন যে কাম্য নয় তা সকলেই বুঝে। পুঁজিবাদ শুধু দেশের শ্রমজীবী জনগণের জীবনেই দুর্দশার পাহাড় চাপায় না, মধ্যবিত্ত ও বিত্তশালীদের জীবনের নানা মাত্রার দুর্গতিরও কারণ। পুঁজিবাদের বীজ কীভাবে সমাজতন্ত্রের মতো উন্নত সভ্যতাকে ধ্বংস করে দিতে পারে তার উদাহরণ সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের পতন। সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতা কী কারণে ঘটল তার থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। সমাজতন্ত্রের পথে মানবসমাজের বিকাশ অবশ্যম্ভাবী। পুঁজিবাদী সমাজে মানুষের এই অপরিমেয় বৈষম্য, দুর্দশা, দুঃখ, শোষণ কখনও চিরকালীন সত্য হতে পারে না। সমাজতন্ত্রের পথেই এর থেকে মুক্তি একমাত্র যৌক্তিক সমাধান। এর জন্য নব চেতনায় উজ্জীবিত একদল অসম সাহসী প্রত্যয়ী বিপ্লবী অভিযাত্রী প্রয়োজন যার তাগিদ আমাদের দলে একভাবে রয়েছে। আমরা সকলের সহযোগিতায় ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মধ্যে জনগণের শক্তিতে এগিয়ে চলতে চাই। এই কঠিন পথ চলা যুক্তির স্বপ্ন ও দৃঢ় সংকল্পের পদক্ষেপে সাম্যবাদের লক্ষ্যে সমাজতন্ত্রকে নিকটবর্তী করে তুলবে। আপনাদের অসীম ধৈর্য ও আগ্রহের জন্য আবারও আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি। জয় সমাজতন্ত্র, জয় সর্বহারা জনতার জয়।

তথ্যসূচিঃ

1. Albert Szymansky (1979), 'Is the Red Flag Flying?: The Political Economy of the Soviet Union', Zed Press, London
2. Alec Nove (1964), 'Economic Rationality and Soviet Politics', New York
3. Alec Nove (1975), 'Stalinism and After: The Road to Gorbachev', Routledge, London
4. Anna Larina (1994), 'This I Cannot Forget: The Memoirs Of Nikolai Bukharin's Widow', Translated from the Russian by Gary Kern, W·W·Norton & Company, New York–London
5. Bland W. B. (1980), 'The Restoration of Capitalism in the Soviet Union', Wembley Hill Road, Wembley, UK
6. Churchill Ward and Wall Jim Vander (1990), 'The COINTELPRO Papers: Documents From the FBI's Secret Wars Against Domestic Dissent', South End Press Boston, USA
7. Curry Stephenson Malott (2016), "History and Education: Engaging the Global Class War", Peter Lang, New York
8. Curry Stephenson Malott (2017), 'Vindicating Stalin: Responding to Lefebvre',

West Chester University of Pennsylvania, USA

9. Daniels Robert V. (2007), 'The Rise and Fall of Communism in Russia', Yale University Press
10. Fitzpatrick Sheila (2015), 'On Stalin's Team: The Years Of Living Dangerously In Soviet Politics', Princeton University Press
11. Francis Fukuyama (1992), 'The End of History and the Last Man', Free Press, London
12. Gertrude Schroeder (1979), "The Soviet Economy on a Treadmill of Reforms," U.S. Congress Joint Economic Committee, Soviet Economy in a Time of Change, Washington, D.C.
13. Gregory Grossman (1953), "Scarce Capital and Soviet Doctrine," Quarterly Journal of Economics 67, no. 3, August: 311–43.
14. Grover Furr (2011), Khrushchev Lied, Erythros Press and Media, LLC, (Corrected Edition)
15. Harris James (2016) "New research reveals misconceptions about Joseph Stalin and his 'Great Purge'". Business Insider, August 1, 2016
16. Henri Lefebvre (2009), "State, Space, World: Selected Essays", University of Minnesota Press, Minneapolis, London
17. Joseph Berliner (1976), 'The Innovation Decision in Soviet Industry', Cambridge, Mass, The MIT Press.
18. Joseph Stalin (1901- 1952), 'Works', Volume 1 to 14, Foreign Languages Publishing House, Moscow, 1954 (উল্লেখ করা হয়েছে "ওয়ার্কস" নামে)
19. K. Marx-F. Engels, Collected Works, Lawrence & Wishart Ltd., London, International Publishers Co. Inc., New York (Old Edition), অন্যথায় 2010-এর সংস্করণ (উল্লেখ করা হয়েছে রচনাবলি নামে)
20. Lenin V. I., Collected Works, Progress Publishers, Moscow, 1960-এর সংস্করণ (উল্লেখ করা হয়েছে রচনাসমগ্র নামে)
21. Leon Trotsky (1928), 'On Max Eastman', A letter to N.I. Muralov, New International, Vol.1 No.4, November 1934. (First Published)
22. Leon Trotsky (1932), 'On the Suppressed Testament of Lenin', (The original title of the book of Trotsky written in 1932 was "On Lenin's Testament", but subsequently it was published by the 4th International under the title mentioned here)
23. Linden, Carl A. (1966), 'Khrushchev and the Soviet Leadership 1957-64', Baltimore
24. Lion Feuchtwanger (1937) - 'Moscow 1937: My Visit Described for My

Friends', The Camelot Press, London and Southampton

25. Martin Nicolaus (1975), 'Restoration of Capitalism in the USSR', Liberator Press, Chicago
26. Michael Goldfield, Melvin Rothenberg (1980), 'The Myth of Capitalism Reborn: A Marxist Critique of Theories of Capitalist Restoration in the USSR', Published by the Soviet Union Study Project, Distributed by Line of March Publications, San Francisco, California
27. Michio Morishima (1973), 'Marx's Economics: A Dual Theory of Value and Growth', Cambridge University Press, UK
28. Neil Goold (1956), 'The Twentieth Congress and After', First Published: 1956, Transcription, Editing and Markup: Sam Richards and Paul Saba, the Encyclopedia of Anti-Revisionism On-Line
29. Parenti Michael (1997), 'Blackshirts and reds : rational fascism and the overthrow of Communism', City Lights Books, San Francisco
30. Paresh Chattopadhyay (1994), 'The Marxian Concept of Capital and the Soviet Experience: Essay in the Critique of Political Economy, Praeger Publishers, USA
31. Paresh Chattopadhyay (2018), 'Socialism and commodity production : essay in Marx revival', Historical Materialism Book Series – 165, Brill, Boston
32. Paul R. Gregory (2004), 'The Political Economy of Stalinism: Evidence from the Soviet Secret Archives', Cambridge University Press, UK
33. Piketty Thomas (2014), 'Capital in the twenty-first century', Translated by Arthur Goldhammer, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London
35. Roy Medvedev Aleksandrovich (1989), 'Let history judge : the origins and consequences of Stalinism', edited and translated by George Shriver, Columbia University Press, New York
36. Valentin Alexandrovich Sakharov (2003), 'The "Political testament" of Lenin : The reality of history and the myths of politics', Moscow University Press, Moscow

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ
কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক
২৩/২ তোপখানা রোড (৩য় তলা), ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত।
ফোন : +৮৮ ০২ ৪১০৫৩৬৪৪; ০২ ২২৩৩৫২২০৬
ফ্যাক্স : +৮৮ ০২ ২২৩৩৫১৩৩৫
ই-মেইল: mail@spb.org.bd, ওয়েবসাইট : www.spb.org.bd
প্রকাশকাল : অক্টোবর ২০২৪
দাম—১০০ টাকা